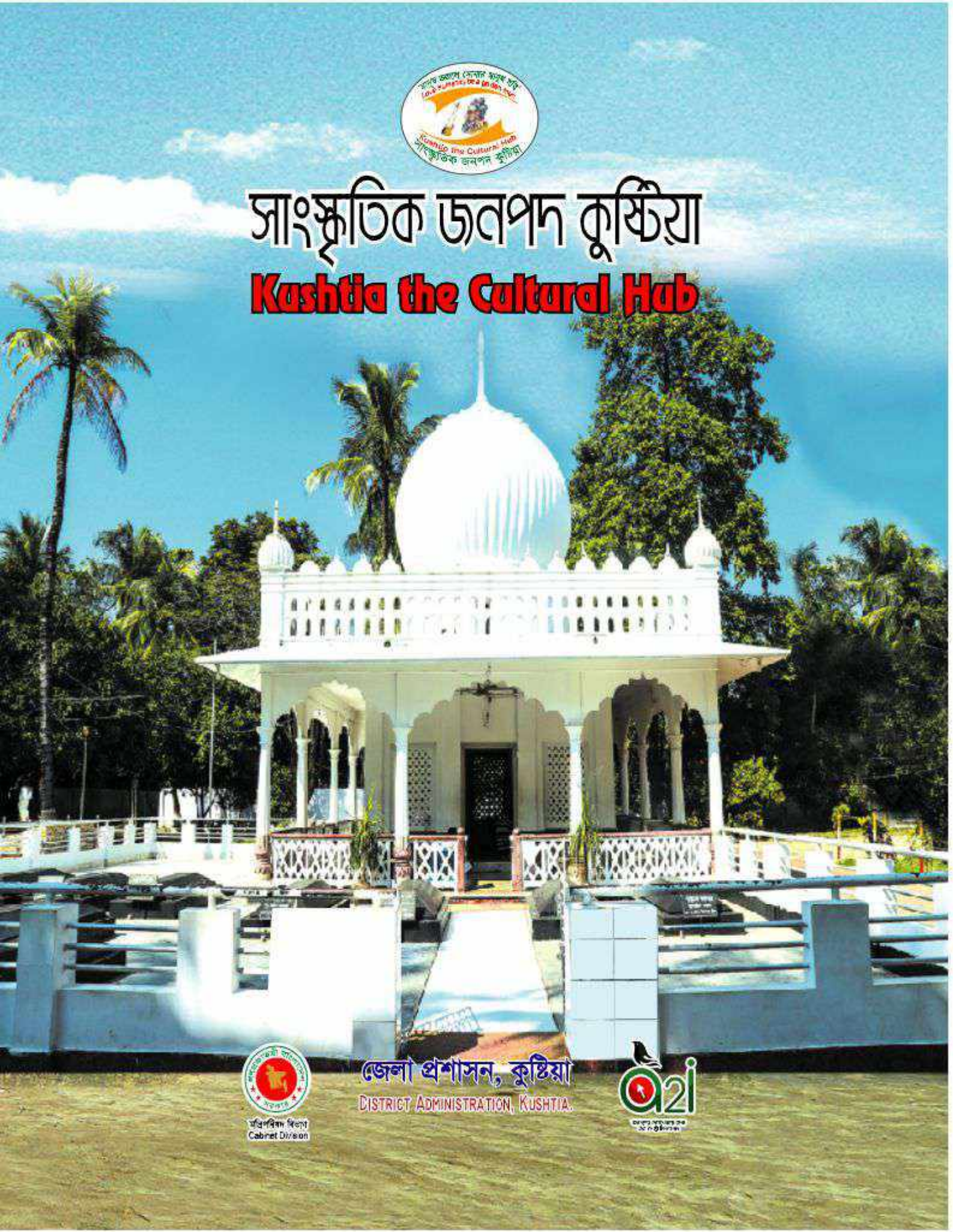
সাংস্কৃতিক জনপদ কুষ্টিয়া
Kushtia the Cultural Hub
জেলা প্রশাসন, কুষ্টিয়া
DISTRICT ADMINISTRATION, KUSHTIA
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
Cabinet Division
a2i

মানুষ হবি

জনপদ কুষ্টিয়া

*Love Humanity be a Golden Man*

**Kushtia The Cultural Hub**

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
Cabinet Division

জেলা প্রশাসন, কুষ্টিয়া
DISTRICT ADMINISTRATION, KUSHTIA.

a2i

*মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি*

# সাংস্কৃতিক জনপদ কুষ্টিয়া


পৃষ্ঠপোষক
মো. জহির রায়হান
জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া।

সম্পাদক
মোস্তাক আহমেদ
অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কুষ্টিয়া

সহযোগিতায়
ড. মাসুদ রহমান
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কুষ্টিয়া সরকারি মহিলা কলেজ, কুষ্টিয়া
অজয় মৈত্র
সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ কুষ্টিয়া সরকারি মহিলা কলেজ, কুষ্টিয়া
ড. আমানুর আমান
লেখক, গবেষক
শরীফ উল্যাহ
সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, কুষ্টিয়া
ফারিয়া সুলতানা
সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, কুষ্টিয়া
এম. এ. মুহাইমিন আল জিহান
সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, কুষ্টিয়া
মোঃ তৌহিদুজ্জামান
সিনিয়র তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, কুষ্টিয়া
মোঃ সোহেল রানা
সহকারী প্রোগ্রামার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুষ্টিয়া

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

দিকনির্দেশনায়
একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

প্রকাশনায়
জেলা প্রশাসন, কুষ্টিয়া

প্রচ্ছদ ডিজাইন
মোঃ আলমগীর আশরাফ (মেজভাই)

বর্ণবিন্যাস ও গ্রাফিক্স ডিজাইন
নোভা মাল্টিমিডিয়া
রজব আলী মার্কেট, কুষ্টিয়া
ফোন ঃ ০৭১-৬২৫৭৪, ০১৭১২-৫৫৭৬৬৭

মুদ্রণ ও বন্ধনী ব্যবস্থাপনা
নোভা অফসেট প্রেস
৫০, আজিজ সুপার মার্কেট (২য় তলা)
শাহবাগ, ঢাকা। ফোন ঃ ০২-৮৬১৬৫৭১


*Love Humanity be a Golden Man*

# Kushtia The Cultural Hub


Patronizer
Md. Zahir Raihan
Deputy Commissioner
Kushtia, Bangladesh.

Editor
Mustak Ahmed
Additional District Magistrate
Kushtia, Bangladesh.

Asst. Editors
Dr. Masud Rahman
Associate Professor, Dept. of Bangla, Kushtia Govt. Mohila College, Kushtia.
Ajoy Moitra
Associate Professor, Dept. of English, Kushtia Govt. Mohila College, Kushtia.
Dr. Amanur Aman
Writer, Researcher
Sharif Ullah
Assistant Commissioner & Executive Magistrate, Kushtia
Faria Sultana
Assistant Commissioner & Executive Magistrate, Kushtia
M. A. Muhaimin Al Zihan
Assistant Commissioner & Executive Magistrate, Kushtia
Md. Touhiduzzaman
Senior Information Officer, District Information Office, Kushtia
Md. Sohal Rana
Asst. Programmer, Office of the Deputy Commissioner
Kushtia, Bangladesh.

Supervision
Cabinet Division

Guidelines
Access to Information (a2i) Programme
Prime Minister's Office

Publication
Office of the Deputy Commissioner
Kushtia.

Coverlet :
Md. Alamgir Ashraf (Majo Bhai)

Compose & Graphics Design :
NOVA Multimed a
Rajab Ali Market, Kushtia. 01712-557 667

Printed by :
NOVA Offset Press
Aziz Market (1st Floor), Shahbag, Dhaka.
01716-171716

# বাণী

মন্ত্রিপরিষদ সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের মহাসড়কে দৃপ্তপদে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। উন্নয়নের এই পথ-পরিক্রমায় বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বদ্ধপরিকর। এই লক্ষ্যসমূহ অর্জনে প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা এবং দেশের প্রতিটি জেলার অর্থনৈতিক সম্ভাবনার যথাযথ বিকাশ। আর এই লক্ষ্যেই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় জেলা-ব্র্যান্ডিং উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে। জেলা-ব্র্যান্ডিং পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জেলা-ব্র্যান্ডিং কৌশল জারি করেছে।

জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের একটি অন্যতম অনুষঙ্গ হলো-ব্র্যান্ড-বুক। জেলা-ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমকে দেশে-বিদেশে পরিচিত করে তুলতে ব্র্যান্ড-বুকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা রয়েছে। এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় জেলা প্রশাসন, কুষ্টিয়া ব্র্যান্ড-বুক প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আশা করি জেলা-ব্র্যান্ডিং উদ্যোগ বাস্তবায়নে এই 'ব্র্যান্ড-বুক' কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

জেলা ব্র্যান্ড-বুক প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ শফিউল আলম

# Message

**Cabinet Secretary**
Government of the
People's Republic of
Bangladesh

Bangladesh is pacing firmly on the highway towards development with a vision to realize Sonar Bangla, the dream of our Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman under the charismatic leadership of Sheikh Hasina, Honorable Prime Minister of Bangladesh. The country is determined to become a middle income nation by 2021 and a prosperous and developed nation by 2041 in the course of realization of the vision. Integrated efforts and initiatives along with appropriate flourishment of the economic prospects of each district are crucial for achieving the vision. In this context district branding is being implemented under the coordination of Cabinet Division with the support of the a2i programme of Prime Minister's Office. The cabinet division has already issued a strategy for proper planning and implementation of district-branding.

One of the most important aspects of district-branding is the brand-book. It is an important and effective tool for showcasing district-branding at home and abroad. I am absolutely delighted to know that Office of the Deputy Commissioner, Kushita is going to publish a brand-book with the support of a2i programme. I believe this brand-book will play a pivotal role in depicting district-branding initiatives and implementation trajectory. I would like to thank all officials concerned with the preparation of the book.

Mohammad Shafiul Alam

# বাণী

**মুখ্য সচিব**
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকার

একটি জেলার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনাসমূহকে বিকশিত করার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের মূল অভিলক্ষ্য। জেলার স্বাতন্ত্র্যও সম্ভাবনা বিকাশের বহুবিধ ক্ষেত্র রয়েছে যেমন: পর্যটন, পণ্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য বা কোনো জনমুখী উদ্যোগ। জেলা-ব্র্যান্ডিং জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও চর্চা, পর্যটন শিল্পের বিকাশ, 'এক জেলা এক পণ্য' কর্মসূচির বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান এবং জেলার ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য চিহ্নিতকরণ এবং তা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সামগ্রিক বিবেচনায় বলা যায় ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমান সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানই জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য।

পর্যটনের সঙ্গে জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশের পর্যটন সম্ভাবনার বিকাশে জেলা-ব্র্যান্ডিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহ একযোগে কাজ করতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ও সব ধরণের সহায়তা দিতে পারে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় বাংলাদেশের সকল জেলা ইতোমধ্যে তাদের ব্র্যান্ডিংয়ের বিষয় নির্ধারণ, লোগো তৈরি এবং ত্রিবার্ষিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। জেলা-ব্র্যান্ডিংকে দেশে-বিদেশে পরিচিত করে তুলতে জেলাসমূহ যে বিস্তৃত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার মধ্যে একটি হলো ব্র্যান্ড-বুক প্রকাশনা । ব্র্যান্ড-বুকের পরবর্তী সংস্করণসমূহের জন্য এটি যেমন ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে তেমনি জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য দলিল হিসেবেও স্বীকৃত হবে।

একটি তথ্যসমৃদ্ধ ও নান্দনিক ব্র্যান্ড-বুক তৈরির জন্য আমি জেলা প্রশাসন, কুষ্টিয়া, এটুআই এবং উক্ত প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং জেলা-ব্র্যান্ডিং কাজের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

মোঃ নজিবুর রহমান

# Message

**Principal Secretary**
Prime Minister's Office
Government of the People's
Republic of B ngladesh

The mission of district branding is to achieve socio economic development through promoting the uniqueness and the potentials of each district. The districts have diverse potentials such as tourist sites, commercial products, famous foods, history and tradition as well as peoples' welfare-centric initiatives. District branding plays an important role in safeguarding and fostering history, tradition and culture of the districts, developing tourism industry, implementing 'one district one product' programme and identifying and preserving the geographical indications (GIs). One of the main objectives of district branding is to provide support in realizing the vision of the present government to become a middle income country by 2021 and a prosperous and developed nation by 2041.

District-branding is closely linked with tourism. This initiative can play an important role in unleashing the potentials of tourism in Bangladesh. In this regard, all government and non-government organizations, including Cabinet Division, Ministry of Public Administration, Ministry of Civil Aviation and Tourism, Ministry of Cultural Affairs, Bangladesh Parjatan Corporation, Bangladesh Tourism Board can work together. The Prime Minister's Office can also provide all-out support.

All the districts have already selected their branding areas, developed logos and three-year work plan with the support of the a2i program of the Prime Minister's Office. One of the important initiatives of the district to promote district branding at home and abroad is the publication of Brand Book.This document will be a foundation for the future editions and at the same time will also be treated as a landmark publication in the history of district-branding.

I congratulate district administration Kushtia, a2i and all concerned for publishing such an impressive and informative Brand Book and wish the district branding initiative all the success.

**Md. Nojibur Rahman**

# বাণী


মহাপরিচালক (প্রশাসন)
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ও
প্রকল্প পরিচালক, এটুআই


বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা এক একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। কোন জেলায় রয়েছে সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন, কোথাও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পসরা সাজানো, কোথাও বা লোকজ ঐতিহ্য কিংবা শিল্প সাহিত্যে সমৃদ্ধ। আবার কোন জেলা কৃষিজ পণ্যের জন্যে বিখ্যাত, কোথাও বা মজাদার কোন খাবারের জন্য সুনাম কুড়ানো। দেশের প্রতিটি জেলার এ সকল বৈশিষ্ট্যকে শুধু দেশের অভ্যন্তরেই নয় বহি:র্বিশ্বের কাছে তুলে ধরে আমাদের ঐতিহ্য-সমৃদ্ধি আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে বিশ্ববাসীকে জানানোর মাধ্যমে বৈদেশিক বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার জন্য 'জেলা ব্র্যান্ডিং' অনন্য ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন একটি উদ্যোগ ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধনের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে অমিত সম্ভাবনার দেশ-বাংলাদেশ। বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' তথা মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বদ্ধপরিকর। এই রূপকল্পসমূহ অর্জনে সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। উক্ত কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলার স্বতন্ত্র্য ও সম্ভাবনাসমূহকে বিকশিত করার মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রাম জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এ উদ্যোগকে সামনে এগিয়ে নিতে এবং সফল করতে প্রতিটি জেলার জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের সার্বিক কার্যক্রমকে চিত্তাকর্ষকভাবে উপস্থাপনের একটি অনন্য প্রয়াস হচ্ছে ব্র্যান্ড-বুক। এই ব্র্যান্ড-বুক জেলা-ব্র্যান্ডিং পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং পরবর্তীতে যাঁরা ব্র্যান্ডিংয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবেন তাঁদের জন্য জ্ঞানভাণ্ডার হিসেবে কাজ করবে। সে লক্ষ্যেই জেলা কমিটিকে এই বই প্রকাশের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিতেও বিষয়সমূহ উপস্থাপনের ফলে এই বইটির ব্যবহারের পরিধি নিশ্চিতভাবে বেড়েছে।

আমি আশা করব ভবিষ্যতে এই জেলা ব্র্যান্ডিং বই এর নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হবে এবং ব্র্যান্ডিংকে দেশে-বিদেশে তুলে ধরতে তা কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। জেলা প্রশাসন, কুষ্টিয়া, এটুআই এবং বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট থেকে যাঁরা এই প্রকাশনাটি সম্পন্ন করেছেন আমি তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

কবির বিন আনোয়ার

# Message

**Director General (Administration)**
Prime Minister's Office
Government of the People's
Republic of Bangladesh
And
Project Director, a2i

Each and every district of Bangladesh possess some unique features and potentialities. Some part of this land have elegant natural beauty while the other parts have historical archetypes and antiques. Also most parts of this land have abundancy of agricultural products with lot of frui s and crops. The folk arts and cultural heritages of this country have significant history and practice as well. All the unique features and characteristics of the very part of the country need to be flourished not only inside the country but also to the rest of the world to let everyone know about the beautiful Bangladesh and to attract Foreign Direct Investment. In this perspective district branding is a unique approach.

Bangladesh has been pacing forward with significant progress in economic and social indicators led by Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, to build 'Sonar Bangla' the dream of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The present government is committed to build 'Digital Bangladesh' by 2021 and a happy and prosperous country by 2041. To realize these visions, the government has taken up massive programme. As part of these programme to accelerate the momentum of development, the initiative of 'District Branding' has been undertaken by the a2i program of the Prime Minister's Office.

Brand-Book is a unique effort to impressively demonstrate the overall activities of district branding. This book will serve as a knowledge base for planning and implementing district-branding and for those who will be associated with this initiative later. For this reason, the district committee has been requested to publish this document. Bilingual feature of this book has certainly added extra advantage regarding its use. I expect, new editions of this book will be published in future and will play a crucial role in showcasing district branding at home and abroad.

My heartfelt thanks go to District Administration Kushtia, a2i and all who contributed to this significant publication.

**Kabir Bin Anwar**

# বাণী

বিভাগীয় কমিশনার
খুলনা বিভাগ
খুলনা

প্রত্যেকটি জেলার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক পরিচয়কে নির্দিষ্ট লোগোর মাধ্যমে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সকলের কাছে তুলে ধরাই হচ্ছে জেলা ব্র্যান্ডিং। পর্যটন শিল্পের বিকাশ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিভিন্ন জেলার পণ্য অন্যান্য জেলায় পরিচিত করা, স্থানীয় উদ্যোক্তা তৈরি ও বিদ্যমান উদ্যোক্তাদের সক্ষমতার উন্নয়ন তথা টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রাখে জেলা ব্র্যান্ডিং। বাংলাদেশ এখন তৈরি পোশাক শিল্প, বাঘের পরিচয়ে ক্রিকেট, ক্রমবর্ধমান তথ্য প্রযুক্তিখাতসহ ডিজিটাল বাংলাদেশের পরিচয় সারা বিশ্বে পরিচিত। এদেশের ৬৬% কর্মম জনগোষ্ঠী, যা আমাদের সম্পদ। সম্মিলিত উদ্যোগ থাকলে নিজস্ব মেধাকে কাজে লাগিয়ে যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে বিশ্ব প্রতিযোগিতায় আমরা উপযুক্ত অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় অবস্থানের কারণে অচিরেই এতদঞ্চলের মানুষ পদ্মা সেতুর সুফল ভোগ করবে। দক্ষিণাঞ্চলের ২১টি জেলার সম্ভাবনাময় খাতগুলোতে অর্থনৈতিক গতিশীলতা সৃষ্টি করতে জেলা ব্র্যান্ডিং এর উদ্যোগ সর্বস্তরের মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে।

বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে একটি জ্ঞাননির্ভর মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হবে। এ লক্ষ্যে সরকারের সঙ্গে সংশ্লি সকল অংশীজনদের এগিয়ে আসতে হবে। জেলা ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমের আওতায় ব্র্যান্ড-বুক প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ ব্র্যান্ড-বুকের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

লোকমান হোসেন মিয়া

# Message

**Divisional Commissioner**
Khulna Division
Khulna

District Branding is to familiarize people of the each district geographical features, natural beauty, history, cultural heritage etc. Through a preset lo o in front of the national and international community. The purpose of District Branding is expansion of tourism industry, industry, infrastructural development, promoting products of one district to the others, creating local entrepreneur and enhancing capability of the existing entrepreneur that is sustainable development. Bangladesh has become renowned to the world as digital Bangladesh for her intensified information technology sector as well as Ready Made Garments and the famous Cricket team. 66% of our total population is skilled, who are our great asset. If we take initiatives we will be able to create our own esteemed place in the competitive world by using our talent, guided by a true leader. The people of this region are going to enjoy the advantage of the Padma Bridge due to the strong stand of the Prime Minister Sheikh Hasina. In order to create economic flow among the promising sectors of 21 districts of the southern region, it is needed to spread this initiative of District Branding among the mass people.

By the year of 2021 Bangladesh will emerge as knowledge based mid-income country. All of the government partners need to come up to achieve this goal. I am very glad to know that a Brand Book is going to be published under the project of District Branding. I wish every success of this Brand Book.

**Lokman Hossain Miah**

# মুখবন্ধ

জেলা প্রশাসক
কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়া জেলার গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্য রয়েছে। ইতোমধ্যে এই জেলা বাংলাদেশের অন্যতম দর্শনীয় স্থান হিসেবে সুনাম অর্জন করেছে। বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলায় রয়েছে ঐতিহ্যবাহী মসজিদ, মন্দির, গির্জা, দর্শনীয় স্থান, নদ-নদী এবং ইতিহাসের নামকরা জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণের পদচারণা। কুষ্টিয়ার ধূলিকণায় মিশে আছে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, নীল বিদ্রোহ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন, সামাজিক আন্দোলন, ইসলামিক আন্দোলন, বাউল আন্দোলন। কুষ্টিয়াতে বহিরাগত যারা এসেছে তারা আর ফিরে যায়নি, কুষ্টিয়াতেই স্থায়ী বসবাসের বন্দোবস্ত করেছে। তার কারণ হিসেবে ধরা যেতে পারে কুষ্টিয়ার প্রকৃতি এবং মানুষ। কুষ্টিয়ার দর্শনীয় স্থানসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ি, ফকির লালন শাহের মাজার, কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদারের বাস্তুভিটা, টেগর লজ, মীর মশাররফ হোসেনের বাস্তুভিটা, ঐতিহাসিক হার্ডিঞ্জ ব্রিজ, লালন শাহ সেতু, প্যারী সুন্দরীর বাস্তুভিটা, গোপীনাথ জিউর মন্দির, পরিমল থিয়েটার, মোহিনী মিলস, রেণউইক যজ্ঞেশ্বর এণ্ড কোং (বিডি) লিঃ, গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্প, চাঁপাইগাছি বিল, গড়াই নদী, রেণউইক বাঁধ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কুষ্টিয়া অগ্রসর একটি জেলা। বাংলাদেশের অনেক নামকরা কবি-সাহিত্যিকের জন্ম এই জেলায়। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে অনেক খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিক ও দেশি-বিদেশী বরেণ্য ব্যক্তিদের আগমনে কুষ্টিয়া জেলা ধন্য হয়েছে ও শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি লাভ করেছে। এখানে নিয়মিত সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা চলে। লালনকে কেন্দ্র করে এখানকার লালন সংগীত বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

কুষ্টিয়া জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য, দর্শনীয় স্থানসমূহ তুলে ধরার জন্য জেলা ব্র্যান্ডিং বুক প্রণয়ন করা হয়েছে। এই জেলাকে ব্র্যান্ডিং করার লক্ষ্যে দেশি-বিদেশী পর্যটকদের নিকট এই জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য, দর্শনীয় স্থানসমূহ পরিচিত করানো ও তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য জেলা ব্র্যান্ডিং একটি ব্যতিক্রমী, আকর্ষণীয় ও তথ্যমূলক বই এর ভূমিকা পালন করবে। প্রথমবারের মত এরূপ ব্র্যান্ডিং বই প্রণয়নে এ জেলার কোন কোন ঐতিহ্য অজ্ঞতা বা ভূলবশতঃ বাদ পড়তে পারে কিংবা কোন কোন তথ্যে অনিচ্ছাকৃত ভুল থাকতে পারে বিধায় বিজ্ঞ পাঠকগণ তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশা করি। এই ব্র্যান্ডিং বইয়ে কোন দোষত্রুটি পরিলক্ষিত হলে জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়াকে অভিহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে। বইটি প্রণয়নে যারা কঠোর পরিশ্রম ও আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

মো. জহির রায়হান

# Preface

**Deputy Commissioner**
Kushtia

Kushtia District inherits a glorious history and tradition. This district has already earned popularity as a unique touring spot in Bangladesh. There are many renowned mosques, temples, churches, touring spots, rivers and home of eminent personalities in greater Kushtia District. Kushtia is also famous for many active revolts and insurrections including uprising against the British and Indigo-Plantation, Liberation War of Bangladesh, social, Islamic and Baul movements. Many outsiders who once came to Kushtia finally decided to settle here. The reasons are its topography and people which fascinated them. The significant touring spots of the district include Tagore's Kuthibari, Fakir Lalon Shah's Shrine, Kangal Harinath Majumder's Museum, settlement of Pary Sundari, Tagore Lodge, homestead of Mir Mossarraf Hussain, Pakshi Rail Bridge, Lalon Shah Bridge, Gopinath Zeur Temple, Parimal Theatre, Renwick Joggeswar & Co. (BD) Ltd., Ganges-Kobadak Project, Chapaigachi Beel, River Gorai, Renwick Dam and Islamic University etc. Kushtia plays a leading role in the field of literature and culture in the country. Many renowned poets and literateurs were born in this district. Moreover, this district has always been blessed with frequent visits of illustrious poets, litterateurs and personalities from home and abroad and has established noteworthy advancement in the fields of art, literature and culture. Cultural and literary practices are common phenomenon in this district. Lalon's songs which emerged from the distinct Baul cult of Fakir Lalon Shah have gained enormous popularity across the world.

District Branding Book on Kushtia has been compiled to highlight and uphold the history, tradition and attractive touring sites of the district. The unique, captivating and factual booklet aims at attracting tourists from home and abroad and familiarize them with the history, tradition and charming sites of the district. As this is the first edition, there may be some overlooking of facts or any historical site or tradition may not have been included. In case of any misinformation, exclusion or printing error please keep us in your kind consideration and inform Deputy Commissioner, Kushtia so that we can avoid or add those later. I would like to give my heartfelt thanks to all concerned preparing of the book for their effort and significant contribution.

**Md. Zahir Raihan**

# সূচি


| বিবরণ | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| কুষ্টিয়ার ম্যাপ (বাংলা) | ১৫ |
| কুষ্টিয়ার ম্যাপ (ইংরেজি) | ১৭ |
| এক নজরে কুষ্টিয়া | ১৯ |
| জেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি | ২১ |
| সাংস্কৃতিক জনপদ কুষ্টিয়া | ২৩ |
| ব্র্যান্ডিং এর বিষয় নির্বাচন ও লোগো বর্ণনা | ২৪ |
| ট্যাগ লাইনের ব্যাখ্যা | ২৫ |
| জেলা ব্র্যান্ডিং এর লোগো নির্মিত | ২৬ |
| **লালন শাহ্** | ২৭ |
| লালন একাডেমির প্রধান ফটক | ২৯ |
| লালন শাহের মাজার | ৩০ |
| লালন শাহের সমাধি | ৩২ |
| পুণ্যসেবা | ৩৩ |
| বাল্যসেবা | ৩৪ |
| খিলকা প্রদান | ৩৫ |
| স্মরণোৎসব | ৩৭ |
| তিরোধান দিবস | ৩৮ |
| একতারা | ৪০ |
| লালন মুরাল | ৪২ |
| **শিলাইদহ কুঠিবাড়ি** | ৪৩ |
| শিলাইদহ কুঠিবাড়ি | ৪৫ |
| শিলাইদহ কুঠিবাড়ির প্রধান ফটক | ৪৬ |
| শিলাইদহ কুঠিবাড়ির পুকুর | ৪৯ |
| পুকুরঘাট ও বকুলতলা | ৫০ |
| নৌযান | ৫২ |
| কবির স্মৃতি বিজড়িত আসবাবপত্র | ৫৪ |
| টেগর লজ | ৫৬ |
| সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন | ৫৭ |
| মীর মশাররফ হোসেন স্মৃতি জাদুঘর | ৫৮ |
| হিতকরী পত্রিকা | ৫৯ |
| **কাঙাল হরিনাথ মজুমদার** | ৬০ |
| এম এন প্রেস | ৬১ |
| কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের হস্তলিপি | ৬২ |
| স্মৃতি জাদুঘর | ৬৩ |
| গ্রামবার্তা প্রকাশিকা | ৬৫ |
| কুমারখালী পাইলট বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৬৬ |
| বাঘা যতীন | ৬৯ |
| রাধাবিনোদ পাল | ৭১ |
| কবি আজিজুর রহমান | ৭৩ |
| প্যারী সুন্দরী | ৭৪ |
| জেলা প্রশাসকের কার্যালয় | ৭৫ |
| জেলা প্রশাসকের বাসভবন | ৭৬ |
| জেলা সার্কিট হাউস | ৭৭ |
| হার্ডিঞ্জ ব্রিজ ও লালন শাহ্ সেতু | ৭৮ |

| বিবরণ | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| পোড়াদহ রেল জংশন | ৮২ |
| গড়াই রেল সেতু | ৮৩ |
| শেখ রাসেল কুষ্টিয়া-হরিপুর সংযোগ সেতু | ৮৪ |
| মুক্তি মৈত্রী স্মৃতিসৌধ | ৮৬ |
| বঙ্গবন্ধুর মুরাল | ৮৭ |
| চন্ডিপুর গণহত্যায় শহীদের স্মৃতিস্তম্ভ | ৮৮ |
| কেন্দ্রীয় শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ | ৮৯ |
| কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার | ৯০ |
| মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি | ৯১ |
| মুক্তিযোদ্ধা মঞ্চ | ৯৩ |
| ঘৃণিত রাজাকার চত্বর | ৯৪ |
| কুষ্টিয়া পৌরসভা | ৯৫ |
| নীলকুঠি ভবন | ৯৮ |
| বাউদিয়া শাহী মসজিদ | ৯৯ |
| শাহ্ মখদুম মৌলুক খোরশেদ (রঃ)-এর মাজার | ১০১ |
| ভেড়ামারা জুনিয়াদহ মসজিদ | ১০২ |
| খোকসা কালী মন্দির | ১০৩ |
| গোপীনাথ জিউর মন্দির | ১০৫ |
| গোপীনাথ বাড়ি মন্দির | ১০৭ |
| কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল | ১০৮ |
| ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় | ১০৯ |
| ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ | ১১০ |
| মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব | ১১১ |
| আলাউদ্দিন আহমেদ শিক্ষাপল্লী পার্ক | ১১২ |
| ভেড়ামারা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ১১৪ |
| গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্প | ১১৬ |
| কুষ্টিয়া সুগার মিলস লিঃ | ১১৮ |
| রেণউইক, যজ্ঞেশ্বর এন্ড কোং (বিডি) লিঃ | ১২০ |
| মোহিনী মিলস্ | ১২৩ |
| কুষ্টিয়ার শিল্প কারখানা | ১২৫ |
| খাজানগর চাউলের মোকাম | ১২৭ |
| নর্দান জুট মিলস্ | ১২৮ |
| গড়াই-এর রূপ | ১২৯ |
| টাঁপাইগাছি বিল | ১৩১ |
| পদ্মার রূপ | ১৩২ |
| মৃৎশিল্প | ১৩৩ |
| কুমারখালীর তাঁতশিল্প | ১৩৫ |
| কুষ্টিয়া ঐতিহ্যবাহী লাঠিখেলা | ১৩৭ |
| কুলফি মালাই | ১৩৯ |
| তিলেখাজা | ১৪১ |
| কর্মপরিকল্পনা | ১৪৫ |
| আবাসিক/খাবার হোটেল ও রেঁস্তোরা | ১৪৫ |
| জিরোপয়েন্ট হতে দর্শনীয় স্থান/স্থাপনার দূরত্ব | ১৪৯ |
| কেস স্টাডি | ১৫৩ |

# Contents


| Description | Page |
|---|---|
| District Map (Bangla) | 15 |
| District Map (English) | 17 |
| Kushtia at a glance | 19 |
| Short History of District | 21 |
| Kushtia the cultural hub | 23 |
| District Branding: Contents and Summary | 24 |
| Tagline Explanation | 25 |
| Making the District Branding Logo | 26 |
| **Lalon Shah** | 27 |
| The Main Gate of Lalon Academy | 29 |
| Shrine of Baul King Lalon Shah | 30 |
| The Grave of Lalon Shah | 32 |
| Punyaseba | 33 |
| Balyaseba | 34 |
| Khilka awarding ceremony | 35 |
| Lalon Memorial Festival | 37 |
| Lalon Death Anniversary | 38 |
| Ektara | 40 |
| Lalon Mural | 42 |
| **Shilaidaha Kuthibari** | 43 |
| Shilaidaha Kuthibari | 45 |
| Main gate of Kuthibari | 46 |
| Kuthibari pond | 49 |
| Bakultala and pond wharf | 50 |
| Tagore's water boat | 52 |
| Tagore' home decors | 54 |
| Tagore Lodge | 56 |
| **Litterateur Mir Mosharraf Hossain** | 57 |
| Mir Mosharraf Hossain Museum | 58 |
| Hitokori | 59 |
| **Kangal Harinath Majumder** | 60 |
| M N Press | 61 |
| Kangal Harinath's Manuscript | 62 |
| Kangal Harinath Museum | 63 |
| Grambarta Prakashika | 65 |
| Kumarkhali Pilot Girls' High School | 66 |
| Bagha Jatin | 69 |
| Radhabinod Pal | 71 |
| Poet Azizur Rahman | 73 |
| Pary Sundari | 74 |
| Office of the Deputy Commissioner | 75 |
| Residence of the Deputy Commissioner | 76 |
| District Circuit House | 77 |
| Hardinge Bridge and Lalon Shah Bridge | 78 |

| Description | Page |
|---|---|
| Poradaha Railway Junction | 82 |
| Gorai Rail Bridge | 83 |
| Sheikh Rasel Kushtia-Haripur Bridge | 84 |
| Mukti Moitree Memorial | 86 |
| Bangabandhu Mural | 87 |
| The memorial of Chandipur genocide martyrs | 88 |
| Central Shaheed Memorial | 89 |
| Central Shaheed Minar | 90 |
| Memory of Liberation War | 91 |
| Freedom Fighter Stage | 93 |
| Despicable Rajakar Ground | 94 |
| Kushtia Municipality | 95 |
| Neel Kuthi (Indigo House) | 98 |
| Jhaudia Shahi Mosque | 99 |
| Khorshed Faqir's Mazar | 101 |
| Juniadaha Mosque | 102 |
| Temple of Goddess Kali in Khoksa | 103 |
| Gopinath Temple | 105 |
| Gopinath House Temple | 107 |
| Kushtia Medical college and Hospital | 108 |
| Islamic University | 109 |
| Islamic University Central Mosque | 110 |
| Mrityunjoyi Mujib | 111 |
| Alauddin Ahamade's Shikkhapolly Park | 112 |
| Bheramara power Station | 114 |
| The Ganges-Kobadak Project (GK Project) | 116 |
| The Kushtia Sugar Mills Ltd. | 118 |
| Renwick Jajneswar & Co. (BD) Ltd. | 120 |
| Mohini Mills | 123 |
| Kushtia's Industry & Factory | 125 |
| Khajanagar Rice Wholesale market | 127 |
| Northern Jute Mills | 128 |
| Gorai River | 129 |
| Chapaigachi Beel | 131 |
| Beauty of Padma | 132 |
| Clay Products | 133 |
| Bed Covers and Towels of Kumarkhali | 135 |
| Traditional Lathi Khela | 137 |
| Kulfi Malai | 139 |
| Tilekhaja | 141 |
| Work Plan | 147 |
| Residential Hotel & Restaurant | 148 |
| Distance from zero point of historical monuments & sites | 151 |
| Distrance of Kushtia from different places of the country | 152 |

# কুষ্টিয়া জেলার মানচিত্র

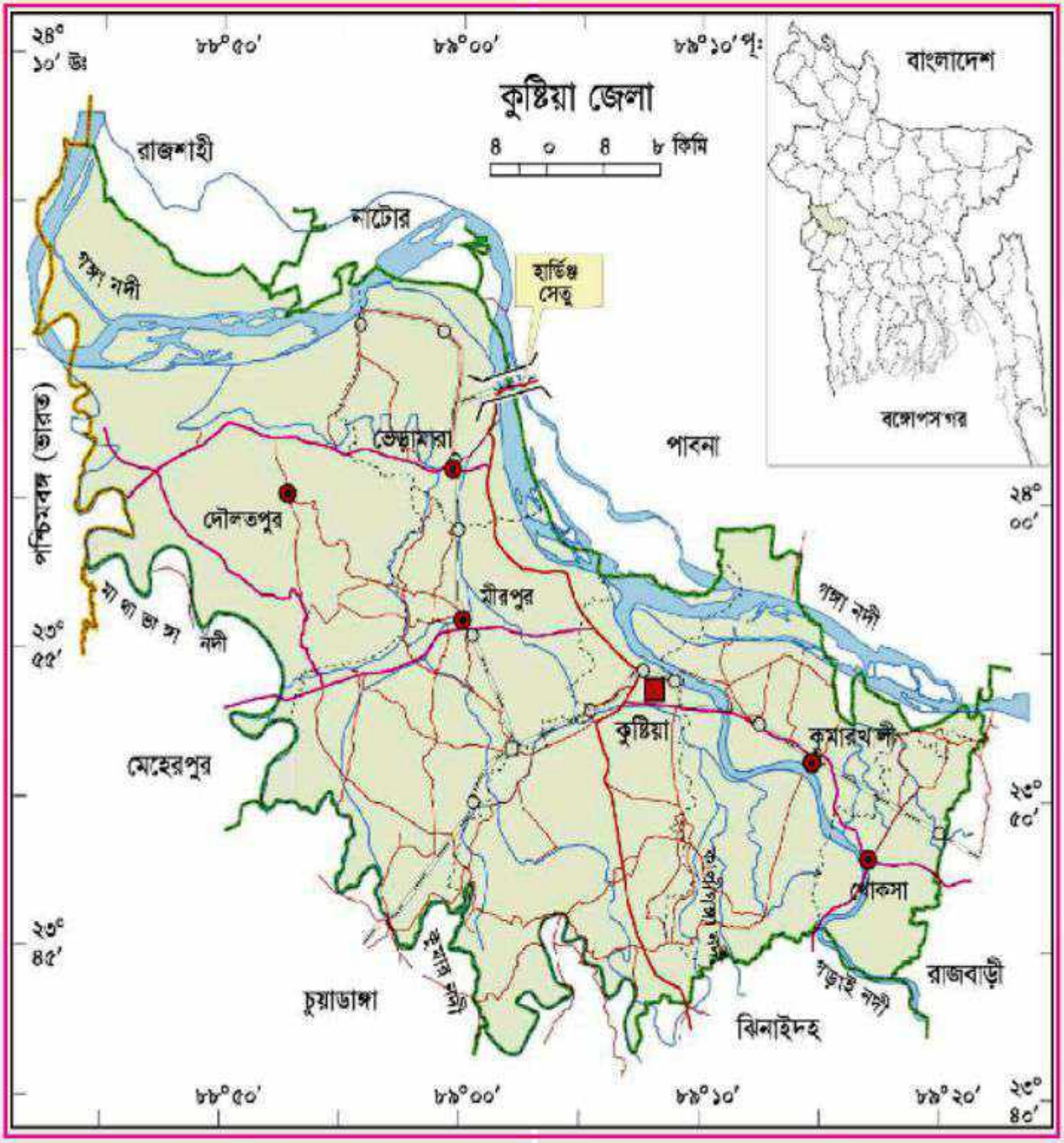

# Map of Kushtia District

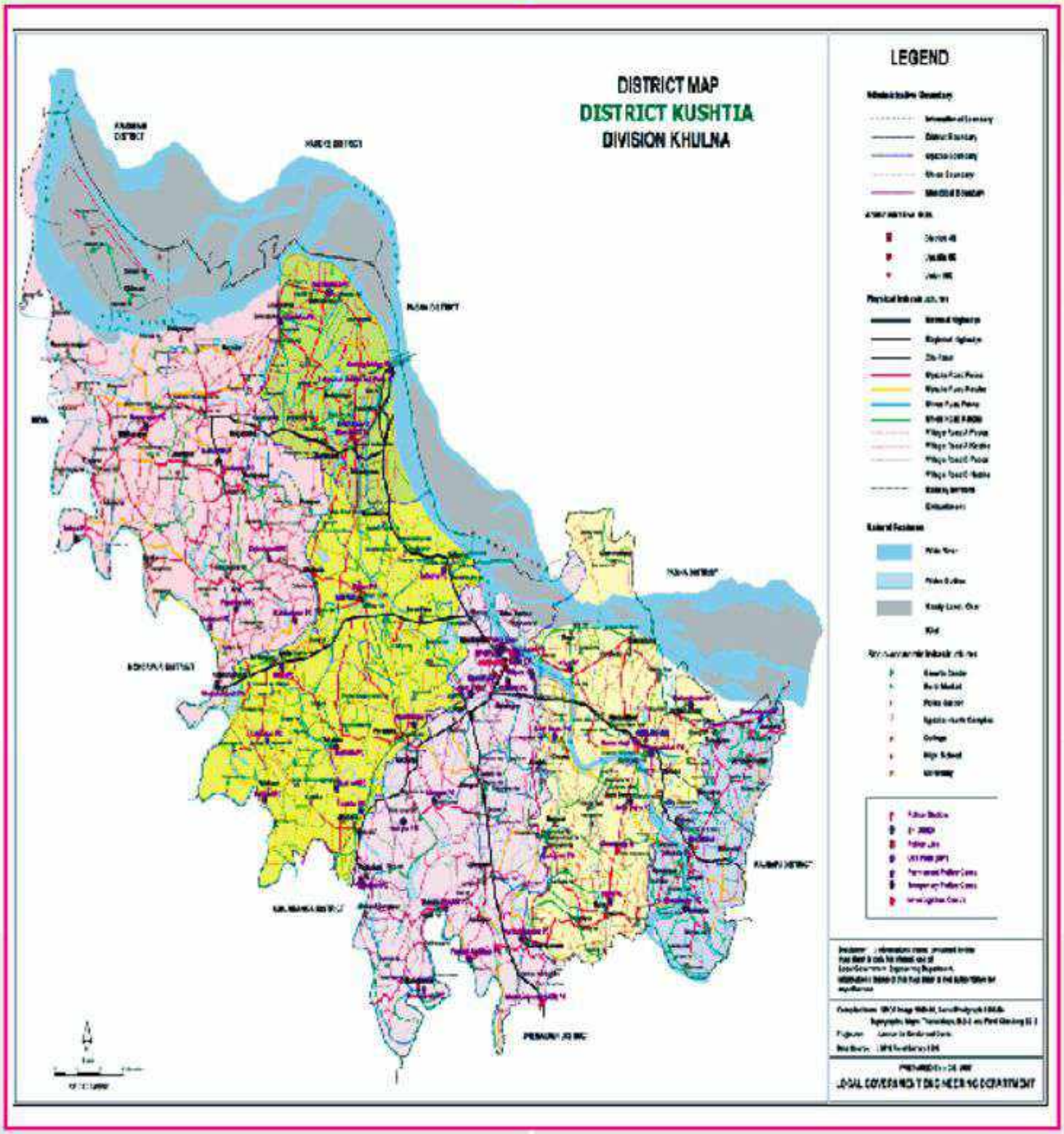

# এক নজরে কুষ্টিয়া

### প্রশাসনিক এলাকা

| | |
|---|---|
| আয়তন | : ১৬০৮.৮০ বর্গ কি.মি |
| নির্বাচনী এলাকা | : ৪ টি |
| মোট ভোটার সংখ্যা | : ১৪,২৫,৯৯০জন |
| পুরুষ | : ৭,১১,৭৪৭ জন |
| মহিলা | : ৭,১৪,২৪৩ জন |
| উপজেলা | : ৬ টি |
| থানা | : ৭টি |
| পৌরসভা | : ৫ টি |
| ইউনিয়ন | : ৬৫ টি |
| গ্রাম | : ৯৭৯টি |

### শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

| | |
|---|---|
| বিশ্ববিদ্যালয় | : ১টি |
| মেডিকেল কলেজ | : ১টি |
| সরকারি কলেজ | : ৩টি |
| বেসরকারি কলেজ | : ৬০ টি (৪২টি এমপিও ভুক্ত) |
| পলিটেকনিক | : ১টি |
| সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় | : ৩ টি |
| বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় | : ২৩৮ টি |
| নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | : ৭২ টি |
| মাদ্রাসা (দাখিল, আলিম, ফাজিল, কামিল) | : ৭৫ টি |
| সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | : ৭৫৮ টি |

### স্বাস্থ্য

| | |
|---|---|
| জেনারেল হাসপাতাল | : ১টি (২৫০ শয্যাবিশিষ্ট) |
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | : ৫ টি |
| স্কুল স্বাস্থ্য কেন্দ্র | : ১ টি |
| জেল হাসপাতাল | : ১ টি (২৭ শয্যাবিশিষ্ট) |

### কৃষি

| | |
|---|---|
| মোট ফসলী জমির পরিমাণ | : ২,৭৫,৫১৯ একর |
| মোট কৃষক পরিবারের সংখ্যা | : ২,৪৪,৩৮০টি |
| প্রধান ফসল | : ধান, আখ, তামাক, পাট, গম, ভূট্টা, সরিষা, পান, ডাল ইত্যাদি। |

# At a glance, Kushtia

### Administrative area

| | |
|---|---|
| Area | : 1,608.80 Sq Km |
| Election Constituency | : 4 |
| Number of Voters | : 14,25,990 |
| Male | : 7,11,747 |
| Female | : 7,14,747 |
| Upazila | : 6 |
| Thana | : 7 |
| Municipality | : 5 |
| Union | : 65 |
| Village | : 979 |

### Educational Institution

| | |
|---|---|
| University | : 1 |
| Medical College | : 1 |
| Govt. College | : 3 |
| Non Govt. College | : 60 (MPO 42) |
| Polytechnic | : 1 |
| Govt. High School | : 3 |
| Non Govt. High School | : 238 |
| Lower Secondary School | : 72 |
| Madrasah (Dakhil, Alim, Fazil, Kalim) | :75 |
| Govt. Primary School | : 757 |

### Health

| | |
|---|---|
| General Hospital | : 1 (250 Bed) |
| Upazila Health Complex | : 5 |
| School Health Complex | : 1 |
| Prison Hospital | : 1 (27 Bed) |

### Agriculture

| | |
|---|---|
| Total crop land | : 2,75,519 acres |
| Farming families | : 2,44,380 |
| Main Crops | : Paddy, Sugar Cane Tobacco, Jute, Corn Mustard, Pulse etc. |

| অন্যান্য প্রতিষ্ঠান | | **Other Institution** | |
|---|---|---|---|
| মসজিদ | : ১৭১০ টি | Mosque | : 1,710 |
| মন্দির | : ২০০ টি | Temple | : 200 |
| গির্জা | : ২ টি | Pagoda | : 2 |
| ঈদগাহ | : ১১৭৩ টি | Eidgah | : 1173 |
| কওমি মাদ্রাসা | : ৪০ টি | Qawmi Madrasah | : 40 |
| রাইস মিল | : ১৩৪৩ | Rice Mill | : 1,343 |
| নার্সারী | : ১৪৬ টি | Nursery | : 146 |
| হর্টিকালচার | : ২টি | Horticulture | : 2 |
| তাঁতের সংখ্যা | : ২১৬৮৮ টি | Number of Handloom | : 21,688 |
| গ্রোথ সেন্টারের সংখ্যা | : ২৬ টি | Growth Center | : 26 |

| অন্যান্য | | **Others** | |
|---|---|---|---|
| মোট জমি | : ৩,৩৪,১৪৮ একর | Total land | : 3,34,148 acres |
| নদী | : ১১ টি | River | : 11 |
| মৌজা | : ৭০১ টি | Mouza | : 701 |
| হাটবাজার | : ৩১০ টি | Market | : 310 |
| আশ্রয়ন প্রকল্প | : ৭ টি | Ashrayan Project | : 7 |
| আদর্শ গ্রাম | : ৭ টি | Ideal Village | : 7 |
| রাস্তা | : ৩,৮৫২ কি.মি | Road | : 3,852 |
| জনসংখ্যার ঘনত্ব | : ১,২১০/বর্গ কি.মি | Population density | : 1,210 Sq Km |
| সাক্ষরতার হার | : ৪৬.৩% | Literacy rate | : 46.3% |

## জেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কুষ্টিয়া– বহুপূর্ব থেকেই বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে এর অবিসংবাদিত পরিচিতি রয়েছে। তবে 'কুষ্টিয়া' নামটি কীভাবে এলো তা নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সবচেয়ে সমর্থিত মতটি হেমিলটনস-এর গেজেটিয়ার সূত্রে পাওয়া। সেটি হলো, কুষ্টিয়াতে এক সময় প্রচুর পরিমাণে পাট উৎপাদিত হতো। পাটকে স্থানীয় ভাষায় 'কোষ্টা' বা 'কুষ্টি' বলতো, যার থেকে কুষ্টিয়া নামটি এসেছে। কারো মতে ফারসি শব্দ 'কুশতহ' থেকে কুষ্টিয়ার নামকরণ হয়েছে যার অর্থ ছাই দ্বীপ। আবার সম্রাট শাহজাহানের সময় কুষ্টি বন্দরকে কেন্দ্র করে কুষ্টিয়া শহরের উৎপত্তি বলেও একটি মত রয়েছে।

১৭২৫ সালে কুষ্টিয়া নাটোর জমিদারির অধীনে ছিল এবং এর পরিচিতি আসে কান্তানগর পরগণার রাজশাহী ফৌজদারির সিভিল প্রশাসনের অন্তর্ভুক্তিতে। পরে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৭৬ সালে কুষ্টিয়াকে যশোর জেলার অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু ১৮২৮ সালে এটি আবার পাবনা জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৬১ সালে নীল বিদ্রোহের কারণে কুষ্টিয়া মহকুমা প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ১৮৭১ সালে কুমারখালী ও খোকসা থানা নিয়ে কুষ্টিয়া মহকুমা নদীয়ার অন্তর্গত হয়। ভারত উপমহাদেশ বিভক্তির পূর্বে কুষ্টিয়া নদীয়া জেলার আওতায় একটি মহকুমা ছিল। ১৯৪৭ সালে কুষ্টিয়া জেলার অভ্যুদয় ঘটে। তখন কুষ্টিয়া জেলা ৩টি মহকুমা নিয়ে গঠিত ছিল। যথা : কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা এবং মেহেরপুর। এরপর ১৯৮৪ সালে চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর আলাদা জেলা হিসেবে পৃথক হয়ে গেলে কুষ্টিয়া মহকুমার ৬টি থানা নিয়ে বর্তমান কুষ্টিয়া জেলা গঠিত হয়।

**অবস্থান :** কুষ্টিয়া জেলা ২৩.২৪ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৪.৩২ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮.৪২ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৮৯.২২ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। জেলাটি বর্তমানে যেমন বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের মধ্যভাগে অবস্থিত, তেমনি অবিভক্ত বাংলারও মধ্যভাগে ছিল এর অবস্থান।

**সীমানা :** কুষ্টিয়া জেলার উত্তর-পশ্চিম ও উত্তরে পদ্মা নদীর অপর তীরে রাজশাহী, নাটোর ও পাবনা জেলা, দক্ষিণে ঝিনাইদহ জেলা, পশ্চিমে মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ভারতের নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলা এবং পূর্বে রাজবাড়ি জেলা অবস্থিত। ভারতের সাথে কুষ্টিয়ার ৪৬.৬৯ কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে।



## Short History of District

Kushtia has long been famous as the cultural capital of Bangladesh. Historians differ on the origin of the name 'Kushtia'. The most agreed opinion can be traced from Hamilton's Gazetteer. Once, jute grew in abundance in Kushtia. The local word for jute was 'kosta' or 'kusti' from where the name 'Kushtia' emerged. Some people suggested that Kushtia inherited its name from a persian word 'kushtaha' which meant an island of ashes. There is another opinion that Kushtia town flourished Kushtia port in the regime of Emperor Shahjahan.

In 1725 Kushtia region was under the Zamindari jurisdiction of Natore and it became famous when included in the civil administration of Rajshahi of Kandanagar subdivision. Later British East India Company brought Kushtia under Jessore District in 1776. But in 1828 it was again included under Pabna District. In 1861 when Indigo rebellion broke out, Kushtia was established as a subdivision. Before the partition of the subcontinent, Kushtia was a subdivision under Nadia District. Kushtia emerged as a district in 1947 and consisted of three subdivisions including Chuadanga and Meherpur. When Chuadanga and Meherpur emerged as districts, the present Kushtia districts, consisted 6 thanas.

Kushtia District is situated between 23'24N to 24'32N latitude and from 88'42E to 89'22E longitude. As the district is now located in the midst of South North Bengal, it was also at the centre of undivided Bengal.

**Area :** It is bounded by Rajshahi, Natore and Pabna districts on the north, Jhenaidah district on the south, Rajbari district on the east, Nadia and Mushidabad districts of India and Chuadanga and Meherpur districts on the west.

**আয়তন :** আয়তনে বাংলাদেশের ৪২ তম জেলা কুষ্টিয়ার মোট আয়তন ১৬২১.১৫ বর্গকিলোমিটার।

**ভূ-প্রকৃতি :** গাঙ্গেয় প্লাবন ভূমিতে অবস্থিত কুষ্টিয়া বাংলাদেশের মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ এলাকার অন্তর্গত। এ প্লাবন ভূমি প্রধানত শৈলশিরা, অববাহিকা ও পুরাতন নদীখাত সমন্বয়ে গঠিত। সমুদ্র সমতল থেকে জেলার গড় উচ্চতা ৪০ ফুট। জেলার সর্বপশ্চিমে ৫৫ ফুট সমোচ্চ রেখা এবং সর্ব দক্ষিণে ৩০ ফুট সমোচ্চ রেখা পূর্ব ও পশ্চিমে চলে গেছে। কুষ্টিয়ার প্রধান নদী পদ্মা কম চরোৎপাদী হলেও দৌলতপুর ও ভেড়ামারা উপজেলার কিছু কিছু চর মাঝে মাঝে সীমানা পরিবর্তন করে এবং পদ্মা-গড়াই নদীর ভাঙ্গনে নদীর গতি পরিবর্তিত হয়।

**জলবায়ু :** বাংলাদেশের অন্যতম কম বৃষ্টিপাতযুক্ত জেলা কুষ্টিয়া। জেলার গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৫৬২ মিলিমিটার, সর্বোচ্চ রেকর্ড ২৪৬০ মিলিমিটার এবং সর্বনিম্ন রেকর্ড ১০২৪ মিলিমিটার। দেশের অপেক্ষাকৃত উষ্ণ এ জেলার গড় তাপমাত্রা ৩১ সেন্টিগ্রেড, সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ৩৮ সেন্টিগ্রেড এবং সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ১৪ সেন্টিগ্রেড। এখানে শুষ্ক শীতকাল তিনমাস বিদ্যমান থাকে। গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড খরতাপে বাতাসের আর্দ্রতা অনেক কম থাকে।

**নদ-নদী :** কুষ্টিয়ার প্রধান নদী পদ্মা ও তার শাখানদী গড়াই। কুষ্টিয়ার অপরাপর নদীগুলো হচ্ছে কালীগঙ্গা, কুমার, হিসনা ইত্যাদি।

**পদ্মা :** রাজশাহী জেলার সীমানা পার হয়ে পদ্মা কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার পশ্চিম প্রান্ত ছুয়ে ভেড়ামারা, মিরপুর, কুষ্টিয়া সদর, কুমারখালী ও খোকসা অর্থাৎ কুষ্টিয়ার সকল উপজেলার উত্তর পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গোয়ালন্দ হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। কুষ্টিয়া সীমান্তে পদ্মার দৈর্ঘ্য ৫৭ কিলোমিটার।

**গড়াই :** পদ্মার প্রধান শাখা নদী গড়াই এর উৎপত্তি কুষ্টিয়া শহরের ৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে তালবাড়িয়া নামক স্থান থেকে। সেখান থেকে নদীটি কুষ্টিয়া শহরের উত্তর প্রান্ত ছুঁয়ে কুমারখালী শহরের পাশ দিয়ে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে মধুমতি, বলেশ্বর ও হরিণঘাটা নাম নিয়ে বঙ্গোপোসাগরে পৌঁছেছে। কুষ্টিয়া জেলার মধ্যে গড়াই নদীর দৈর্ঘ্য ২৯.৫ কিলোমিটার।

জনমিতিক তথ্য : (২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে)

**Area :** 1621.15 sq. kilometres in area, Kushtia is the 42nd district of Bangladesh.

**Topography:** Located in the Ganges floodplains, Kushtia is included in the dying deltaic region of Bangladesh. The floodplains mainly consist of ridges, river basin and old river valley. The district is located 40 feet above the sea level. At the extreme west end of the. Though the Padma, the major river of Kushtia is not braided over most of its course, some sediment loads in Daulatpur and Bheramara change boundaries. The river also changes its course due to erosion of the Padma and the Gorai.

**Climate :** Kushtia is one of the lowest rainfall areas in Bangladesh. The average rainfall round the year has been recorded as 1562 mm. Average temperature of the district is 31 centigrade, hightest average tempereature is 38 centrigrade and lowest temperature has been recorded as 14 centigrade. Dry winter usually lasts here for three months. Humidity in the air drops sharply in scorching and blazing summer days.

**Rivers :** The main river of Kushtia is the Padma and its the Gorai tributary, the Gorai. Other rivers of Kushtia are Kaliganga, Kumar and Hisna etc.

**The Padma :** The river Padma has flowed into the Bay of Bengal crossing the frontier of Rajshahi district, along the western edges of Daulatpur Upazilla under Kushtia and by the southern border of all upazillas of Kushtia.

**The Gorai :** A tributary of the Padma originated 5 km south west of Kushtia town at a place called Talbaria. Winding along the southern edge of the city and beside Kumarkhali town, the river flows south into the Bay of Bengal. On its course it takes different names including Madhumati, Baleshwar and Haringhata

Demographic information (According to 2011 census)

*মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি*

## সাংস্কৃতিক জনপদ কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়া বাঙালি সংস্কৃতির প্রধান নির্মাতা রবীন্দ্রনাথের 'যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সের সাহিত্য রস-সাধনার তীর্থস্থান', সুসাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়ের মতে 'বাংলাদেশের হৃদয়', লালন শাহের 'আরশিনগর'। উনবিংশ শতাব্দিতে গ্রামীণ জাগৃতির জনক লেখক-সম্পাদক-সমাজসংস্কারক কাঙাল হরিনাথ মজুমদারকে ঘিরে ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, পল্লীচিত্রকর ও গোয়েন্দা কাহিনির লেখক দীনেন্দ্রকুমার রায়, তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, ভ্রমণকাহিনির প্রবাদপুরুষ জলধর সেন প্রমুখকে নিয়ে 'কাঙালমণ্ডলী'র যে আসর জমেছিল, সেখান থেকে আধুনিক সাহিত্য-সংগীত তথা বাঙালি সংস্কৃতির গতিপ্রকৃতি সুনির্দিষ্ট হয়। সমসময়ে ছিলেন ললিত বাংলা গদ্য ও বিদ্রোহাত্মক নাটকের দিকপাল মীর মশাররফ হোসেন। পরবর্তীকালে জন্মগ্রহণ করেন বাঙালি মুসলিম গীতিকারদের পথিকৃৎদের একজন দাদ আলী।

বাঙালি মুসলিম নারীর মধ্যে প্রথম সনেট ও আধুনিক আঙ্গিকের কবিতা রচয়িতা মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার পৈতৃক নিবাসও এই কুষ্টিয়া। বাংলা সাহিত্য-সাংস্কৃতিক জগতের এমন অনেকের নামই উঠে আসবে এমনভাবে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই কুষ্টিয়ায়। স্বর্ণপ্রসবিনী এই অঞ্চলে এখনও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় কৃতি ব্যক্তিত্ব জন্ম নিচ্ছেন, বহমান রয়েছে বাঙালি সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার মূলধারাটি।

*Love Humanity be a Golden Man*

## Kushtia The Cultural Hub

Kushtia embodies the quintessence of literary ethos that permeated throughout 19th century Bengal inspiring Rabindranath Tagore, one of the leading architects of Bengali culture to call the place 'his sacred place for literary activities at youth and old age'. The city earned the name 'Heart of Bangladesh' from literateur, Annada Sankar and 'Arshinagar' from Baul King, Lalon Shah. The trajectory of Bengal's modern literature and music or the real identity of Bengali culture finds its course centering the proponent of 19th century rural awakening, Kangal Harinath including the great travel memoirist, Jolodhor Sen, Tantrist, Shibchandra Vidyannorb, detective fiction author, Dinendra Kumar Roy, historian, Akshoy Kumar Moitreo, Mir Mossarraf Hossain, a pioneer of satirical plays and lucid prose was contemporaneous with those great personalities. A leading Muslim lyricist, Dad Ali was born later.

The first Bangali woman to write sonnets and modern poems was Mahmuda Khatun who had her parental/ancestral home in this town. Many more names from this region can be added to elaborate the list of those who had contribution in the arena of Bengali culture and literature. This cultural tradition is still dominant in this fecund region yeilding many great personalities.

## ব্র্যান্ডিং-এর বিষয় নির্বাচন ও লোগো বর্ণনা

ইউনেস্কো যে বাউল সংগীতকে বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত করেছে তার কেন্দ্রভূমিও কুষ্টিয়া। গগন হরকরার রচিত এই মাটির গানের সুরেই তো রবীন্দ্রনাথের বাণী বসানো সংগীতটি আজ বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। সর্বোপরি এ-অঞ্চলের কথ্যভাষা 'আ মরি বাংলা ভাষা'র সবচেয়ে স্বাদু স্বর হিসেবে স্বীকৃত এবং প্রমিত রূপ হিসেবে গৃহীত। এসব কারণে পুর্ব থেকে দেশের সব অঞ্চলের মানুষের কাছে কুষ্টিয়া সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে পরিচিত।

কাজেই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রজেক্টের অংশ হিসেবে জেলার জন্য ব্র্যান্ড নির্বাচনের জন্য খুব বেশি ভাবতে হয়নি। স্থানীয় প্রশাসন ও অংশীজনের-ব্র্যান্ডিং বিষয় হিসেবে সংস্কৃতিকে নির্বাচন করা হয়। সংশ্লিষ্ট উপর্যুক্তন কর্তৃপক্ষও যুক্তিসংগত কারণেই 'সাংস্কৃতিক জনপদ কুষ্টিয়া' –এই ব্র্যান্ডিং বাক্যটিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

গৃহীত লোগোটির উপরে ট্যাগলাইন 'মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি' এবং নিচে ব্র্যান্ডিং বাক্য 'সাংস্কৃতিক জনপদ কুষ্টিয়া' কথা বাংলা প্রকৃতির রূপ ও জাতীয় পতাকার নকশা স্মরণ করে সবুজ রঙে লিখিত। যথাক্রমে তারই নিচে ও উপরে জাতীয় পতাকার বৃত্তের রঙের কথা মনে রেখে ইংরেজি রূপান্তর লাল রঙে লেখা রয়েছে। এর মধ্যে লালন শাহের ছবির সাথে বাউলের একতারা গেরুয়া রঙে গতিনির্দেশিত প্রতীকী রেখার মধ্যে দেয়া হয়েছে। এই রং মানবতাবাদী বাউলবেশ ও একতারাটি বাঙালির নিজস্ব সমৃদ্ধ সংস্কৃতির নির্দেশক।

## District Branding: Contents and Summary

Kushtia forms the core of Baul songs which have been enlisted as the Intangible Cultural Heritage by UNESCO. The song composed by Gogon Harkara (later Rabindranath rewrote the lyrics) came to be established as our dear national anthem. Moreover, the dialect of this region is considered to be the sweetest and the most standard form of Bangla language. This is why Kushtia is prominently known as the cultural capital of the country.

The local administrative body along with civil society did not have to worry much to select 'culture' as a defining characteristic of this district as a part of a2i project of the Prime Minister. The authorities concerned have prudently recognized the branding logo as 'Kushtia, the cultural hub'.

The Tagline above the accepted logo 'Love humanity, be a golden man' and the branding slogan 'Kushtia, the cultural hub' have been written in green reminding us of the lush green nature of Bengal and its national flag. The English logo has been written in red to affirm the red circle of our dear national flag. The image of Lalon Shah holding the unique musical instrument 'Ektara' in grey attire of a saint has been imprinted in symbolic line. This colour indicates humanitarian spirit of the Bauls and 'Ektara' represents a unique signifier of rich indiginous culture of the Bangalies.

## গলাইনের ব্যাখ্যা

ানুষের জন্য। মানুষ জীবশ্রেষ্ঠ। আর মানবতা ধর্ম বা সব ধর্মের সার। বাউল ধর্মে সেকথা রিত হয়েছে আরেক উচ্চতায়। মানুষকে শদ্ধা করলে মানুষ মহত্তর হয়। বাউলমতে এর দিয়েই পরমসত্তার সাথে মিলন ঘটে বা াভ করে সাধক– মানবজন্ম হয় সফল। তবে শিরোমণি লালন শাহ যখন বলেন 'মানুষ ল সোনার মানুষ হবি', তখন সে কথাকে মনে-গ্রহণ করতে কোনো ধার্মিক বা মানবতাবাদীর ত্ত থাকে না। সেই অমূল্য লালন বাণীই াইনে ব্যবহৃত হয়েছে।



## Tagline Explanation

Religion is for people. Man is the best creation. Humanity is the best religion or the core of all religions. Baul religion asserts this truth more significantly. Men achieve greater heights through serving humanity. According to Baul creed, a saint attains spiritual enlightenment through this process - a true accomplishment of human birth. All philanthropists or religious gurus unanimously accept the core truth when Baul saint, Lalon Shah says, "Loving humanity you can be great". This invaluable quote from Lalon has been used in the tagline.

## জেলা ব্র্যান্ডিং এর লোগো নির্মিত

সাহিত্য ও সংস্কৃতির রাজধানী হিসেবে পরিচিত কুষ্টিয়া জেলা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত, বাউল সম্রাট লালনের তীর্থভূমি ও বিষাদ সিন্ধুর রচয়িতা মীর মশাররফ হোসেনসহ কুষ্টিয়ার এ জনপদে জন্মগ্রহণকারী বিশিষ্ট কবি দাদ আলী, লেখিকা মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, এই পদ্মা এই মেঘনা" গানের রচয়িতা আবু জাফর, গ্রামীণ সাংবাদিকতার পথিকৃত কাঙাল হরিনাথ মজুমদার, নীল বিদ্রোহের নেত্রী প্যারী সুন্দরী, স্বদেশী আন্দোলনের নেতা বাঘা যতীন, সঙ্গীতশিল্পী আব্দুল জব্বার, ফরিদা পারভীনসহ অসংখ্য গুণীজনের পীঠস্থান কুষ্টিয়াকে সমৃদ্ধ করেছে। সাহিত্যরসিক, সংস্কৃতিপ্রেমী ও গবেষকদের জন্য কুষ্টিয়া এক অসামান্য আকর্ষণ।

বাউল সম্রাট লালন শাহের নাম জানেন না, গান শোনেননি দেশে এমন মানুষ পাওয়া দুষ্কর। আত্মতত্ত্বে রচিত 'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে' গানটির মাঝে পাওয়া যায় তার অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রকাশ যা মানুষের সাংস্কৃতিক চেতনার প্রতিফলন। লালনের স্মৃতিকে ঘিরে গড়ে ওঠা লালন একাডেমি, লালন চর্চার মাধ্যমে জনপ্রিয় বাউল সঙ্গীত, বাউল শিল্পীগোষ্ঠী, লালন আখড়ার পর্যটন আকর্ষণ, একতারা ভিত্তিক কুটির শিল্প, লালন উৎসারিত অসাম্প্রদায়িক আধ্যাত্মিক চেতনা প্রভাবিত সাহিত্য, গবেষণা ইত্যাদি কুষ্টিয়া শুধু নয় সমগ্র বাংলাদেশকে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ করেছে।

সম্প্রতি কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজের বিজ্ঞ ও সুধীজনসহ সংশ্লিষ্টদের সাথে একাধিকবার মত বিনিময় করে কুষ্টিয়া জেলাকে সমগ্র বাংলাদেশ এবং পৃথিবীব্যাপী তুলে ধরার নিমিত্ত নিম্নোক্ত লোগোটি নির্মাণ করা হয়েছে।

## Making the District Branding Logo

The memory of Nobel Laureate Rabindranath Tagore, 'Baul Samrat' Lalan, author Mir Mosharraf Hossain, initiator of the first printing press Kangal Harinath Majumdar, revolutionary of indigo resistance Jaminder Pary Sundari and Swadeshi leader Bagha Jatin has added to Kushtia's cultural heritage and attraction for researchers and tourists. Kushtia is the proud birthplace of poet Abu Jafar and Mahmuda Khatun Siddiqua, singer Abdul Jabbar, Farida Parvin and many other renowned personalities.

There is hardly anyone who has not heard the name of Baul Lalan or listened to the songs written by him. His songs has spread the consciousness of a culturally rich and spiritually enlightened Kushtia.

Lalan Academy built on his memorial, Lalan inspired Baul songs, Baul artists, the tourist attraction of his Akhra, Ektara based cottage industry, literature and research influenced by his secular humanist and spiritual philosophy etc. has contributed to nourish the cultural heritage, knowledge base and economy of kushtia as well as the whole country.

Recently after several discussions with Kushtia's government and private officials, local political leaders, social workers, learned civil society and professionals the following logo has been designed to represent kushtia before the world.

## লালন

## Lalon

Baul songs have been recognized by UNESCO as an Intangible Cultural Heritage of Humanity. Perhaps, Lalon songs have played as a consideration for this incredible recognition. Cheuria village of Kushtia district has become a place for pilgrimage for many Bauls because of the shrine of the Baul saint Lalon Shah (1772-1890), even though there is a dispute over his birth date and place. This is where the Baul King founded his spiritual institute known as Lalon Akhrah. Lalon Shah along with his spiritual devotees and followers was buried at the middle of the Akhra. Every year thousands of his followers, devotees and tourists throng the place from across the world. The place literally turns into a sea of people who come to attend Lalon remembrance festival arranged on Dol Purnima (full moon) and on the first day of Bangla month, Kartik on his death anniversary. Here the visitors may unknowingly plunge into the world of spiritual thoughts as they happen to meet divinely inspired Bauls or pass by mystic minstrels singing Baul songs.

"Would there be a chance again to live with so many pure souls."

লালন একাডেমির প্রধান ফটক

The main Gate of Lalon Academy

## বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহের মাজার

আধ্যাত্মিক সাধক বাউল সম্রাট লালন শাহের মাজার কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার ছেঁউড়িয়া গ্রামে কালীগঙ্গা নদীর তীরে। ১৮৯০ সালের ১৭ অক্টোবর ১১৬ বছর বয়সে এ মরমি সাধক মৃত্যুবরণ করেন। বাউল সম্রাটকে সমাহিত করা হয় ছেঁউড়িয়ার মাটিতেই। তার মৃত্যুর পর শিষ্যরা এখানেই গড়ে তোলে মাজার বা স্থানীয়দের ভাষায় লালনের আখড়া। বিশাল গম্বুজে তাঁর সমাধি ঘিরে সারি সারি শিষ্যের কবর রয়েছে। এ মাজারটি বাউলদের তীর্থস্থান।

মাজার থেকে কিছু দূরে রয়েছে একটি ফটক। এ ফটক দিয়েই মাজারে প্রবেশ করতে হয়। প্রতি বছর তাঁর স্মরণোৎসব ও তিরোধান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সাধু-ভক্তদের পাশাপাশি বাউল সম্রাটের টানে ছুটে আসে লাখো পর্যটকের দল। মাজারের পাশে রয়েছে লালন মিউজিয়াম যেখানে লালনের একটি দরজা, লালনের বসার জলচকি, ভক্তদের ঘটি-বাটি ও বেশকিছু দুর্লভ ছবি সংরক্ষিত আছে। মিউজিয়ামের প্রবেশ মূল্য ৫ টাকা। মাজারের কাছেই রয়েছে একটি আধুনিক অডিটোরিয়াম যেখানে বিভিন্ন সময় আয়োজন করা হয় বাউল সঙ্গীতের আসর। মাজার থেকে বেরিয়ে সামনে এগিয়ে গেলে দেখা যাবে লালনের আবক্ষমূর্তি ও তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিয়ে বাংলা ও ইংরেজিতে রচিত প্রস্তর ফলক। বাউল সম্রাট লালন শাহের কর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বছরে দুই বার আয়োজন করা হয় লালন মেলার। মেলাকে কেন্দ্র করে আগমন ঘটে দেশি-বিদেশি বাউল ভক্তদের।

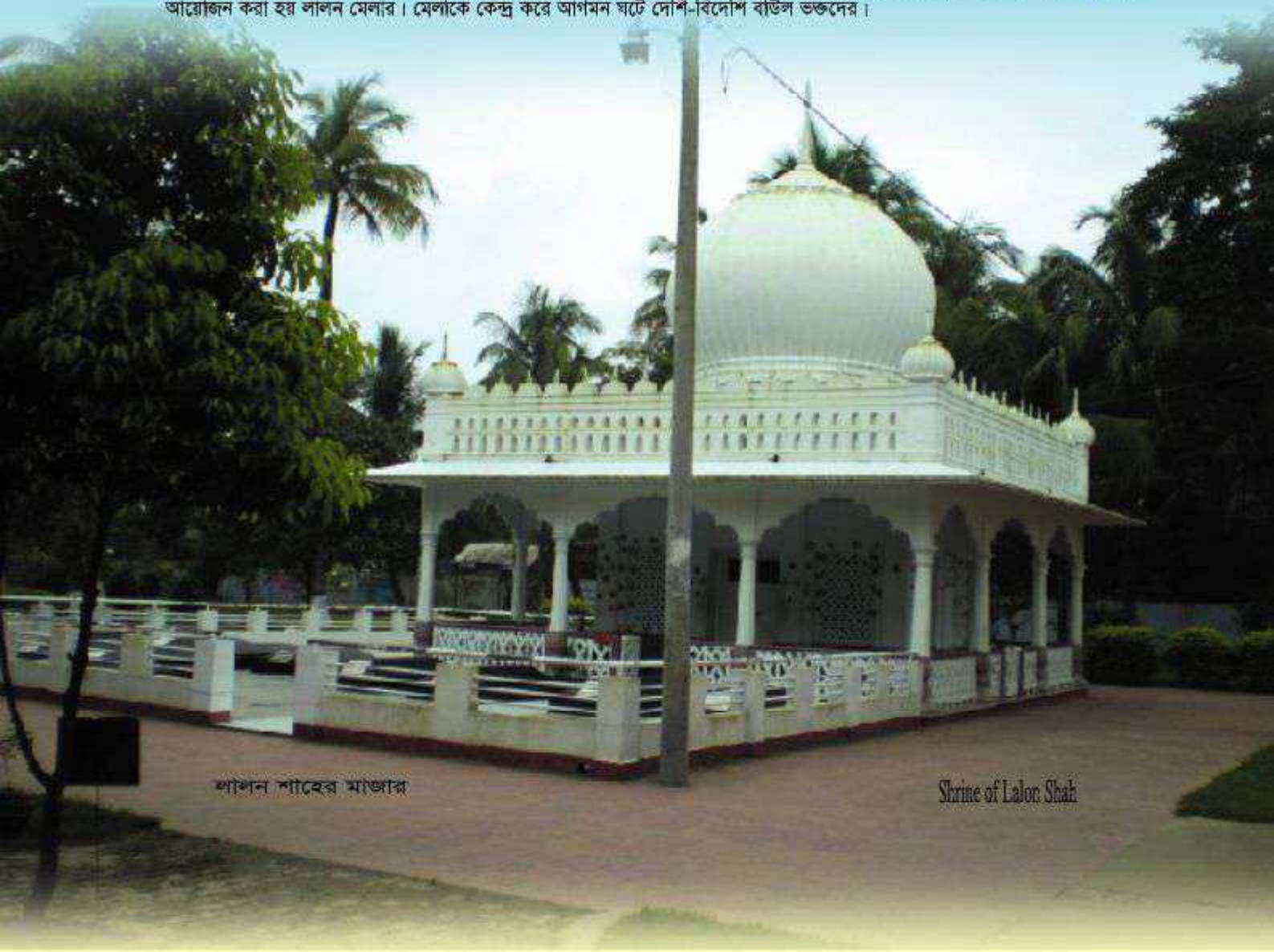

লালন শাহের মাজার

Shrine of Lalon Shah

## Shrine of Baul King Lalon Shah

The shrine of Baul Fakir Lalon Shah is situated in Kushtia. Cheuria, a village under Kumarkhali Upazilla on the river Kaliganga includes this famous site of mystic Baul tradition. Fakir Lalon Shah (1772-1890) has enriched the tradition of Kushtia worldwide. Lalon is a philosopher of Baul song. Many have termed Lalon as 'Musical Messiah' of Bengali cult song. He is king of Baul who wrote around 2000 of Baul songs.

The shrine of Lalon was reconstructed in 1963 and still attracts many people from home and abroad. In 2005, the Baul tradition was included in the list of "Masterpieces of the Oral and Intangible Hentage of Humanity" by UNESCO. Lalon academy, a local body elected by local people looks after the shrine. Programmes twice in every year are held at the shrine hosted by Kushtia distict administration. Disciples, admirers, and researchers of Lalon from in and around the world gather on these occasions.

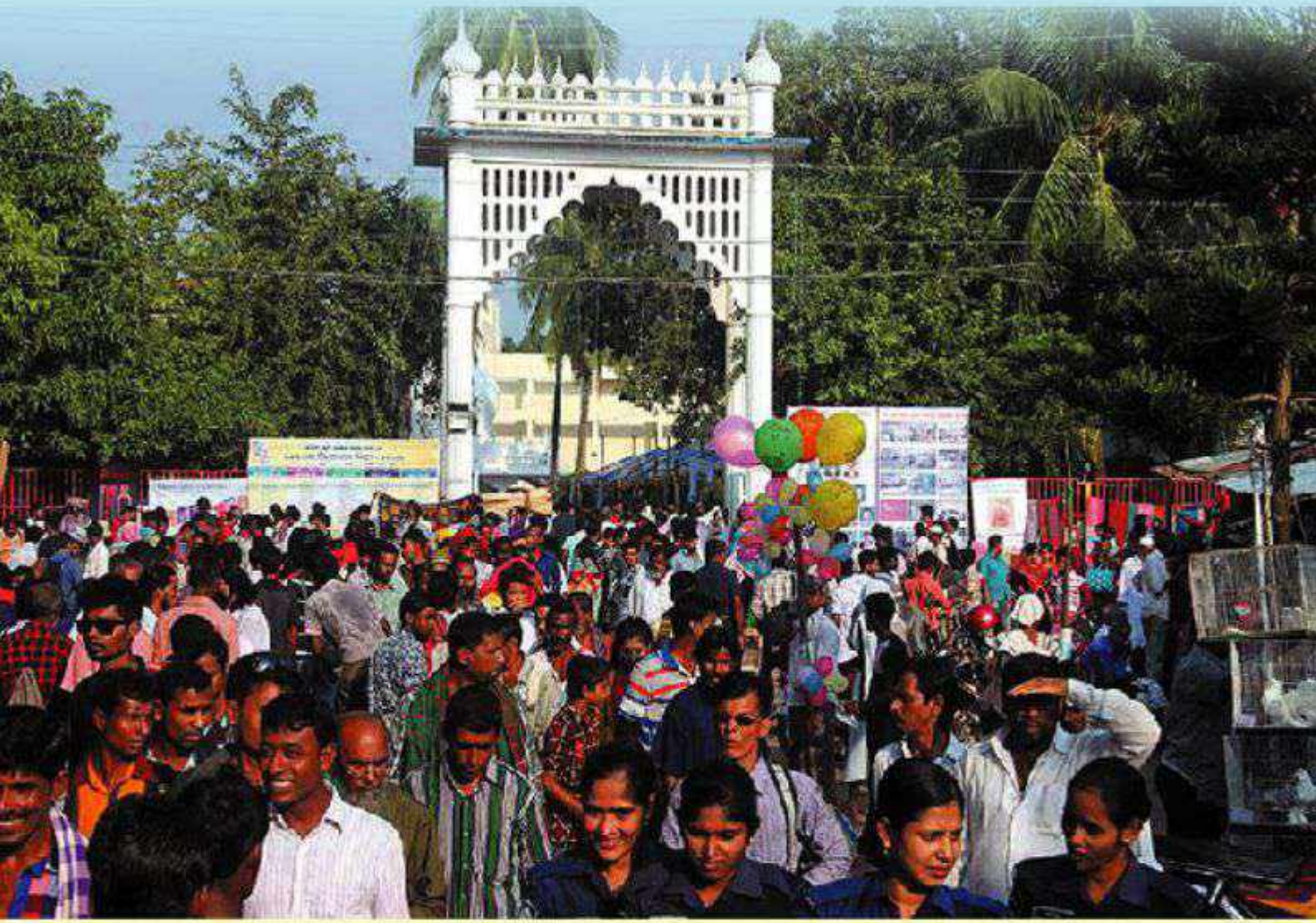

The Grave of Lalon Shah

লন শাহের সমাধি

লালন আখড়ায় লালন ভক্তদের আহার-আপ্যায়নের বিশেষ প্রথা প্রচলিত রয়েছে। প্রথম দিন রাতে লালন ভক্তদের মাঝে যে খাবার পরিবেশন করা হয় তাকে 'অধিবাস' বলে। তখন সবজি খিচুরী পরিবেশন করা হয়। দ্বিতীয় দিন সকালে যে খাবার পরিবেশন করা হয় তাকে 'বাল্যসেবা' বলে। এই সময় ক্ষীর, দই, মুড়ি, চিড়া, ফল ইত্যাদি ভক্তদের মাঝে পরিবেশন করা হয় এবং দুপুরে সাদা ভাত, মাছ, ডাল, দই পরিবেশন করা হয়, যাকে 'পুণ্যসেবা' বলে। লালন একাডেমির পক্ষে উক্তরূপ খাবার ভক্তদের মর্জি মোতাবেক পরিবেশন করা হয়।

পুণ্যসেবা
Punyaseba

On the first night of Lalon festival a special meal made of rice, lentil and vegetable is offered to the devotees which is called 'Odhibas'. On the second morning a special breakfast containing desserts like kheer, fried and flattened rice, fruits, yogurt etc is distributed among the devotees. The tradition is called 'Balyaseba'. At noon of the second day of Lalon festival another special meal of plain rice, fish, lentil, yogurt is provided for the devotees which is called 'Punyaseba'.

বাল্যসেবা
Balyaseba

নবদীক্ষিত বাউলসাধককে গুরু কর্তৃক খিলকা প্রদান

Khilka awarding ceremony by spiritual
leaders for newly canonized Baul saints

১লা কার্তিকে লালনের তিরোধান দিবসে প্রতিবছরই আগত অসংখ্য বাউল ভক্ত-অনুসারীদের জন্যে লালনমঞ্চে থাকে আলোচনা ও সংগীতানুষ্ঠান

On the death anniversary of Lalon held on the first day of Bangla month Kartik, thousands of devotees and followers attend discussion and cultural functions at Lalon Stage.

লালন শাহ্ নিজে দোলপূর্ণিমায় আয়োজন করতেন মহোৎসবের। সেটিই এখন লালন স্মরণোৎসব নামে এক মিলনমেলা ও সাংস্কৃতিকচর্চার জাতীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

Lalon Shah himself used to arrange a big festival on the occasion of Dol Purnima. That occasion has transformed into a great gathering of people and a national function called Lalon Memorial festival.

০৬ই জানুয়ারী ২০১৮ মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ মহোদয়ের লালন একাডেমী পরিদর্শন
সাথে জেলা প্রশাসক কুষ্টিয়া জনাব মো. জহির রায়হান

## একতারা

সাম্যবাদী লালনের একতারা সাম্য ও সম্প্রীতির প্রতীক। বাংলাদেশের শুধুমাত্র কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে গড়ে উঠেছে এই একতারা কেন্দ্রিক কুটির শিল্প। প্রতিটি একতারা ৪০ টাকা থেকে ৮০০ টাকা দরে পাওয়া যায় লালন একাডেমি প্রাঙ্গন ও কারুশিল্পীদের দোকানে।

## Ektara

The Ektara (one-stringed musical instrument), a speciality of Lalan Shah is not only an instrument but a symbol of harmony and equality. In Bangladesh only Kumarkhali of Kushtia has a Ektara based cottage industry. These Ektaras can be found in shops outside Lalan Academy and are made of wood, leather and bamboo.

লালন শাহের মাজার প্রাঙ্গনের সামনে
সারি সারি কুটির শিল্পের দোকান

Several shops of handmade products in
front of Lalon Academy

## লালন ম্যুরাল

লালন সাঁই, লালন শাহ্, মহাত্মা লালন প্রভৃতি নামে পরিচিত ফকির লালন একাধারে একজন আধ্যাত্মিক বাউল সাধক, মানবতাবাদী, সমাজ সংস্কারক এবং দার্শনিক। তার গানের মাধ্যমেই উনিশ শতকে বাউল গান বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তাকে "বাউল সম্রাট" হিসাবেও আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। তিনি কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার ছেঁউড়িয়াতে একটি আখড়া তৈরি করেন। লালন ম্যুরালটি লালন একাডেমির মাঠে অবস্থিত।

## Lalon Mural

Lalan Shah or Lalan Fakir was a devotee of spiritual Baul tradition, a philanthropist, philosopher and humanist reformer. Baul songs as a genre gained popularity in 19th century through his songs. He is also called the King of Bauls. He built a meeting place of baul devotees in Cheuria under Kumarkhali of Kushtia which now has been transformed into Lalan Academy. His mural is in the field of the academy.

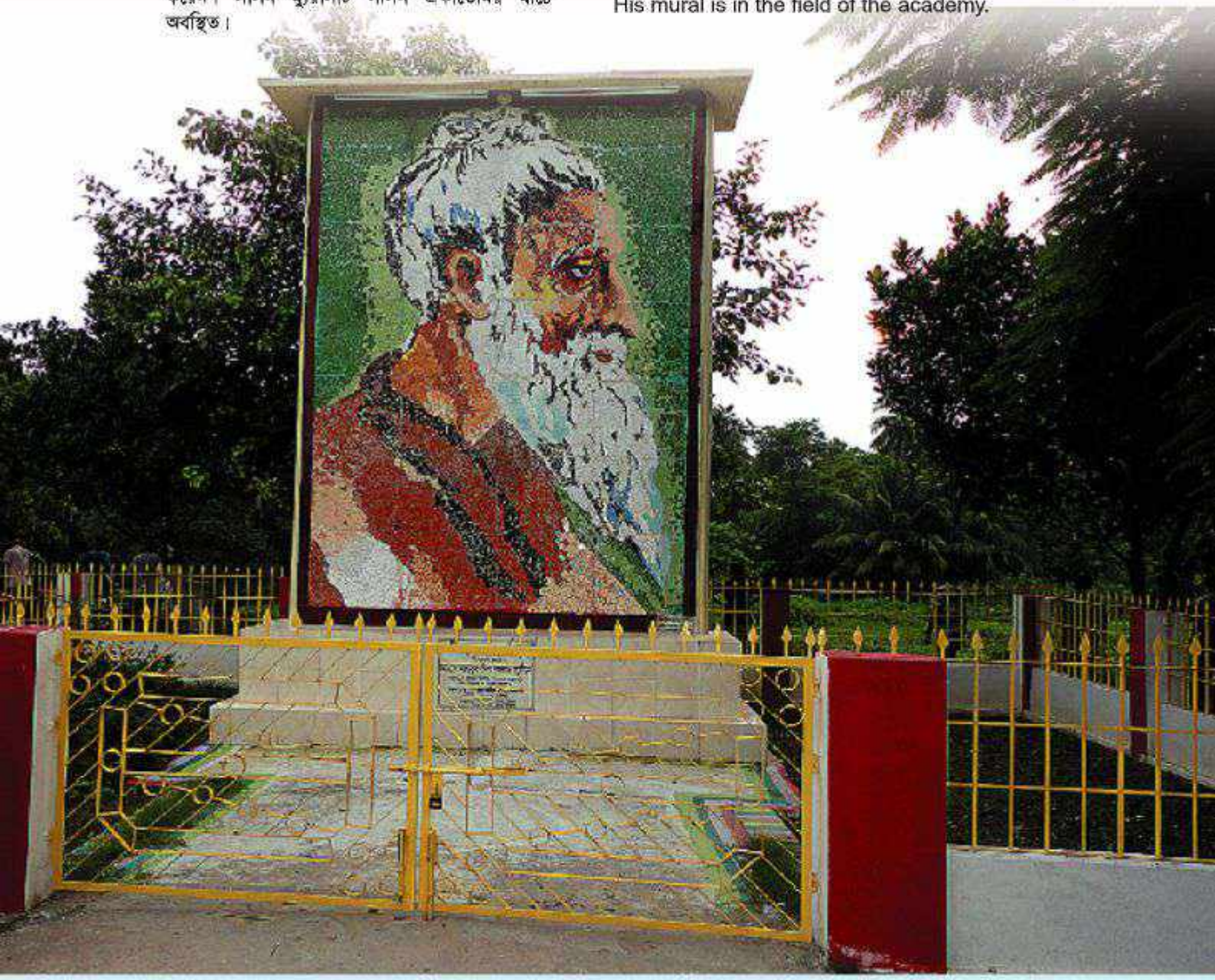

শিলাইদহ কুঠিবাড়ি Shilaidaha Kuthibari

শিলাইদহ কুঠিবাড়ি

Shilaidaha Kuthibari

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
রবীন্দ্র কুঠিবাড়ী
শিলাইদহ, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

শিলাইদহ কুঠিবাড়ি

## Shilaidaha Kuthibari

## বাড়ি

পূর্ববঙ্গের অন্যতম জমিদারি ছিল বর্তমান কুষ্টিয়ার বৈরাহিমপুর পরগণা, যার সদর-কাছারি ছিল শিলাইদহে। ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) শিলাইদহে অবস্থিত শেলি সাহেবের নীলচাষের জমি ও কুঠিবাড়িটি কিনে নেন ১৮৩৩ পদ্মাগর্ভে বিলীন হলে ১৮৬২ সালে যে দ্বিতল দৃষ্টিনন্দন বাড়িটি নির্মিত হয়, সেটিই এখন বর্তমান এবং কবি তীর্থ জমিদারি দেখাশোনা করতে এসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) মূলত এখানেই সপরিবারে বসবাস করেছেন। বীন্দ্রনাথ জমিদারির হিসাব দেখাশোনা শুরু করেন; এরপর ১৮৯১ সালে জমিদারির দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে রই এখানে এসেছেন। এই দীর্ঘসময়ে তিনি কখনো সপরিবারে, কখনো একাকী 'নির্জনবাস' করেছেন এখানে। র কাজেও নেমেছিলেন– শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন তারই পরবর্তী রূপ। আর নিজে বলেছেন, "আমার যৌবন ও রস-সাধনার তীর্থস্থান ছিল পদ্মা প্রবাহচুম্বিত শিলাইদহ পল্লীতে।"

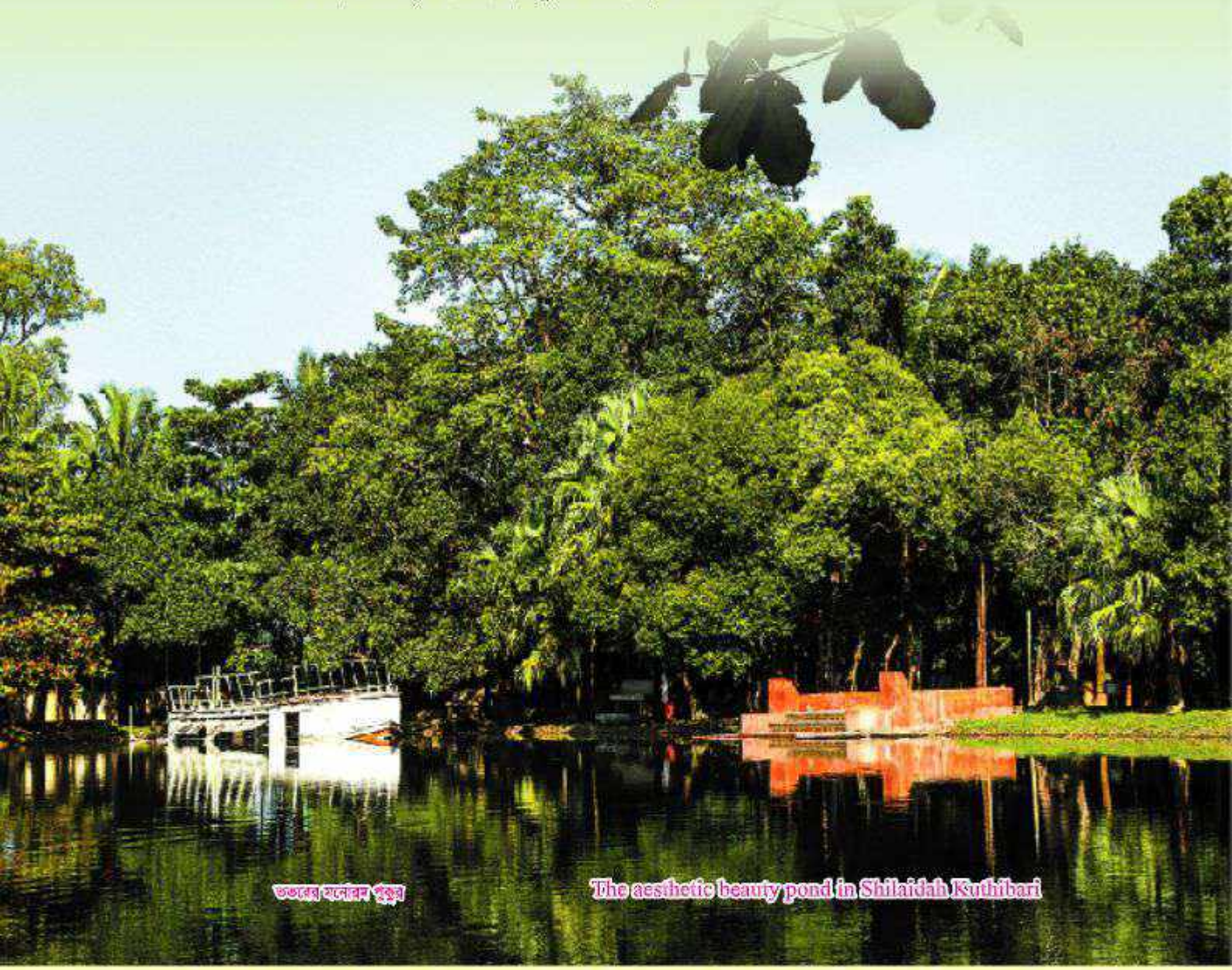

শিলাইদহ কুঠিবাড়ির নান্দনিক সৌন্দর্যের পুকুর

The aesthetic beauty pond in Shilaidah Kuthibari

## Shilaidaha Kuthibari

Tagore family managed their East-Bengal estates (Birahimpur Pargana) from Shilaidaha Kuthi Bari. Kuthi Bari was first bought by Darakanath Tagore (179 -1846) from Mr. Shelle in 1833, who was involved in Indigo (Neel) business. When the first Kuthi Bari perished in Padma, a two-storied spectacular building was constructed. The later still exists and has turned into a sacred place for poets. Rabindranath Tagore(1861-1941) lived with his family here when he came to supervise zamindari estates from 1890 to 1916.

Rabindranath visited this place at least once a year. During these years, some times he lived here alone and sometimes with his family. Apart from his business acumen and literary works he also intensely engaged himself in establishing village organization which eventually enabled him to establish institutes like Santiniketan and Sriniketon. According to his own statement, "Shelaidaha village was my sacred place for literary activities in youth and old".

বকুলতলা ও পুকুর ঘাট
Bakultala and pond wharf

ত শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে
ও পুকুর ঘাট

The historic Bakultala and pond
wharf of Shilaidaha Kuthibari

কবির ব্যবহৃত জলি বোটের আদলে নির্মিত নৌযান

The replica of Tagore's water boat

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবহৃত জলযান, পরিবহন।

The boat and vehicle used by Rabindranath Tagore for transportation.

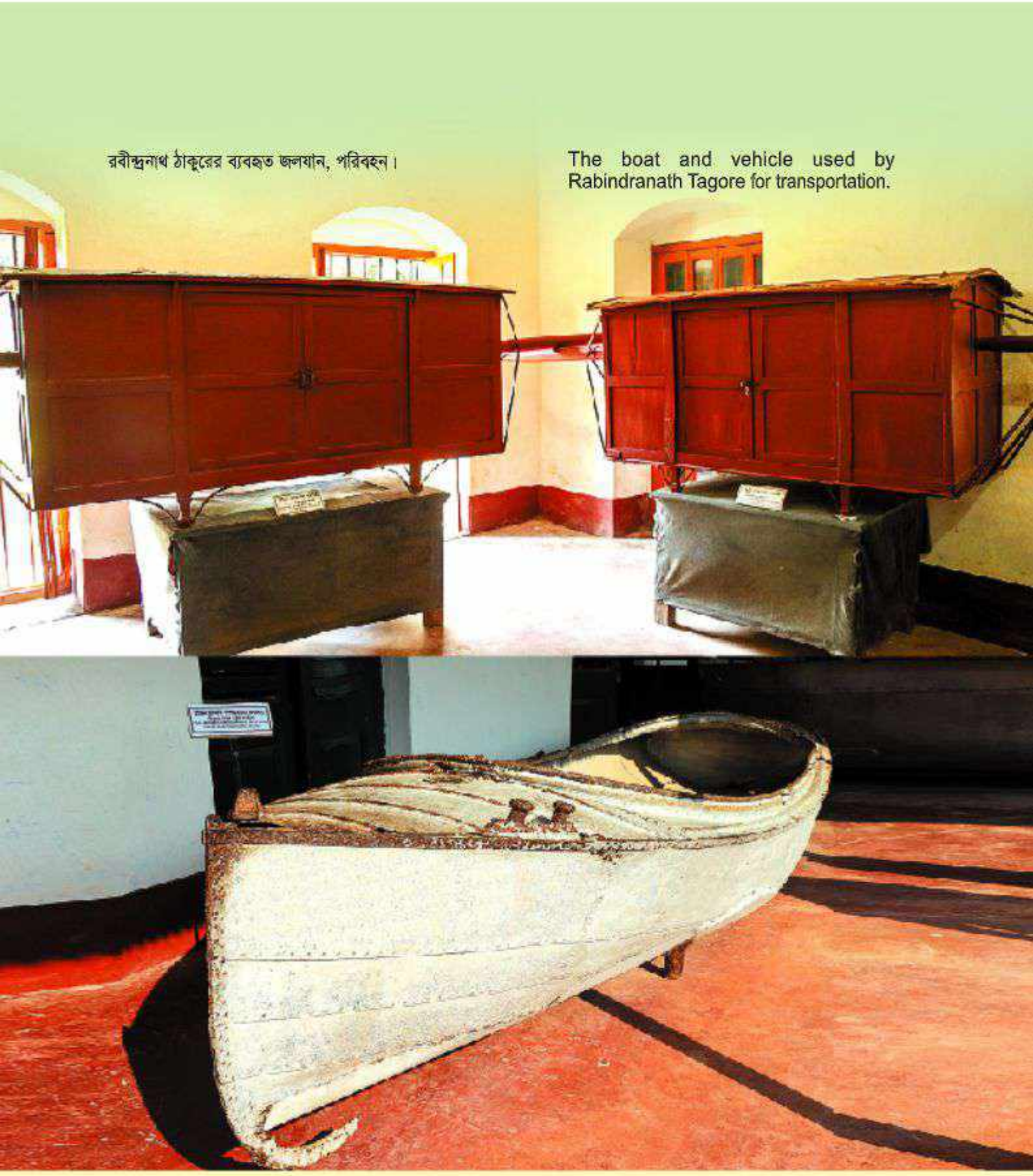

র ব্যবহৃত আসবাব সামগ্রী

Home decors used by Rabindranath Tagore.

৫ মার্চ, ২০১৩ তারিখে রবীন্দ্র-স্মৃতিবিজড়িত শিলাইদহ কুঠিবাড়ি পরিদর্শনে এসেছিলেন ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জী।

The then Honorable President of India, Pranab Mukherjee on his visit to Shilaidah Kuthibari on 5 March, 2013.

## টেগর লজ

কুষ্টিয়া শহরের পূর্বপ্রান্তে বড় রেলস্টেশনের বিপরীত দিকে মিলপাড়ায় রয়েছে ঐতিহাসিক ভবন–'টেগর লজ'। ঠাকুর জমিদারদের শহরের কাজকর্ম দেখাশুনা, ব্যবসা পরিচালনা ইত্যাদির জন্য দ্বিতলবিশিষ্ট বাড়িটি নির্মিত হয়েছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেকবার আসা-যাওয়ার পথে এই বাড়িতে অবস্থান করেছেন। ভবনটি সংস্কার ও সজ্জিত করে দর্শনীয় করে তোলা হয়েছে। এর সম্মুখ ফটকে রয়েছে বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের উপহার রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তি।

## Tagore Lodge

Tagore Lodge, a historical edifice, stands on east end corner of Kushtia town, just opposite to Boro Railway Station. This two-storied house was built and used by Rabindranath Tagore basically for business purposes and other city related matters. Rabindranath Tagore himself stayed in this house on his way to and from Shelaidah. The house has been renovated and embellished to give a spectacular view. At the entry, the visitor can see the bust of Rabindranath Tagore, a gift from neighbouring country, India.

# সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন

কুষ্টিয়া-রাজবাড়ি মহাসড়কের দক্ষিণপার্শ্বে লাহিনীপাড়ায় রয়েছে অমর কথাশিল্পী, বিশিষ্ট নাট্যকার, 'বিষাদ-সিন্ধু'-'জমিদার-দর্পণ' প্রভৃতি কালজয়ী গ্রন্থের রচয়িতা মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯১২) বাস্তুভিটা। তাঁর অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের সাক্ষী এই লাহিনীপাড়া। এখান থেকেই তিনি সাময়িকপত্র প্রকাশনার কাজসহ স্বরচিত নাটকের মঞ্চায়নও করেছেন। তাঁর বাস্তুভিটার কাছেই রয়েছে ঐতিহাসিক গড়াই রেলওয়ে ব্রিজ– মীর মশাররফের প্রিয় 'গৌরী সেতু'। গড়াই রেলসেতুর পাশে সম্প্রতি সড়ক সেতুও নির্মিত হয়েছে। এর ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির পাশাপাশি স্থানটিও হয়ে উঠেছে দর্শনীয়।

# Mir Mosharraf Hossain

The famous Bengali novelist and playwright Mir Mosharraf Hossain (1847-1912) was born in the village of Lahinipara, south to Kushtia-Rajbari Highway in the outskirts of Kushtia town. He is renowned for his epoch making literary works like Bishad Sindhu, Jamindar Darpan and many more. His marriage led him to settle at Lahinipara from where he wrote and published many of his writings. He published many periodicals and staged one of his plays. His residence is close to historic Gorai railway bridge, which he adorably called "Gouri Setu".

মীর মশাররফ হোসেন প্রকাশিত ও সম্পাদিত পাক্ষিক 'হিতকরী' পত্রিকার ১ম ভাগ ১৬শ সংখ্যা।

1st Segment, 16th edition of the fortnightly 'Hitokori' edited & published by Mir Moshrraf Hossain.



# হিতকরী

পাক্ষিক পত্রিকা।

১ম ভাগ। | ১৬শ সংখ্যা।

## বিজ্ঞাপন।

## বিষাদ-সিন্ধু !!

তৃতীয় ভাগ।

( এজিদ বধ পর্ব্ব।)

## সম্পাদকের মন্তব্য।

# কাঙাল হরিনাথ মজুমদার

এম এন প্রেস : মফস্বলীয় সাংবাদিকতার জনক, নির্ভীক-সত্যনিষ্ঠ সম্পাদক কাঙাল হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬) ১৮৭৩ সালে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রের (১৮৬১-১৯৩০) পিতা মথুরানাথ মৈত্রের অর্থ সাহায্যে কুষ্টিয়া কুমারখালীতে এম এন প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্নজনের সম্পাদিত একাধিক পত্রিকা এবং অনেক গ্রন্থ এখানে মুদ্রিত হয়ে বাংলা সাহিত্য ও সাময়িকপত্র ধারার বিকাশে অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখেছে। এই ইতিহাসখ্যাত ছাপাখানা ও তার কিছু যন্ত্রাংশ দর্শনার্থীদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে।

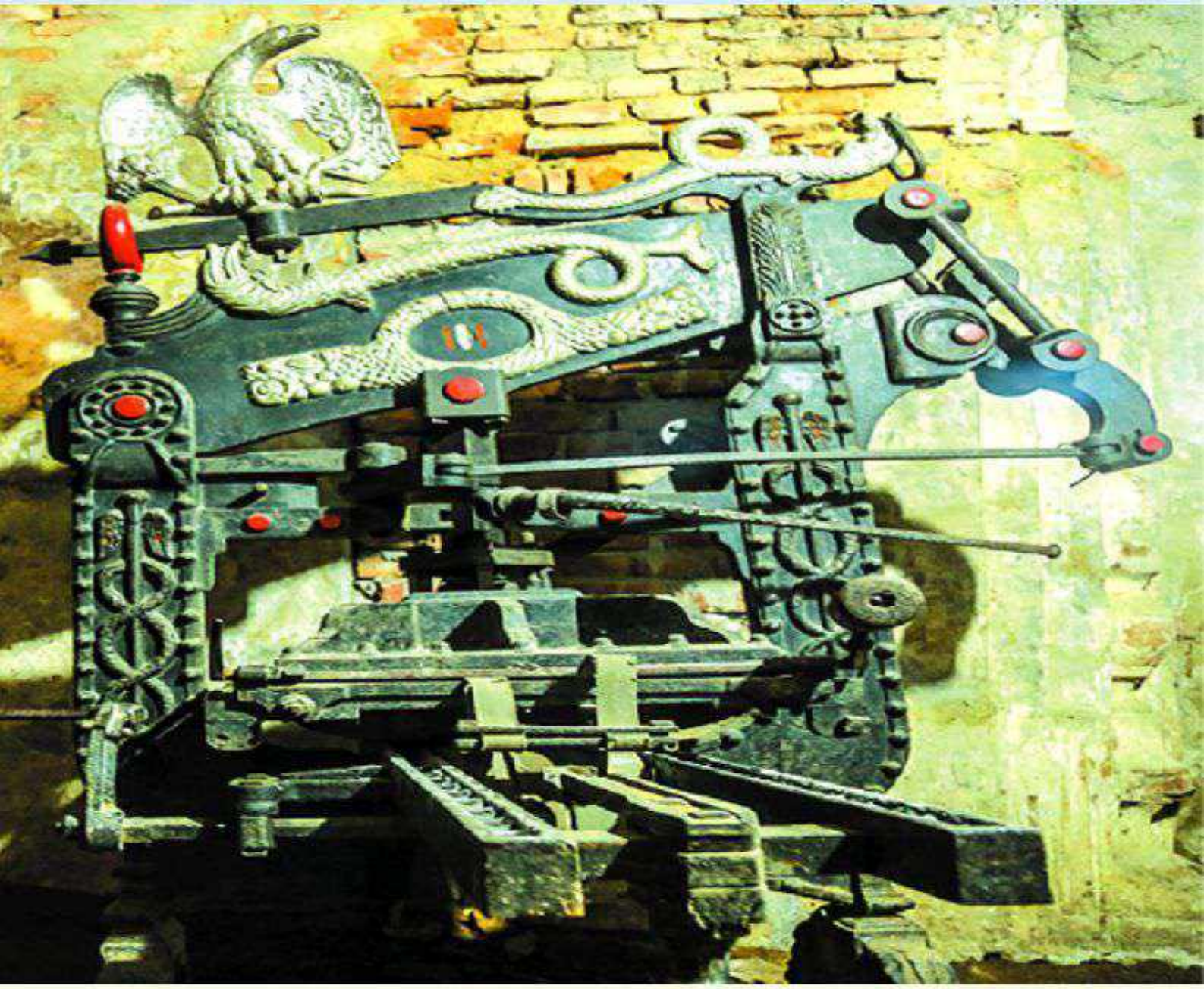

## Kangal Harinath Majumder

M N Press : Kangal Harinath Majumder (1833-1896) was the pioneer of grassroots journalism in east Bengal. With the financial supports of Mothuranath Maitreya, the father of Akshay Kumar Maitreya (S/O) he established a printing press named M N Press. He started writing in the Sangbad Prabhakar and in 1863 started publishing a monthly journal, 'Grambarta Prakashika'. This historical printing press is still preserved in his museum for the tourist and book lovers.

কাঙ্গাল হরিনাথ স্মৃতি জাদুঘর

Kangal Harinath Museum

কাঙাল হরিনাথ মজুমদার সম্পাদিত গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'র ১৮ ভাগ ৩য় সংখ্যার একাংশ।

3rd Segment, 18th Edition of the monthly journal, 'Grambarta Prakashika edited and published by Kangal Harinath Majumdar

# গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা।

গুণালোকপ্রদা দোষপ্রদোষধ্বান্ত-চন্দ্রিকা।
রাজতে পত্রিকা নাম গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা॥

| | | |
|---|---|---|
| ১৮ ভাগ<br>৩য় সংখ্যা। | সন ১২৮৭ সাল আষাঢ়।<br>ইং ১৮৮০ সাল জুন। | অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩, বিদেশীয়দিগকে মাশুল দিতে হইবে না। |

## সেবা ও সেবাপরাধ।

সেবা শব্দের প্রকৃতার্থ উপাসনা। "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়-কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব———তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।" এই ঋষিবাক্য আলোচনা করিলে বিলক্ষণ অনুভূত হয়, সেবা দুই প্রকার। প্রথম, সমদমবিশিষ্ট হইয়া ধ্যান ধারণা প্রভৃতি মানসিক সেবা, এবং দ্বিতীয়, পরোপকার প্রভৃতি কর্ম্মগত সেবা। সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে এই দুই প্রকার সেবাই মনুষ্যের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সর্ব্বপ্রকার উন্নতির নিদান, এবং সেবাপরাধেই তাহাদিগের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সর্ব্বপ্রকার অবনতি হইয়া থাকে। যথোচিত সেবাকার্য্য নির্ব্বাহ করাই মনুষ্য জাতির জন্মগ্রহণের ও উন্নতির হেতু এবং সেবাপরাধই অবনতির নিদান, এতৎ প্রস্তাবে ইহাই প্রতিপন্ন করা আমাদিগের উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা। কিন্তু কত দূর কৃতকার্য্য হইব, তাহা ভবিষ্যদ্দেবের উত্তরীয় মন্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত থাকিল, কিন্তু এ স্থলে এ কথার উল্লেখ করিতেছি, যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করাই মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত, কৃতকার্য্য হওয়া না হওয়া দৈবাধীন। যদি দুর্ভাগ্য বশতঃ উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে না পারি, তন্নিমিত্ত বিজ্ঞ জন অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

# লী পাইলট বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়

থ মজুমদার প্রতিষ্ঠিত তৎকালীন বাংলার প্রথম বালিকা বিদ্যালয়।
কুমারখালী পাইলট বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, স্থাপিত ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ।

# Kumarkhali Pilot Girls' High School

Kumarkhali Pilot Girls' High School, established in 1863 AD by Kangal Harinath Majumdar was the first Girls' High School in the then Bengal.

কুমারখালী পাইলট বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সম্মুখভাগ

Front part of Kumarkhali Pilot Girls' High School

# বাঘা যতীন স্মৃতি ভাস্কর্য

Memorial Bust of Bagha Jatin

## ঘা যতীন

## Bagha Jatin

বিরোধী আন্দোলনের বিপ্লবী নেতা যতীন্দ্রনাথ পাধ্যায় ওরফে বাঘা যতীন (১৮৭৯-১৯১৫) খালীর কয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। খালি হাতে মারার কারণে তিনি বাঘা যতীন নামে পরিচিত ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী তাঁকে বাঘের মতোই করতো। তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে বেশ কিছু উদ্যোগ 1 হয়েছে।

The great bengali revolutionary against British rule, Jatindranath Mukherjee known as Bagha Jatin was born at his maternal uncle's home in Kaya village of Kumarkhali. Steps are being taken to preserve his memories.

াধীন বাঘা যতীন মহাবিদ্যালয় ভবন

Bagha Jatin College Building under construction

# রাধাবিনোদ পাল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতের অন্যতম জজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য রাধাবিনোদ পাল (১৮৯৬-১৯৬৭)। তাঁর জন্ম কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে হলেও পৈতৃক নিবাস মিরপুরের কাকিলাদহে এখানে তাঁর শৈশব-কৈশোরের স্মৃতিবিজড়িত পথ-পুষ্করিণী এখনও বিদ্যমান।

# Radhabinod Pal

A renowned judge of International Military Court in World War II and former vice Chancellor of Calcutta University Radhabinod Pal (1896-1967) was born in Daulatpur, Kushtia. But his paternal home was in Kakiladaha, Mirpur. His memories can still be traced in the paths and ponds of this locality.

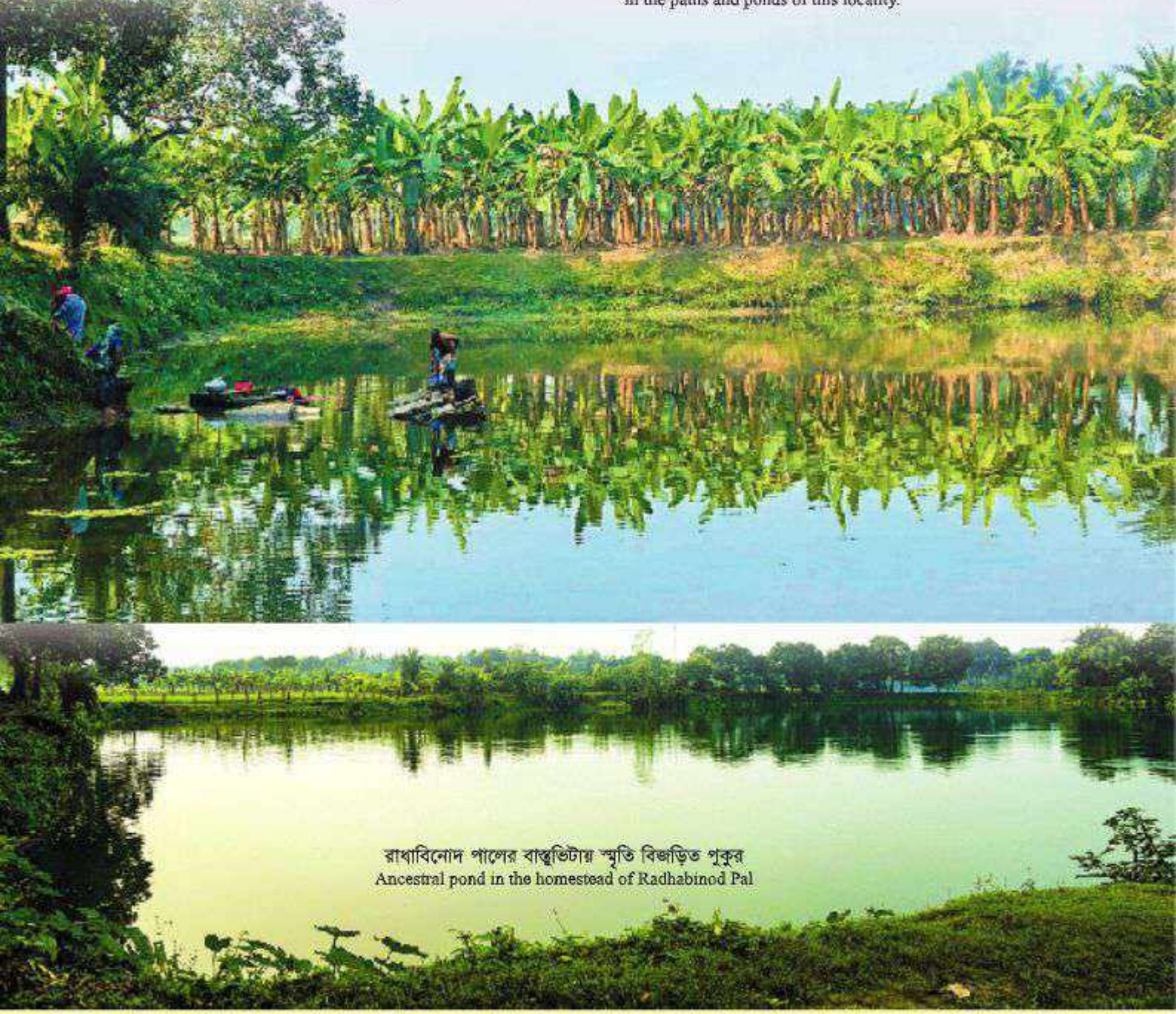

রাধাবিনোদ পালের বাস্তুভিটায় স্মৃতি বিজড়িত পুকুর
Ancestral pond in the homestead of Radhabinod Pal

জাপানের ইয়াসুকুনি শ্রাইনে রাধা বিনোদ পালের সম্মানে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ।
Radhabinod Pal Memorial in Yamukuni, Japan

## কবি আজিজুর রহমান

কবি আজিজুর রহমান (অক্টোবর ১৮, ১৯১৪-সেপ্টেম্বর ১২, ১৯৭৮) কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হাটশ হরিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালে তিনি ঢাকা বেতারে যোগ দেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ বেতারে চাকরিতে বহাল ছিলেন। গড়াই নদীর নৈসর্গিক সৌন্দর্যে মোহিত এ কবি প্রায় ৩০০-এর উপরে কবিতা এবং ৩ হাজারের অধিক গান লিখেছেন।

## Poet Azizur Rahman

Poet Azizur Rahman was born in 18th October, 1914 at Hatsh Haripur of Kushtia sadar Upazila. He joined Dhaka Betar in 1954 where he continued to work till death. This devoted lover of the beautiful river Gorai has wrote over 300 poems and 3000 songs.

বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও কবি আজিজুর রহমান-এর কবর ও পৈতৃক বসতবাড়ী
The grave and paternal house of prominent litterateur and poet Azizur Rahman

## প্যারী সুন্দরী

নীলবিদ্রোহের অন্যতম নেত্রী জমিদার প্যারীসুন্দরী আমলা-সদরপুর এলাকায় তাঁর বসতবাড়িটি প্রায় ভগ্নস্তূপে পরিণত হলেও সম্প্রতি সেখানে একটি মুক্তমঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছে, যার ফলে এখানে এলে এক তেজস্বিনী বাঙালি নারীর সাহসিকতাপূর্ণ সংগ্রামের স্মৃতি প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

## Pary Sundari

Amla Sadarpur of Kushtia is known for the legendary Pary Sundari, who was one of the revolutionaries against British rule and actively engaged in Indigo Resistance Movement. A memorial has been built there recently in order to honor her brave contribution and sacrifice despite the fact that her homestead has turned into ruins.

# জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুষ্টিয়া

# Office of the Deputy Commissioner , Kushtia

# জেলা প্রশাসকের বাসভবন

# Residence of the Deputy Commissioner

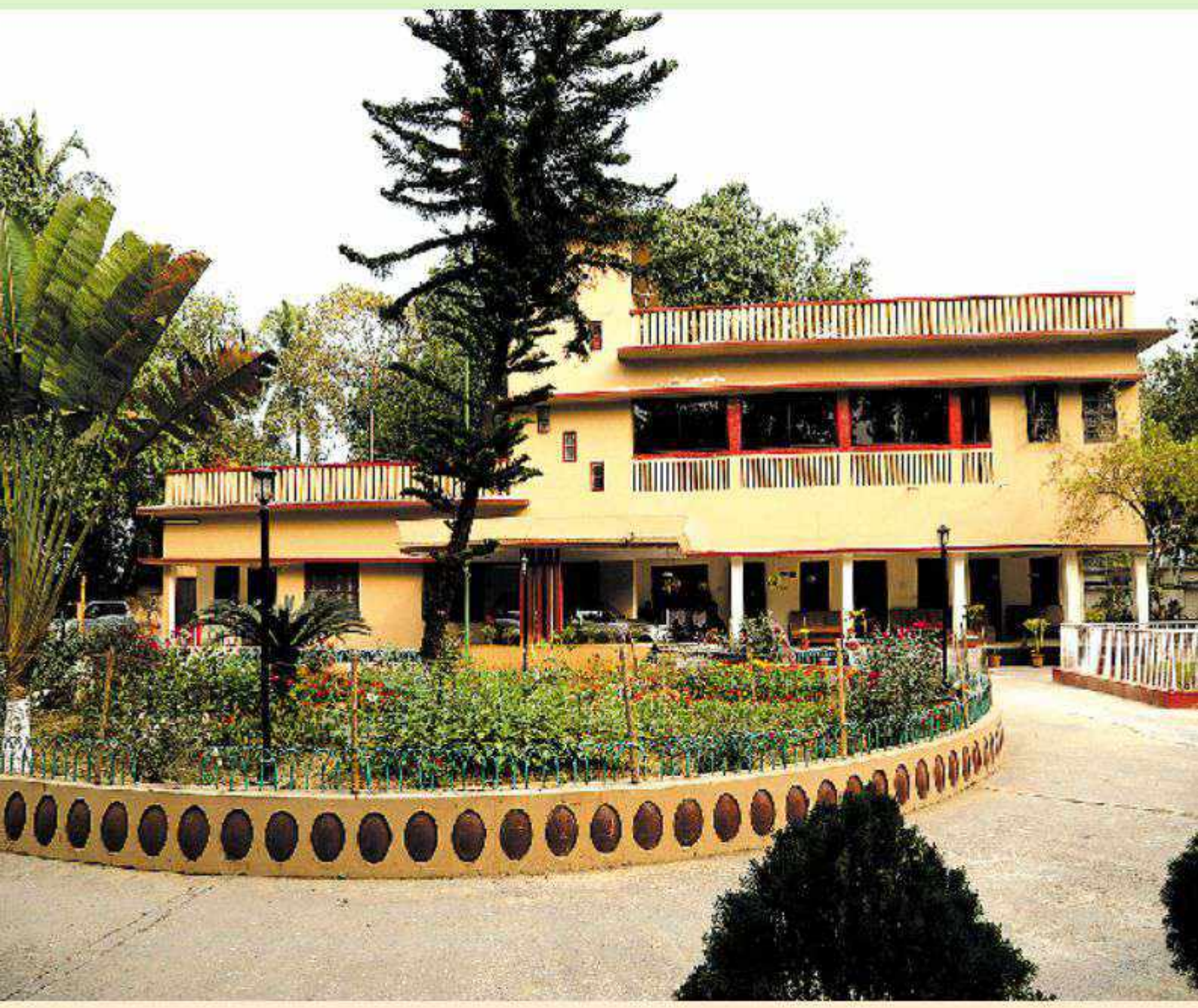

## জেলা সার্কিট হাউস, কুষ্টিয়া

কষ্টিয়া সার্কিট হাউসটি শহরের প্রাণকেন্দ্র জমপুরে অবস্থিত। এতে রয়েছে ৬টি শীতাতপ নয়ন্ত্রিত কক্ষ। প্রত্যেকটি কক্ষ সুসজ্জিত। ার্কিট হাউজের সাথেই আছে লন টেনিস খেলার ্যবস্থা।

## District Circuit House, Kusht

Kushtia Circuit House is at Majampu the heart of the town. It has six w furnished and air conditioned rooms. Th is a lawn tennis ground just beside building.

ভরা বর্ষাতে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ ও লালন শাহ্ সড়ক সেতুর অপরূপ রূপ।

Amazing sight of Hardinge Bridge and Lalon Shah Bridge during rainy season

# হার্ডিঞ্জ ব্রিজ

# Hardinge Bridge

# হার্ডিঞ্জ ব্রিজ ও লালন শাহ্ সেতু

প্রমত্তা পদ্মা নদীর উপর বিখ্যাত 'হার্ডিঞ্জ ব্রিজ' এর নির্মাণ শুরু হয় ১৯০৯ সালে। তৈরি হতে সময় লাগে প্রায় সাত বছর। তারপর ৪ মার্চ ১৯১৫ সালে ট্রেন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়। ১৭৯৮ মিটার দৈর্ঘ্যের এই সেতুটি দীর্ঘদিন বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘ রেলসেতু হিসেবে পরিচিত ছিল। হার্ডিঞ্জ ব্রিজের পাশে সহোদরের মতো দাঁড়িয়ে আছে লালন শাহ্ সড়ক সেতু। ১.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সেতুটি চালু হয় ১৮ মে ২০০৪ সালে। এমনিতেই আবহমানকাল থেকে পদ্মার সৌন্দর্য নিয়ে কিংবদন্তির মতো কবি সাহিত্যিক। উপরন্তু, এখন পাশাপাশি এই দুই সেতু মিলে যে নয়নাভিরাম দৃশ্য তৈরী হয়েছে তা আপনাকেও কবি করে তুলতে চাইবে।

# Hardinge Bridge and Lalon Shah Bridge

A testimony of early engineering skill, Hardinge Bridge built over the mighty river Padma stands out as an epitome of early railway communication in this part of Bengal. The construction was started in 1909. It took almost seven years to build the bridge. Officially inaugurated on March 4, 1915. The bridge facilitated convenient communication between Eastern and Western parts of Bengal. 1,798 kilometers long, this bridge had been familiar as one of the longest railway bridges for years. Lalon Shah Bridge stands next to the Hardinge Bridge as a twin over the mighty river Padma. 1.8 kilometre long, this bridge was officially inaugurated on May 18, 2004. Moreover, these two bridges over the river are sure to drive you in a state of reverie with their pleasing view.

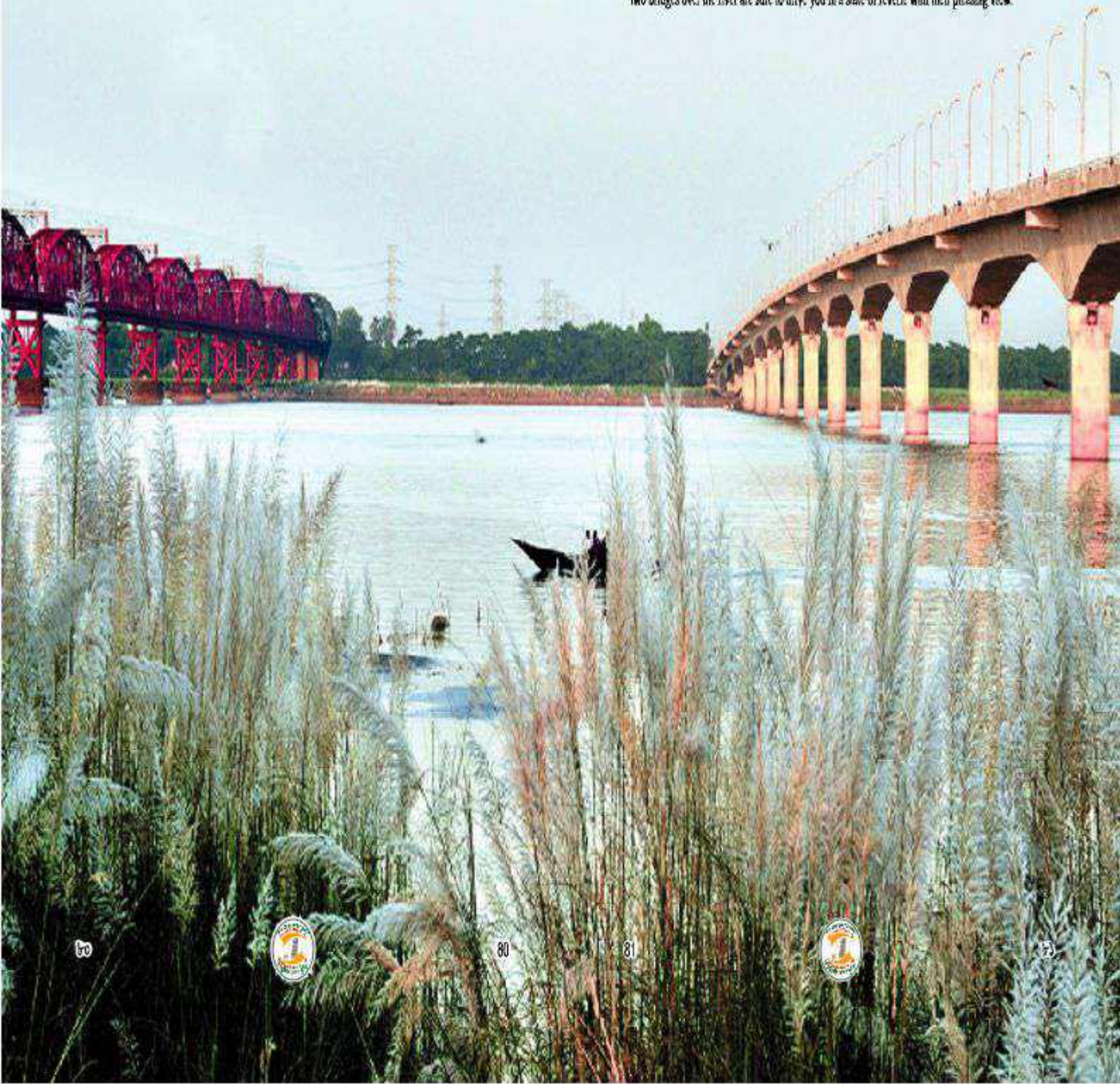

## পোড়াদহ রেলওয়ে জংশন

পোড়াদহ রেলস্টেশন শুধু জংশন হিসেবেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, পাশেই রয়েছে দেশের অন্যতম বৃহৎ কাপড়ের বাজার; সেকারণে দিনে-রাতে সবসময়ই ব্যস্ত থাকে দেশের অন্যতম প্রাচীন এই রেলস্টেশন।

## Poradaha Railway Junction

Poradaha Rail Station has earned its fame not only as an important railway junction but also as one of the biggest cloth markets in the country. This ancient railway station remains busy round the clock with thousands of people thronging to sell and buy goods.

## গড়াই রেল সেতু

ব্রিটিশ আমলে নির্মিত গড়াই রেল সেতু

## Gorai Rail Bridge

Gorai Rail Bridge built in British era.

## শেখ রাসেল কুষ্টিয়া-হরিপুর সংযোগ সেতু

গড়াই নদীর উপর নবনির্মিত এই সেতু কুষ্টিয়া শহরের সাথে উত্তরে অবস্থিত হরিপুর ইউনিয়নের সংযোগ স্থাপন করেছে। নিসর্গ, নগর ও গ্রাম- এই তিনের সৌন্দর্যের সমন্বয় হয়েছে যেন এখানে প্রতিদিন পর্যটকদের ভিড় জমে এখানে।

## Sheikh Rasel Kushtia-Haripur Bridge

Sheikh Rasel Kushtia-Haripur Bridge built over the river Gorai connects Kushtia town with Haripur Union in the south. City dwellers, even outsiders rejuvenate their energy by paying visit to this unique place where idyllic natural beauty of the village and the river blends with the city.

## মুক্তি মৈত্রী স্মৃতিসৌধ

স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের ছিল অপরিসীম সহায়তা। সেই সহযোগিতাকে স্বীকৃতি দিয়ে নির্মিত দেশের একমাত্র স্মারক ভাস্কর্য রয়েছে কুষ্টিয়া শহরের দক্ষিণ প্রান্তের প্রবেশ মুখ চৌড়হাসে। 'মুক্তি মৈত্রী স্মৃতিসৌধ' নামীয় এই ভাস্কর্যটির নকশাকার মনোয়ার হোসেন ডাবলু।

## Mukti Moitree Memorial

The neighbouring friendly country, India extended their help in our liberation war. In recognition of that cooperation, a memorial sculpture stands at Chourhas, the southern entry point of Kushtia town. Monoar Hossain Dablu is the sculptor of the memorial named 'Mukti Moitree'

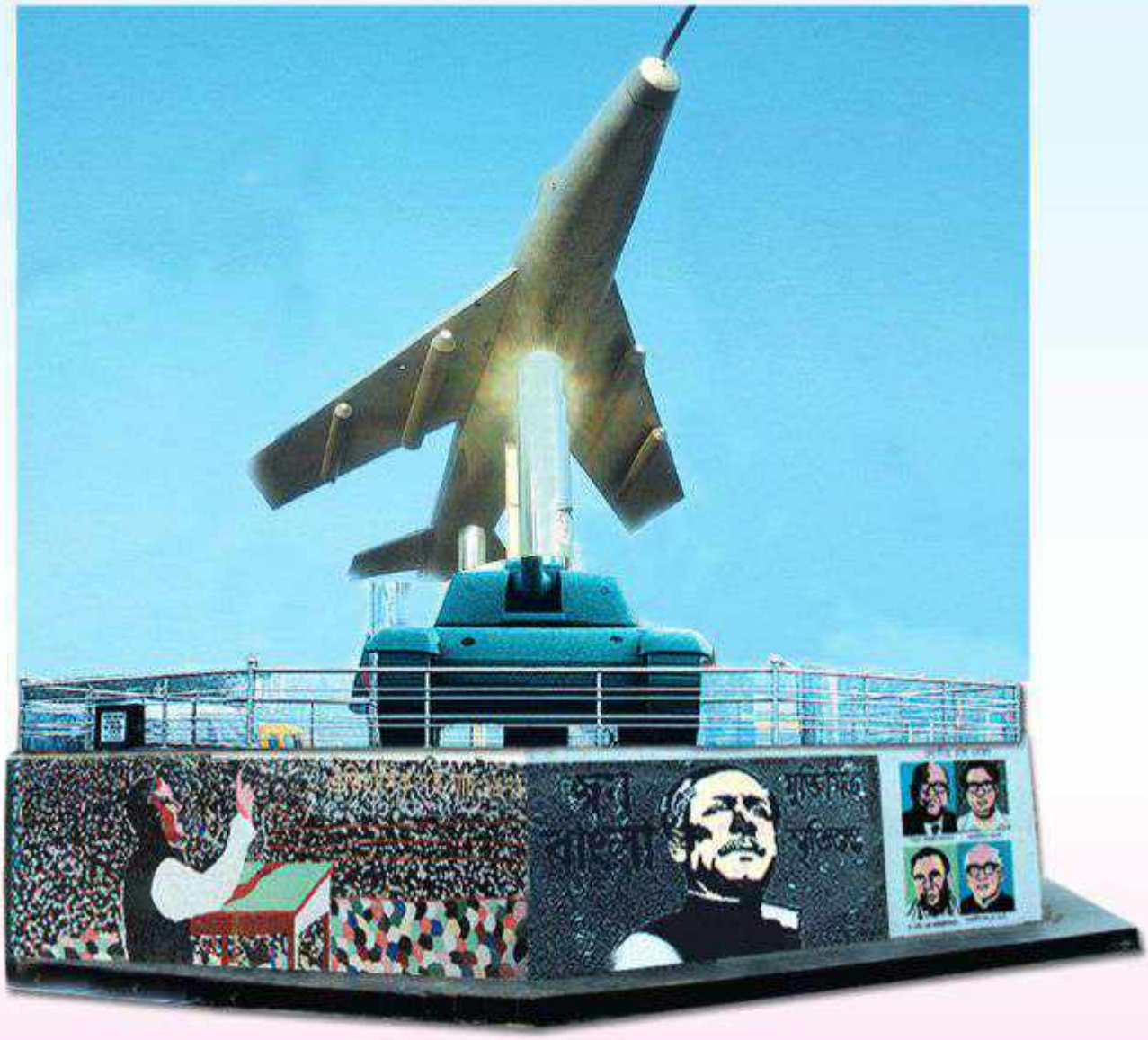

## বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল

কুষ্টিয়া শহরের পূর্বপ্রান্তে মজমপুর গেট–যেখানে সড়কপথে এলে প্রথমেই পর্যটকদের সশ্রদ্ধ নজর কাড়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের (১৯২০-১৯৭৫) দৃষ্টিনন্দন সুউচ্চ ম্যুরাল।

## Bangabandhu Mural

Tourists arriving at or passing through Kushtia town are sure to notice the spectacular Mural of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman (1920-1975) standing upright at Majampur Railgate.

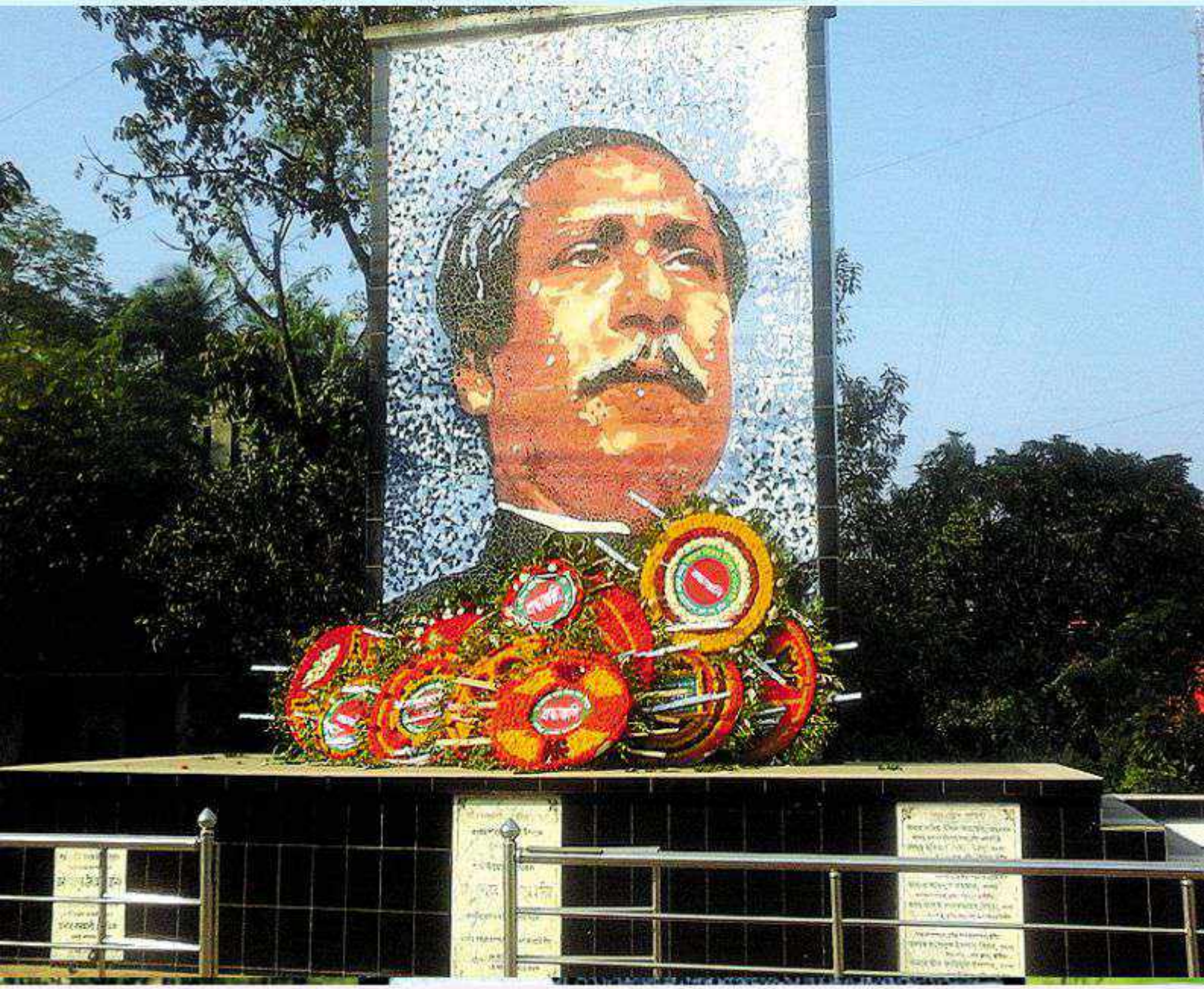

চন্ডিপুর গণহত্যায় শহীদের স্মৃতিস্তম্ভ The memorial of Chandipur genocide martyrs

কেন্দ্রীয় শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ, কুষ্টিয়া

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের আঙিনাতেই রয়েছে জেলার কেন্দ্রীয় শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ। জাতীয় দিবস পালনসহ লোকজ ও বাঙালি সাংস্কৃতিক পরিবেশনার কারণে স্থানটি সারা বছরই প্রাণচঞ্চল থাকে।

**Central Shaheed memorial is located in the premises of District Administraion Building. The place remains vibrant throughout the year because of folk and cultural functions when exuberant crowds throng the place to observe national days.**

## কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের আঙিনাতেই রয়েছে জেলার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার। জাতীয় দিবস পালনসহ লোকজ ও বাঙালি সাংস্কৃতিক পরিবেশনার কারণে স্থানটি সারা বছরই প্রাণচঞ্চল থাকে।

## Central Shahid Minar

Central Shahid Minar is located in the premises of District Administraion Building. The place remains vibrant throughout the year because of folk and cultural functions when exuberant crowds throng the place to observe national days.

# মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি

মহান মুক্তিযুদ্ধে কুষ্টিয়ার ছিল বিশেষ বীরত্বব্যঞ্জক ভূমিকা। যুদ্ধ শুরুর প্রথম সপ্তাহেই সামরিক-বেসামরিক ছাত্রজনতা মিলে যে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করে ও সাফল্য পায়, তা সমগ্র রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ছিল প্রেরণামূলক। এইসব বিবেচনা করে স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠনের আনুষ্ঠানিক কাজটি কুষ্টিয়াতেই করা হয়। প্রথমে স্থান হিসেবে চুয়াডাঙ্গা নির্ধারিত হলেও পরে পরিস্থিতি বিবেচনায় কৌশলগত কারণে মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকার মেহেরপুরের মুজিবনগরে শপথ গ্রহণ করে। উল্লেখ্য, এ দুটো জেলাই তখন কুষ্টিয়ার মহকুমা ছিল। এ থেকে অনুমান করা চলে মুক্তিযুদ্ধে কুষ্টিয়ার গুরুত্ব কত বেশি। কুষ্টিয়া জেলায় এমন কিছু উল্লেখযোগ্য স্থান ও সৌধের মধ্যে রয়েছে, বংশীতলা করিমপুর স্মৃতিসৌধ 'রক্তঋণ', চণ্ডীপুর গণহত্যার শহিদদের স্মৃতিস্তম্ভ, কাকিলাদহ স্মৃতিস্তম্ভ, গোয়ালগ্রাম বদ্ধভূমি ও যুদ্ধক্ষেত্র স্মৃতিসৌধ, ভাঁষা চাষীক্লাব গণকবর প্রভৃতি। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে অবস্থিত কেন্দ্রীয় শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ থেকে শুরু করে জেলার বিভিন্ন অফিসে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের উপর তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টিনন্দন ভাস্কর্য রয়েছে। একটু ভিন্ন ধরনের প্রতীকী ভাস্কর্য রয়েছে মজমপুর গেটে; নাম–ঘৃণিত রাজাকার চত্বর। মিউনিসিপ্যালিটি মার্কেটের সম্মুখভাগে খোদিত 'স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা' নামক ভাস্কর্যটিও দর্শনীয়। আরেকটি অনন্য ভাস্কর্য সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে শহরের দক্ষিণ প্রান্তের প্রবেশ মুখ চৌড়হাসে। 'মুক্তি মৈত্রী স্মৃতিসৌধ' নামীয় এই ভাস্কর্যটি হলো ভারতীয় মিত্রবাহিনীর অবদানের স্বীকৃতিসূচক একমাত্র স্মারকস্তম্ভ। সরকারি উদ্যোগের কারণে সবকটিতেই যাতায়াত এখন সুগম হয়েছে।

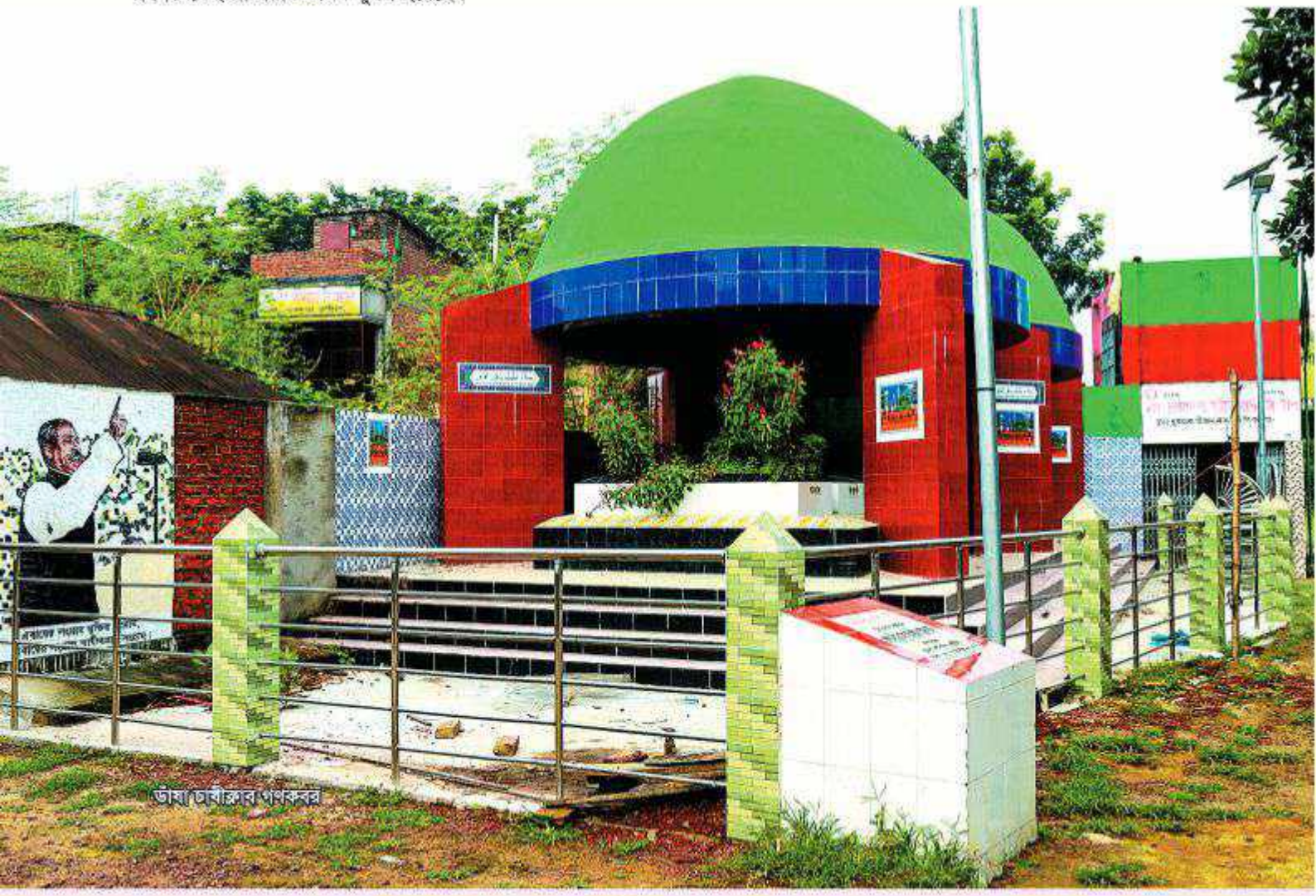

ভাঁষা চাষীক্লাব গণকবর

# Memory of Liberation War

The district had a glorious part of our Liberation War in 1971. On April 17, 1971 the Bangladesh Government in-exile formally announced Proclamation of Independence at Baidyanathtala (re-named Mujibnagar after the proclamation), a border area in present Meherpur district, then a subdivision of Kushtia district. The Proclamation so announced in effect provided the fundamental instrument of law as well as an interim constitution of the Mujibnagar government during the war of liberation, including that of the government in liberated Bangladesh until the adoption of the constitution, made effective from 16 December 1972. Kushtia thus played a very important role in the process of liberation. The war fields of the district is a testimony of this. A few spots have been covered by monuments. Some of those mentionable are Bangshitola-Karimpur monument, Chandpur monument, Kakiladah monument, Goalgram killing field and monument, Dansha Chashi Club Mass Graveyard monument, etc. Moreover, a number of different types of biggest and small monuments portraying valour on Liberation War and Language Movement have been built in different educational institutions across the district. There are some attractive symbolic monuments also at different places in various parts of the district. Grhinito Razakar Chattar located at Majampur gate in the town is one of those. Beside, Sawdhikar Theke Swadhinata at municipality market is another meaningful tomb in the town. Mukti Moitree has been built at Chourhas area in the town to hold the memory of the contribution of Indian soldiers.

Dansha Chashi Club Mass Graveyard

## মুক্তিযোদ্ধা মঞ্চ

কুমারখালী বাসস্ট্যান্ড থেকে ২০০ মিটার দূরে অবস্থিত কুমারখালী উপজেলা পরিষদ চত্বরে রয়েছে এ মুক্তিযোদ্ধা মঞ্চটি। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ কুমারখালীতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ৬ আগস্ট মুক্তিযোদ্ধারা স্থানীয় রাজাকারের বাড়ী আক্রমণ করতে গেলে অনেক মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই মঞ্চটি তৈরী করা হয়েছে। ৯ ডিসেম্বর কুমারখালী উপজেলা শত্রুমুক্ত হয়।

## Freedom Fighter's Stage

This structure is situated in Kumarkhali Upazilla Parishad premises about 200 meters from Kumarkhali bus stand. This 'Freedom Fighter's Stage' has been built to commemorate the district's valiant freedom fighters sacrificing their lives in a raid on 6 August, 1971 by despicable Rajakars. Kumarkhali is freed on 9th December 1971.

## ঘৃণিত রাজাকার চত্বর

মুক্তিযুদ্ধের ব্যতিক্রমধর্মী ভিন্ন ধরনের প্রতীকী ভাস্কর্য রয়েছে কুষ্টিয়া মজমপুর গেটে; নাম – ঘৃণিত রাজাকার চত্বর।

## Despicable Rajakar Ground

An unusual symbolic sculpture stands at the Majampur Gate of Kushtia town-named Despicable Rajakar Ground.

কুষ্টিয়া পৌরসভা
Kushtia Municipality

## কুষ্টিয়া পৌরসভা

১৮৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত কুষ্টিয়া পৌরসভার পুরাতন ভবনটি একটি দৃষ্টিনন্দন ঐতিহ্যিক স্থাপনা। পৌরসভার প্রাচীন ভবনের সামনে রয়েছে 'বিজয় উল্লাস' ভাস্কর্য; আমাদের অতীত-ঐতিহ্য, বর্তমান প্রাণস্পন্দন ও ভবিষ্যৎ স্বপ্ন–এই তিনের এক প্রতীকী মেলবন্ধন ঘটেছে যেন এখানে।

## Kushtia Municipality

Built in 1869 the ancient building of Kushtia Municipality offers splendid view of this historic architecture. The sculpture embedded at the front of the building seems to symbolically harmonize the past, present and future.

## নীল কুঠি ভবন

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার সোনাইকুন্ডি গ্রামে অবস্থিত। ১৮১৫ সালে ক্রফোর্ড কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই স্থাপনাটি দৌলতপুর থেকে ১০ কিমিঃ দূরে ৭.৮০ একর জমির উপর অবস্থিত। কুঠিতে মোট ১২টি কক্ষ রয়েছে।

## Neel Kuthi (Indigo House)

Neel Kuthi (Indigo House) in Sonaikundi village of Daulatpur Upazilla in Kushtia, about 10 km from the Upazilla. Established by Crowford in 1815 on 7.80 acres of land, the building has 12 rooms.

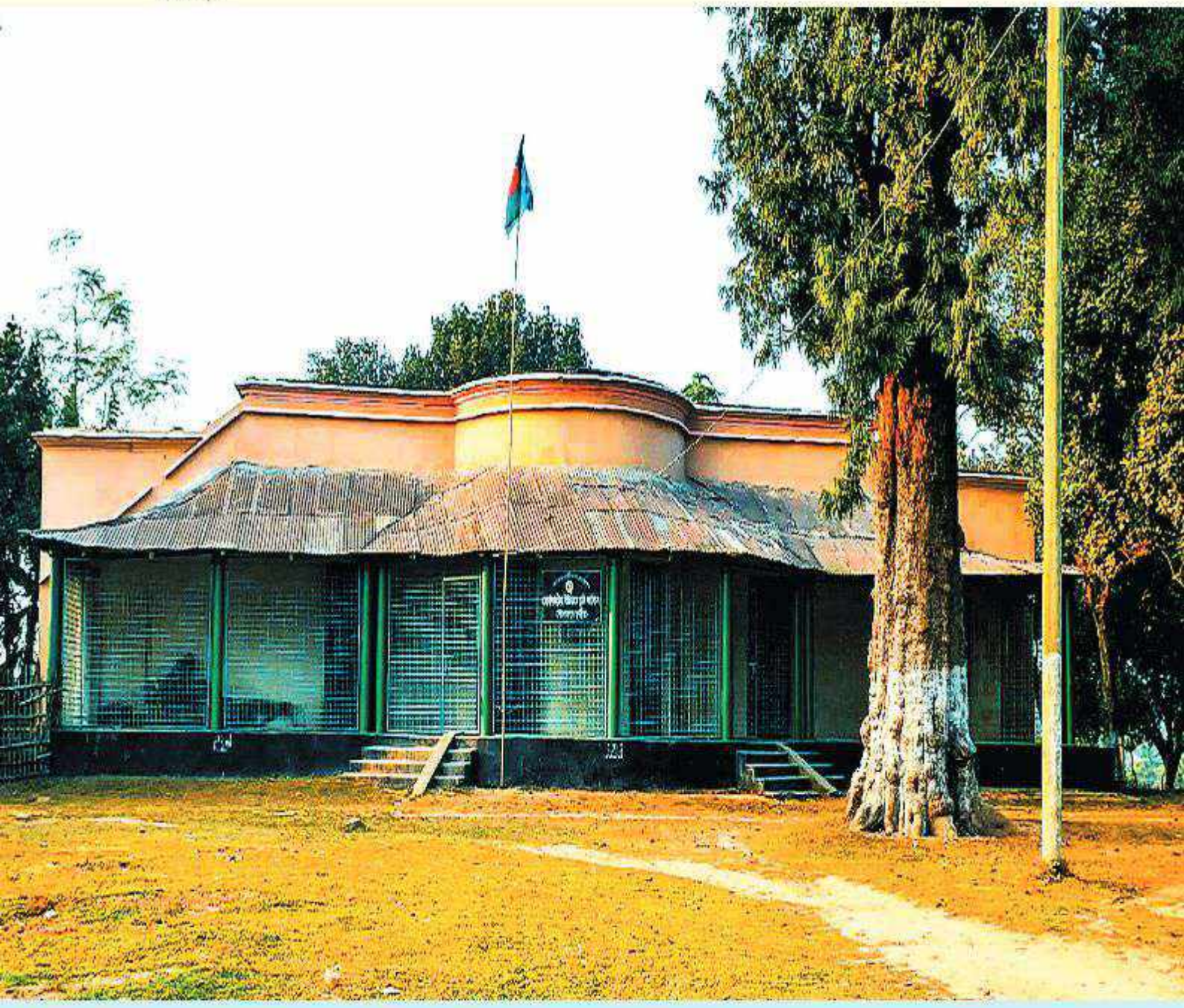

# ঝাউদিয়া শাহী মসজিদ

কুষ্টিয়া শহর থেকে ২১ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ঝাউদিয়া শাহী মসজিদ একটি উল্লেখযোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। এটি মোগল সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে (১৬২৮-১৬৫৮) নির্মিত। মসজিদটি ঘিরে রয়েছে নানা কিংবদন্তি। এছাড়া এর পাশে অবস্থিত ইরাকের শাহ সুফি আদারি মিয়ার মাজার ঘিরে ভক্তদের ভিড় জমে নানা উপলক্ষে।

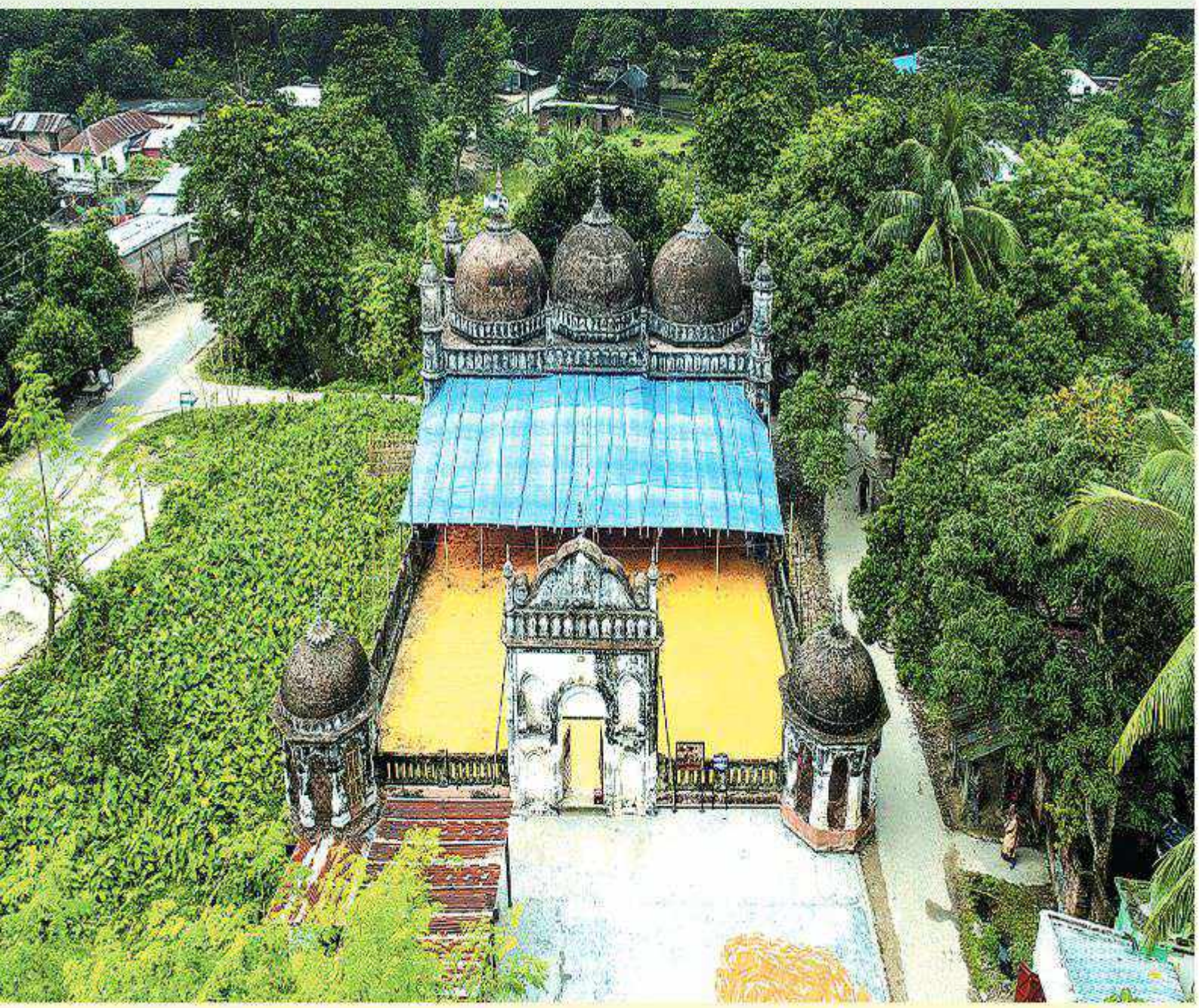

# Jhaudia Shahi Mosque

Built in the Mughal regime of Emperor Shahjahan (1628-1658), Jhaudia Shahi Mosque stands 21 kilometres away from Kushtia as a remarkable site of archaeological interest. Numerous legends surround the unique Mosque. The shrine of sufi Adari Mia situated beside the mosque attracts thousands of devotees on different occasions.

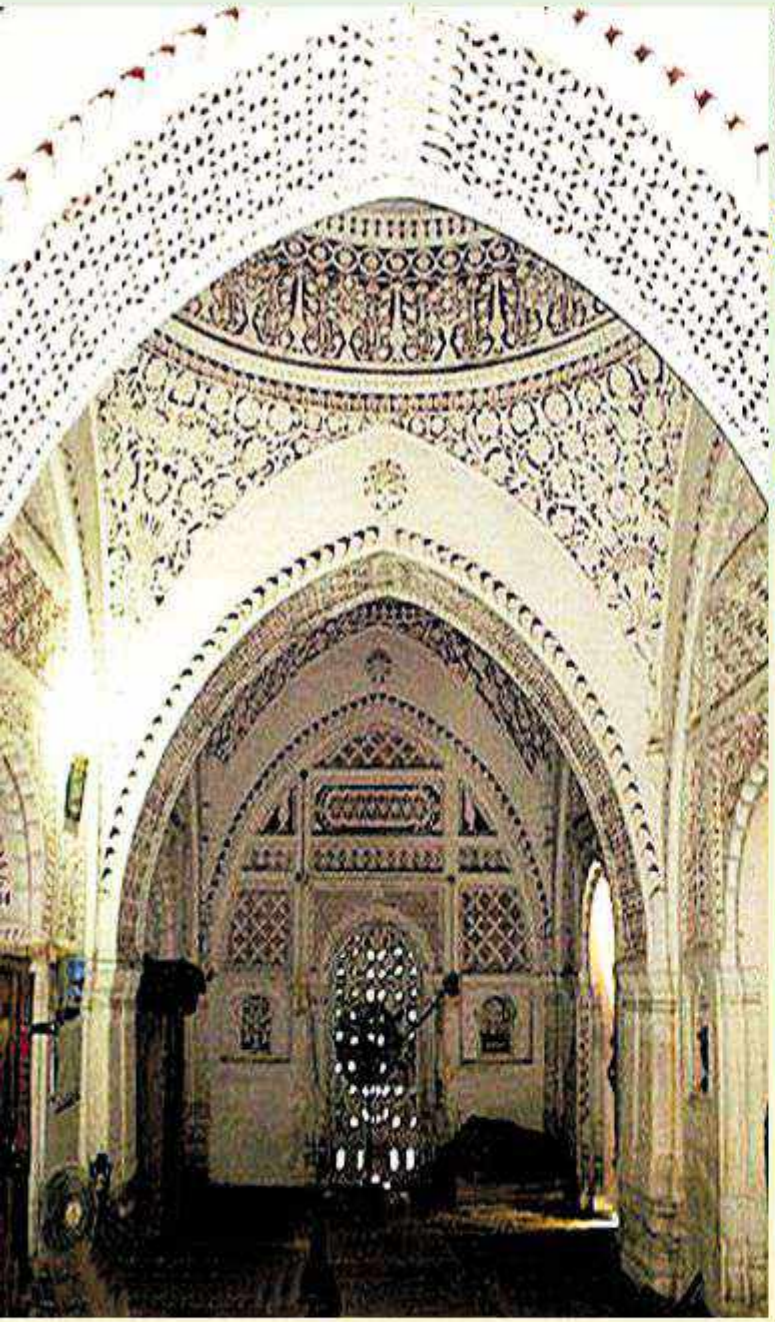

## শাহ্ মখদুম মৌলুক খোরশেদ (রঃ)-এর মাজার

শিলাইদহ কুঠিবাড়িটি যে গ্রামে তার নাম খোরশেদপুর; নানা লৌকিক-অলৌকিক কথাকাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্র সাধুপুরুষ খোরশেদ ফকিরের নামে। এই গ্রামেই অবস্থিত খোরশেদ ফকিরের মাজার দুটি কারণে রবীন্দ্রনাথের প্রিয় হয়ে উঠেছিল। প্রথমত, মাজারের স্নিগ্ধ প্রাকৃতিক পরিবেশ; দ্বিতীয়ত, মিলনমুখী ধর্মীয় পরিবেশ। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় মিলে এখানে ওরশ-উৎসব করতো, নিবেদন করতো অন্তরের ভক্তি। রবীন্দ্রনাথ ১৯০৭/৮ সালে ফকিরের মাজার পাকা করে দিয়েছিলেন।

## Khorshed Faqir's Mazar

The place where Kuthibari of Shilaidah is located in Khorshedpur, named after a saintly person Khorshed Fakir who was credited for accomplishing many miraculous feats. Two distinct features of the Mazar (shrine) drew Tagore's attention - the tranquil nature of the Mazar and the harmonious religious milieu. People from both Muslim and Hindu communities would join the Orosh Festival and offer their devotional prayers. Rabindranath is said to have donated for the concrete structure of the Shrine in 1907/08.

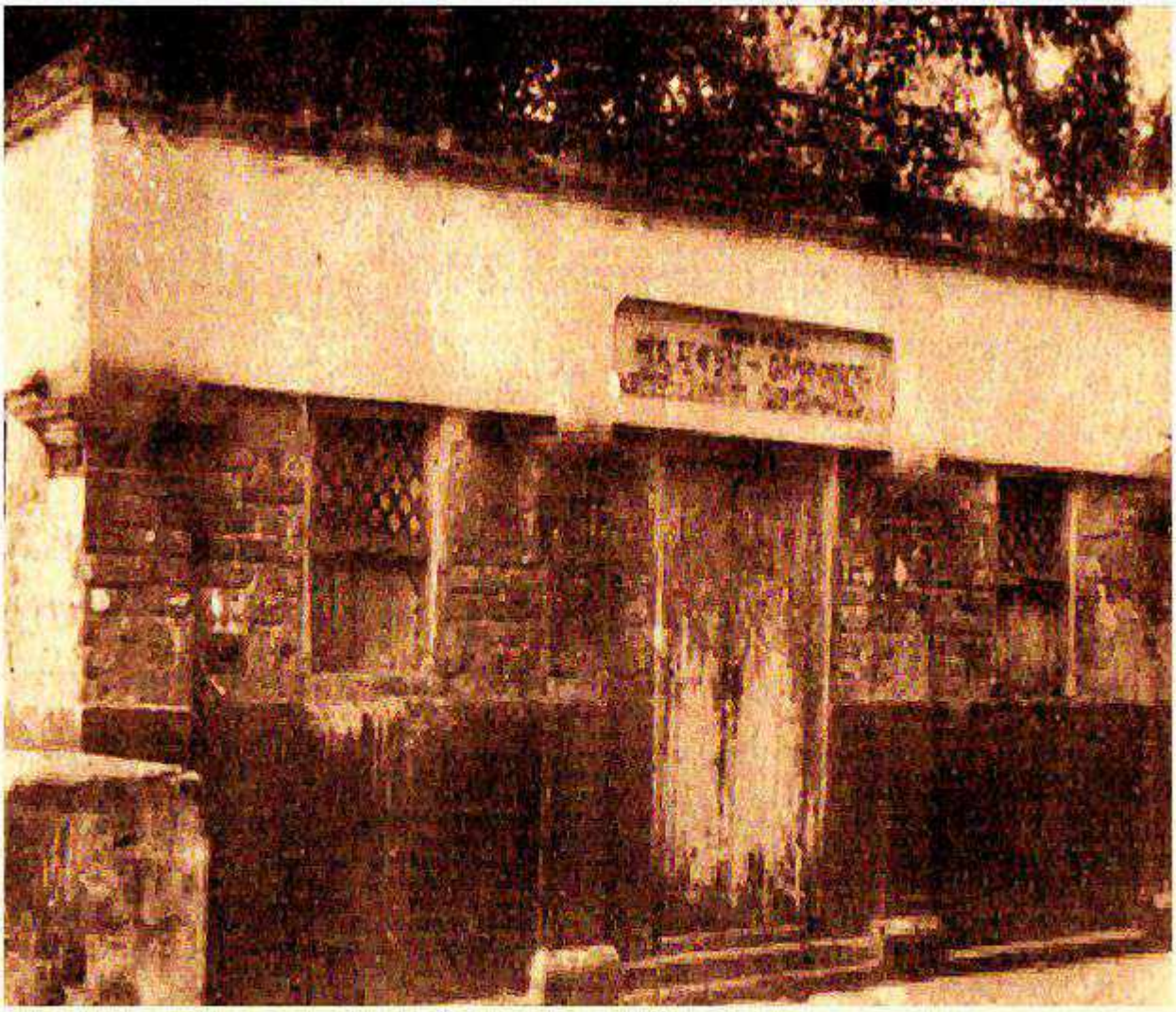

# জুনিয়াদহ মসজিদ

মোঘল আমলে নির্মিত ভেড়ামারার ঐতিহ্যবাহী জুনিয়াদহ মসজিদ

# Juniadaha Mosque

Historical Juniadaha Mosque of Bheramara built during Mughal empire

কালী মন্দিরের বিগ্রহ

The idol in Khoksa Kali Temple

# খোকসা কালীমন্দির

খোকসা উপজেলার বিখ্যাত কালীমন্দির শতবর্ষের ইতিহাস ধারণ করে আছে; ভক্তজন ছাড়াও ঐতিহ্যসন্ধানী পর্যটকদের আকর্ষণ করে।

# Temple of Goddess Kali in Khoksa

There is another century years old legendary Khoksha Kali Temple which attracts the tourists and offers a place for religious harmony.

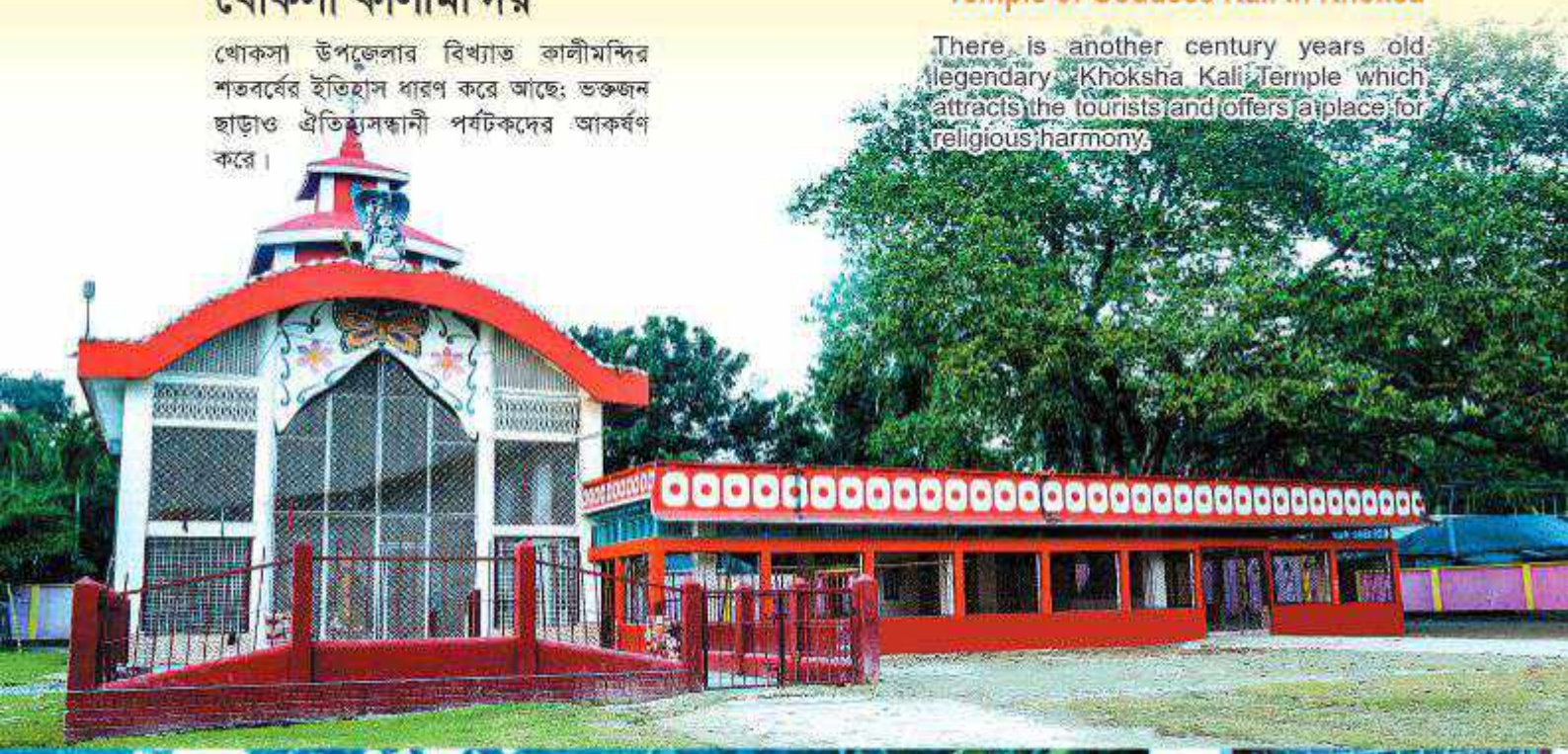

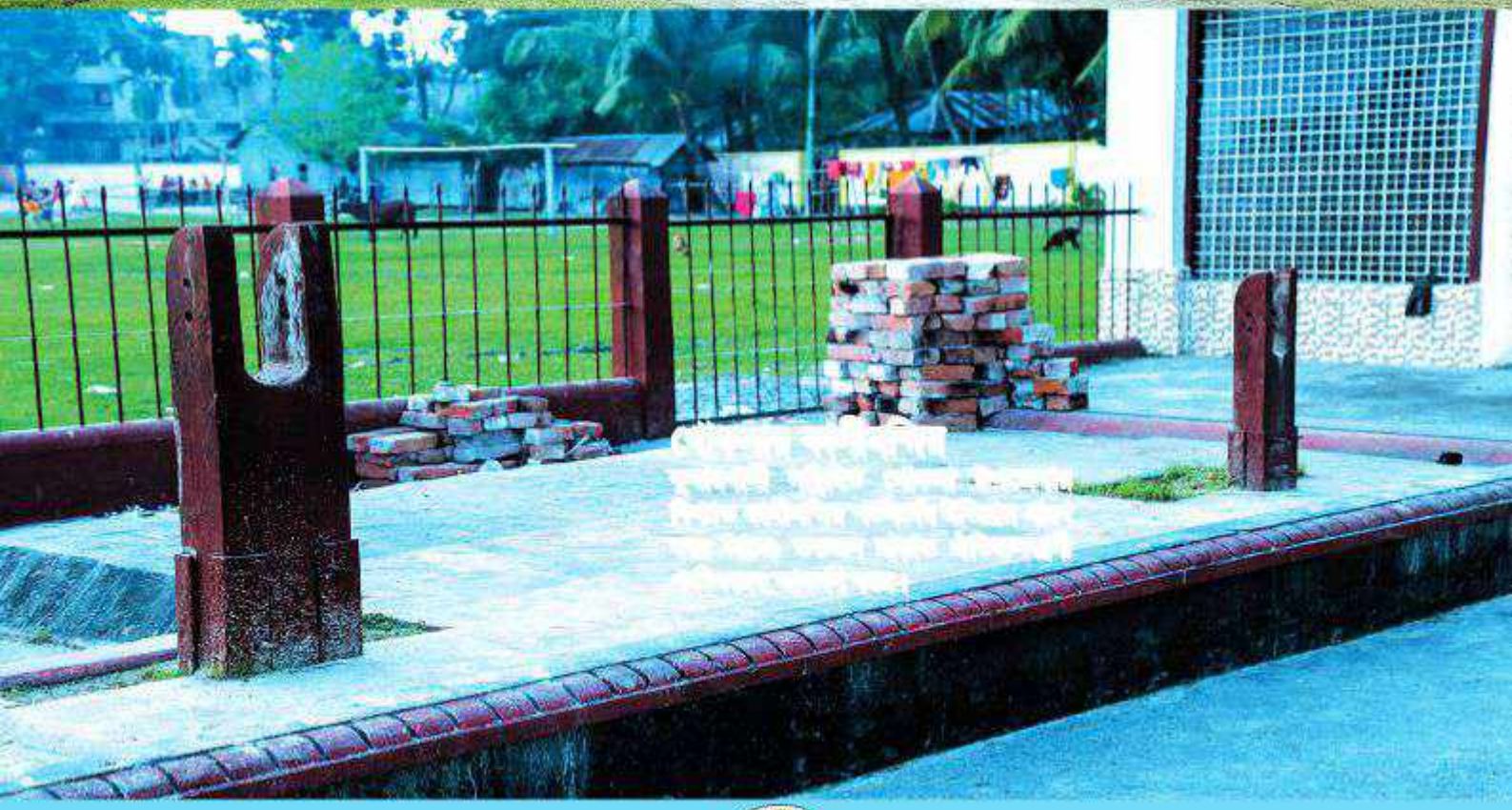

# গোপীনাথ জিউর মন্দির

কুষ্টিয়া শহরে ১৯০০ সালে যশোর জেলার নলডাঙ্গার মহারাজা প্রমথ ভূষণ দেবরায় কর্তৃক দানকৃত জমির উপর স্থানীয় ব্যবসায়ীদের চাঁদার টাকায় এ মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়। ১৯০৫ সালে মহারাজা প্রমথ ভূষণ দেবরায় তার স্ত্রীর স্মৃতি রক্ষার্থে বর্তমান রথখোলা গোপীনাথ জিউর মন্দির ও রথের মেলা প্রচলন করেন। ১৯১৩ সালে ধনী ব্যবসায়ী মাখন রায় অপূর্ব কারুকার্য খচিত বিশাল আকৃতির একটি পিতলের রথ নির্মাণ করে দেন যা সমগ্র ভারতবর্ষের একমাত্র রথ ছিল।

## Gopinath Temple

The temple was built in 1900 on the land donated by Maharaja Pramath Bhushan Devray. Pramath Bhushan inaugurated Gopinath Temple along with the Rathyatra Fair (Chariot Fair) as a memorial for his late wife.

## গোপীনাথ বাড়ির মন্দির

অনেক কিংবদন্তীর লীলাভূমি পল্লীতীর্থ খোরশেদপুরের বৈচিত্র্যপূর্ণ ইতিহাস যতটুকু জানা যায় তার মধ্যে রাজা সীতারাম, রাণী ভবানী ও ঠাকুর জমিদারের ঐতিহ্যবাহী অপূর্ব নির্মাণ শৈলীর নানা শিল্পকলার আকর্ষণীয় নিদর্শন সম্বলিত শিলাইদহ গোপীনাথ ঠাকুরের মন্দির। এ অঞ্চলে সেকালের লোকদের কাছে দুই জন ঠাকুর ছিলেন। এক জন রবি ঠাকুর আর একজন গোপীনাথ ঠাকুর।

## Gopinath House Temple

Shilaidaha Gopinath Temple exhibits the tale of Raja Sitaram, Queen Bhabani and Tagore Jamindars through its ancient architectural beauty. Gopinath Tagore is one of the two most famous Tagores of Kushtia, the other being the Nobel Laureate himself.

# কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

# Kushtia Medical College and Hospital

# ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সর্ববৃহৎ উচ্চশিক্ষা বিদ্যাপীঠ। প্রতিষ্ঠাকাল ২২ নভেম্বর, ১৯৭৯। কুষ্টিয়া শহর থেকে ২৪ কি.মি দক্ষিণে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ মহাসড়কের পশ্চিমপাশ ঘেঁষে শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুর নামক স্থানে অবস্থিত। এর আয়তন ১৭৫ একর। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে ৫টি অনুষদ, ৩৩টি বিভাগ, ১টি ইনস্টিটিউট, ৮টি আবাসিক হল (ছাত্রদের ৫টি, ছাত্রীদের ৩টি)। এখানে রয়েছে দেশের অন্যতম বৃহৎ শহীদ মিনার।

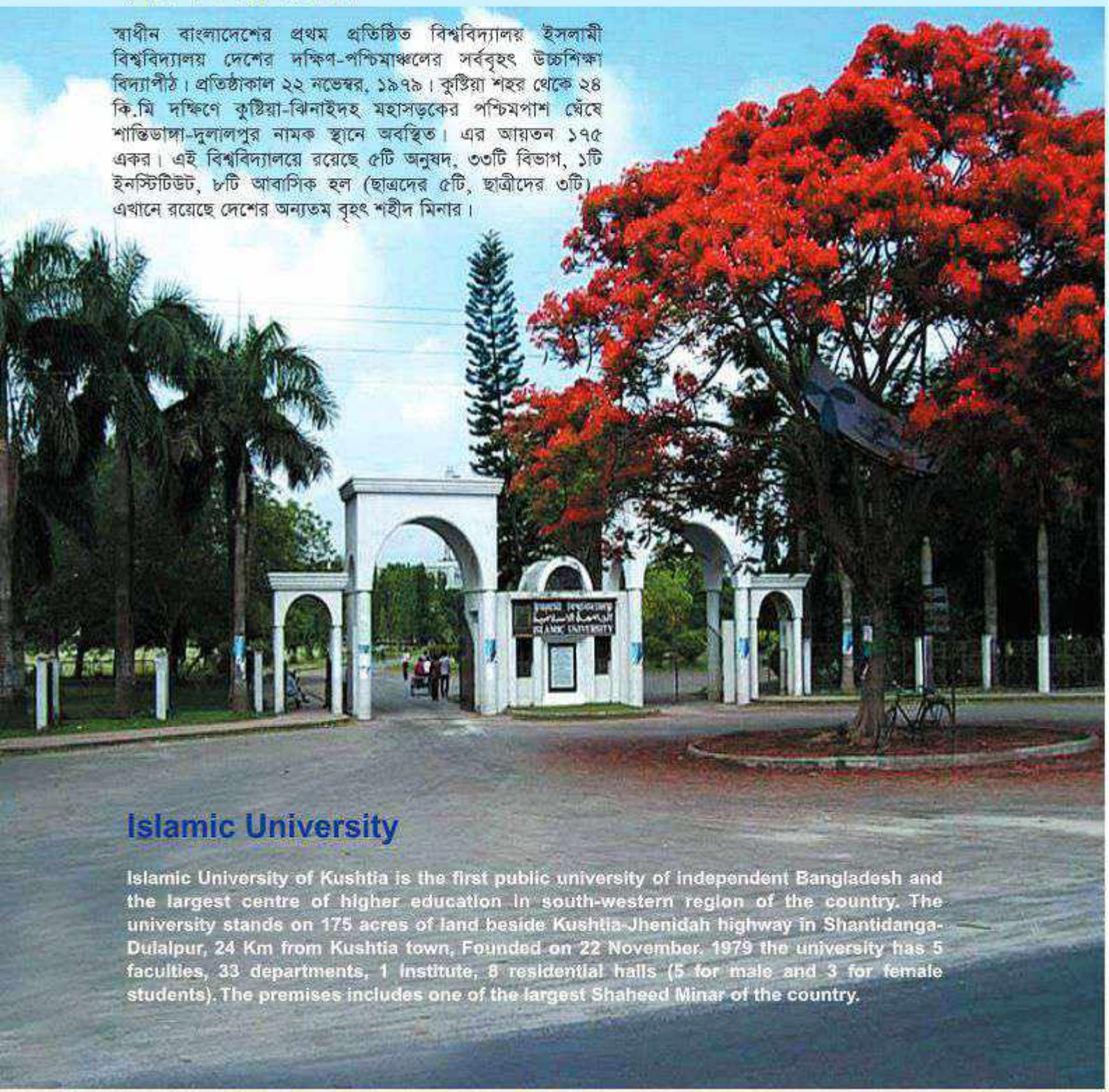


# Islamic University

**Islamic University of Kushtia is the first public university of independent Bangladesh and the largest centre of higher education in south-western region of the country. The university stands on 175 acres of land beside Kushtia-Jhenidah highway in Shantidanga-Dulalpur, 24 Km from Kushtia town. Founded on 22 November, 1979 the university has 5 faculties, 33 departments, 1 institute, 8 residential halls (5 for male and 3 for female students). The premises includes one of the largest Shaheed Minar of the country.**

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ Islamic University Central Mosque

# মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক সংলগ্ন ডায়না চত্বরে স্থাপন করা হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির স্মরণে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল 'মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব'। ৩১ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১৭ ফুট প্রস্থের ম্যুরালটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৩৭ লক্ষ টাকা। নক্শা করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃৎশিল্প ও ভাস্কর্য্য বিভাগের সহকারী অধ্যাপক কনক কুমার পাঠক।

# Mrityunjoyi Mujib

Its built in memory of the father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman near to the main gate of Islamic University at Diana ground. It is the second largest Bangabandhu Mural of the country. This mural's length is 31 feet and width is 17 feet. The construction cost is Tk. 37 lac. The designer of the mural is Kanak Kumar Pathak, assistant professor of Ceramics and Sculpture Department of Rajshahi University.

## আলাউদ্দিন আহমেদ শিক্ষাপল্লী পার্ক

কুষ্টিয়া শহর থেকে ১০ কি.মি দূরে কুমারখালীর আলাউদ্দিন নগরে অবস্থিত আলাউদ্দিন আহমেদ শিক্ষাপল্লী পার্ক। এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী বহুমুখী বিষয়ে শিক্ষনীয় ও চিত্তবিনোদনের অনন্য উদাহরণ।

## Alauddin Ahmade Shikkhapolly Park

Alauddin Ahmade Shikkhapolly Park is an exceptional multipurpose concern to be learnt and amusement and recreation project which is a unique example of private initiative. It is 10 km away from Kushtia town.

আলাউদ্দিন আহমেদ শিক্ষাপল্লী পার্ক

Alauddin Ahmade Shikkhapolly Park

# ভেড়ামারা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পেরিয়েই পূর্বদিকে চোখে পড়বে দেশের অন্যতম বৃহৎ ভেড়ামারা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

# Bheramara Power Station

Right after Hardinge Bridge on the east is located one of the biggest power stations in Bangladesh, Bheramara power station.

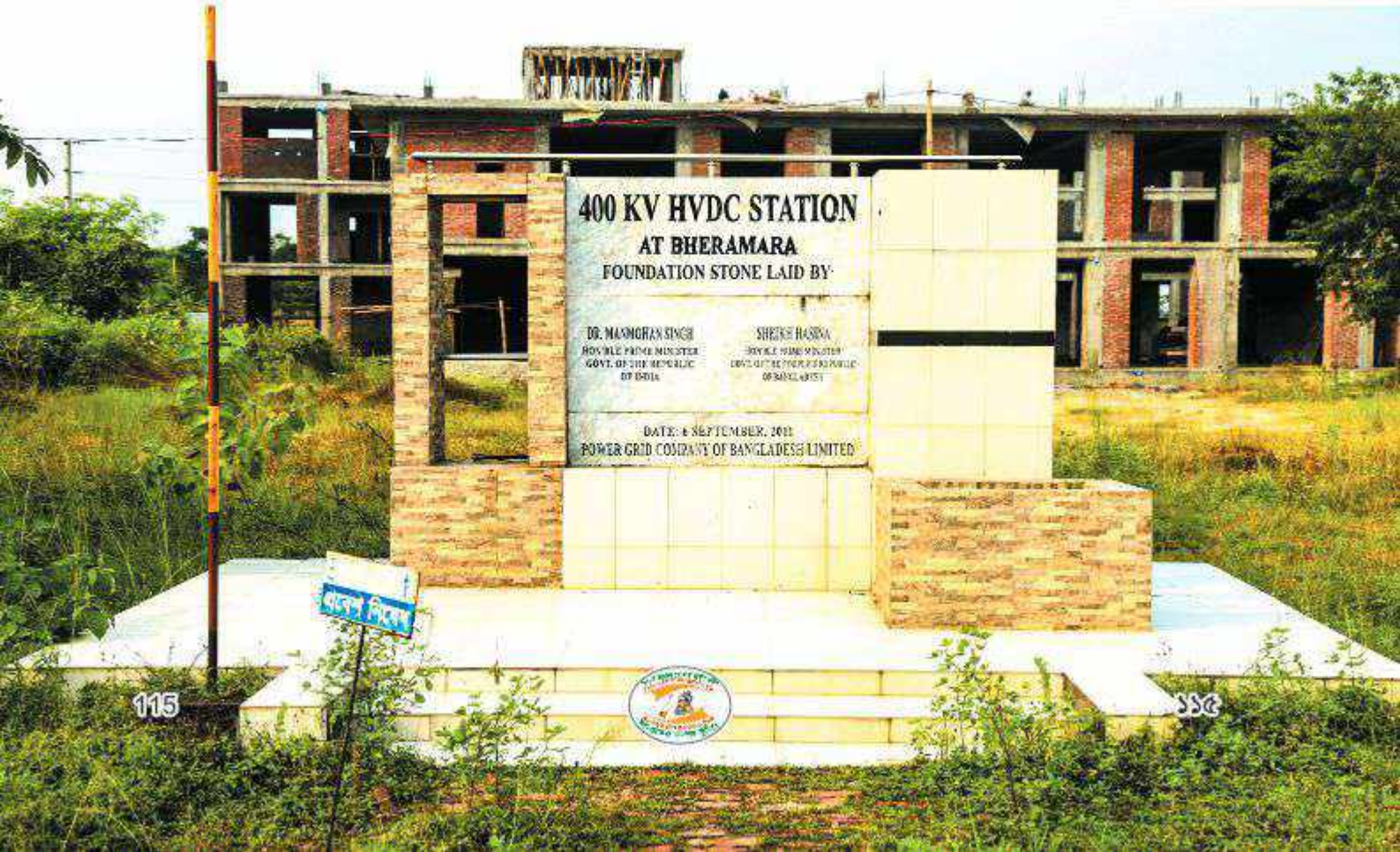
400 KV HVDC STATION
AT BHERAMARA
FOUNDATION STONE LAID BY
DR. MANMOHAN SINGH
HON'BLE PRIME MINISTER
GOVT. OF THE REPUBLIC
OF INDIA
SHEIKH HASINA
HON'BLE PRIME MINISTER
GOVT. OF THE PEOPLE'S REPUBLIC
OF BANGLADESH
DATE: 6 SEPTEMBER, 2011
POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LIMITED

# গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্প (জিকে প্রকল্প)

নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদীকেন্দ্রিক সর্ববৃহৎ প্রকল্প গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্প। কুষ্টিয়াসহ আশেপাশের অঞ্চল যে কৃষিজ পণ্যে সমৃদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি দিগন্ত বিস্তৃত হয়েছে স্বর্ণ-সবুজ বর্ণে তার পেছনে অবদান রেখেছে এই প্রকল্প। কৃষিকর্মে প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহই শুধু নয় গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রজেক্টের খননকৃত খালগুলো মনোহর সৌন্দর্যেরও আকর; পুরো কুষ্টিয়া জুড়েই ছড়িয়ে রয়েছে তার এমনই সৃষ্টিস্বাক্ষর।

## The Ganga-Kapattakho Project (GK Project)

The Ganga-Kapattakho Project is the largest surface irrigation system in our riverine Bangladesh and pronounces its proud existence across the whole area of Kushtia. The project known as G-K Project has been instrumental in transforming Kushtia and its surrounding areas into a thriving place for agri-crop production. The ever stretching vast tracts of lush green horizon add a striking value to the project. The canals dugged under this project not only supply water for agricultural activities but also attract beauty seekers for its enchanting topography.

## কুষ্টিয়া সুগার মিল্‌স লিঃ

একসময়ের সমৃদ্ধ কুষ্টিয়া সুগার মিল্‌স লিঃ যার আদি নাম রেণউইক, যজ্ঞেশ্বর এন্ড কোং (বাংলাদেশ) লিমিটেড। ১৮৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত ও স্বাধীনতার পর জাতীয়করণ হওয়া এই প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের চিনিশিল্পে রেখেছে বিরাট অবদান।

## The Kushtia Sugar Mill's Ltd.

Once effluent Kushtia Sugar Mills Ltd., originally called Renwick Jajneswar & Co (BD) Ltd., is situated in Jagati of Kushtia. It was established in 1890 and nationalized after Liberation.

কুষ্টিয়া সুগার মিলস্ লিঃ

রেণউইক, যজ্ঞেশ্বর এণ্ড কোং (বিডি) লিঃ এর প্রধান ফটক

The main gate of Renwick Jojneswar & Co. (BD) Ltd.

রেণউইক, যজ্ঞেশ্বর এণ্ড কোং (বিডি) লিঃ এর মহাব্যবস্থাপক/কর্মকর্তাদের প্রাচীন বাংলো

The ancient bungalow of General Manager/ Officials of Renwick Jojneswar & Co. (BD) Ltd.

## রেণউইক বাঁধ

## Renwick Dam

# মোহিনী মিলস

ভারতীয় উপমহাদেশ খ্যাত মোহিনী মিলস। অনেক গল্পকবিতায় এই মিলের তৈরী মিহি ধুতি ও শাড়ির কথা শোনা যায়। ঔপনিবেশিক শাসনামলে বাঙালির সামান্য কয়েকটি সফল শিল্পোদ্যোগের একটি। মোহিনী মিল উদ্যোক্তা মোহিনী মোহন চক্রবর্তী (১৮৩৮-১৯২২) ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি ছেড়ে ১৯০৮ সালে দেড়লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে ১০০ একর জমির উপর এই বস্ত্রকলটি নির্মাণ করেছিলেন। সে সময় ইংল্যান্ড থেকে পিতলের হ্যান্ডলুম মেশিন ও ২০০ তাঁত কিনে মিলটি চালু করেন। বর্তমানে কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল সব স্থাপনা।

# Mohini Mills

Mohini Mills, the industrial vintage icon of Kushtia was known in Indian sub-continent for its signature products of fine Dhoti and Saree having epic quality and styles. You may still hear its whisper from abandoned buildings, huge haunted machineries and thousands of workers if you would pass by. It was one of the successful home-grown industrial entrepreneurships of a grand scale within the Colonial Indian. It was initiated by Mohini Mohan Chakrabarty (1838-1922), who retired from civil service as Deputy Magistrate and started a fabrics factory with 150,000-taka as capital in 1908. He bought 100 acres of lands and imported 200 looms from England. This became very successful within a very short time due to his entrepreneurship and favourable socio-political conditions. Eventually, its fabrics went beyond the borders of Indian sub-continent to reach customers in Europe. Now, the huge establishment of the dilapidated mill is just standing there with its vintage glamour and indistinct memories.

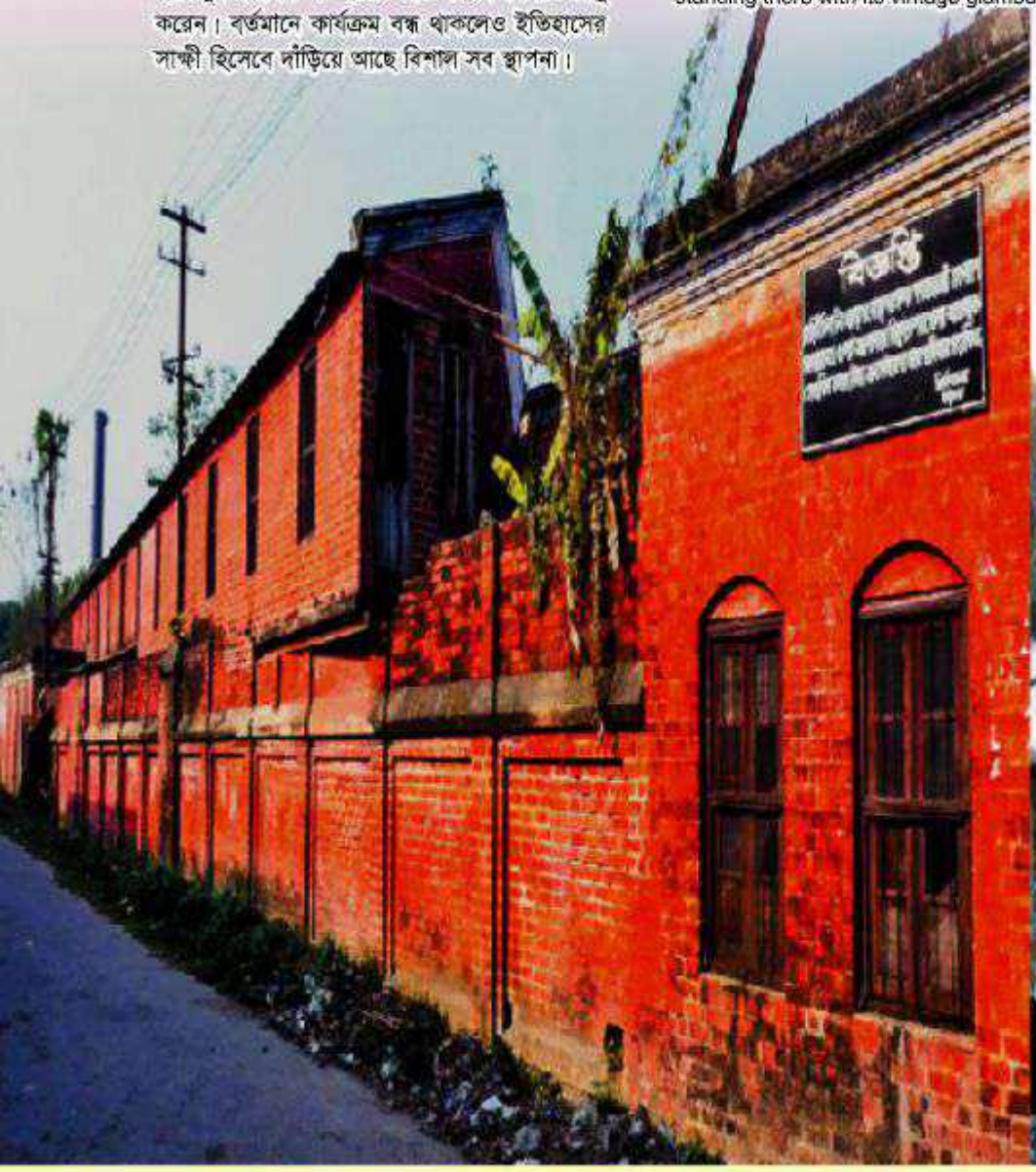

ইনসেটে : মিলের বর্তমান রূপ, পূর্বের রূপ, মিলের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, প্রতিষ্ঠাতা মোহিনী মোহন চক্রবর্তী (১৮৩৮-১৯২২) ও তাঁর বাসভবন।

Inset : Present and ancient appearance of the mill, its machinaries, the founder Mohini Mohan Chakrabarty (1838-1922) and his former residence.

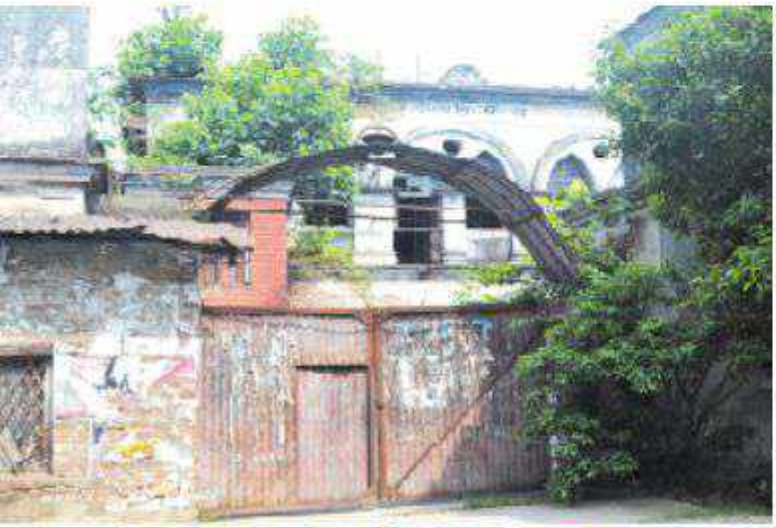

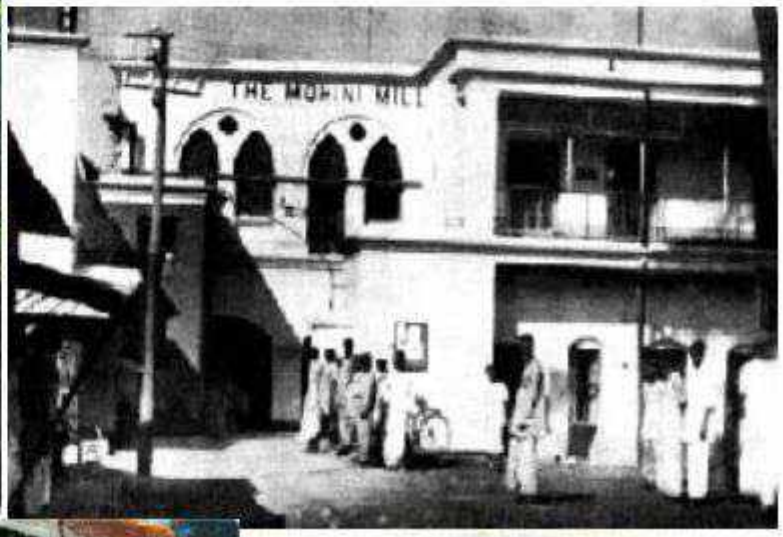

## কুষ্টিয়ার শিল্প-কারখানা

১৯৭৮ সালে কুষ্টিয়ায় মোঃ মজিবর রহমান প্রতিষ্ঠা করেন বিআরবি (বজলার রহমান অ্যান্ড ব্রাদার্স) কেবলস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। "অন্যতম বিশ্বে বাংলাদেশের শীর্ষে" স্লোগানে এগিয়ে যাওয়া এ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য ইউরোপ, আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়াসহ বিশ্বের অনেক দেশে রপ্তানি হচ্ছে। শিল্পায়নে পিছিয়ে থাকা জনপদ কুষ্টিয়াকে সমৃদ্ধ জেলায় রূপান্তরের অন্যতম কারিগর এই বিআরবি গ্রুপ।

## Kushtia's Industry & Factory

Md. Mazibar Rahman established BRB Cables Industries in Kushtia in 1978 with the aim of exporting our products to different parts of Europe, Africa and South Asia. This industry has played a vital role in advancing industrially underdeveloped Kushtia.

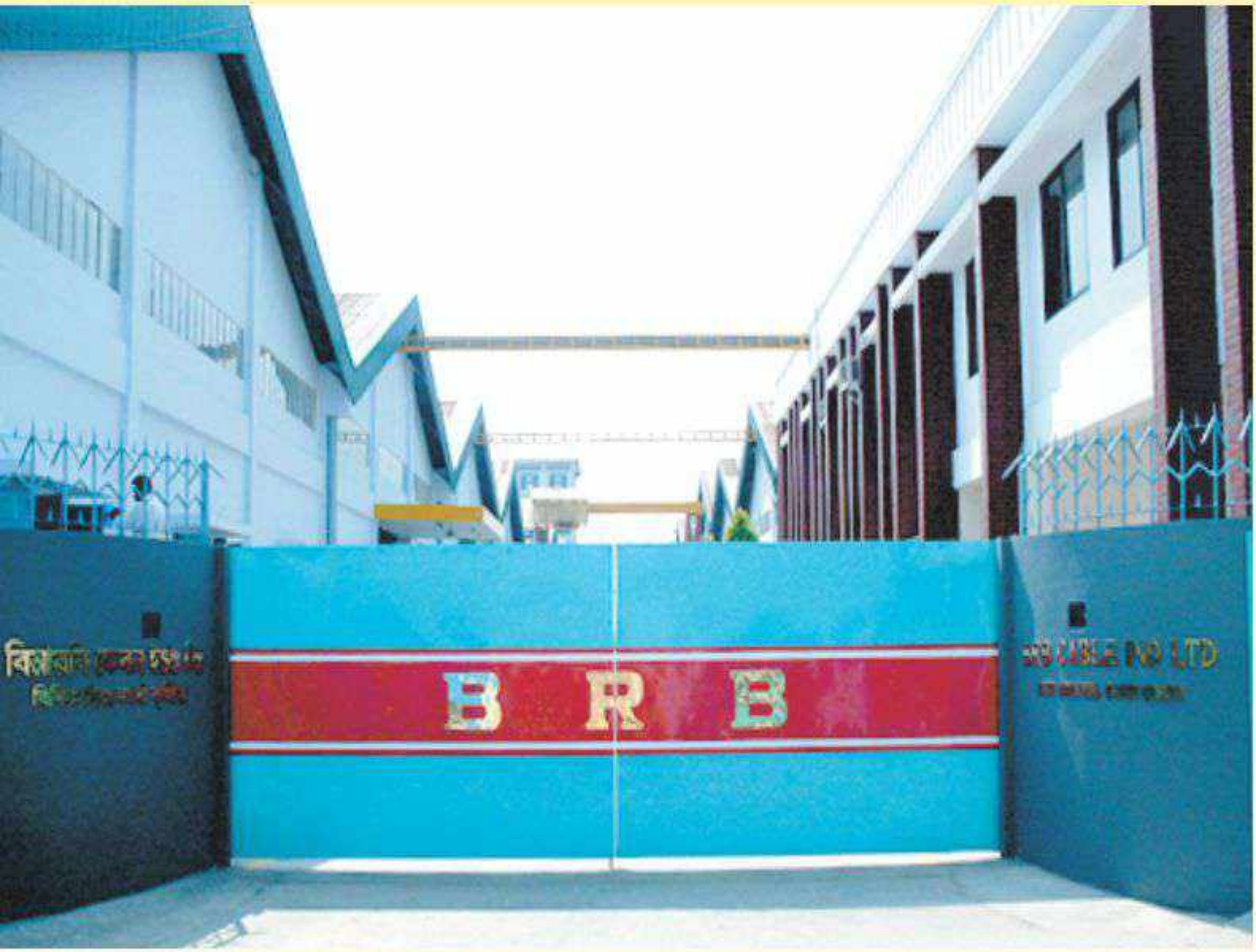

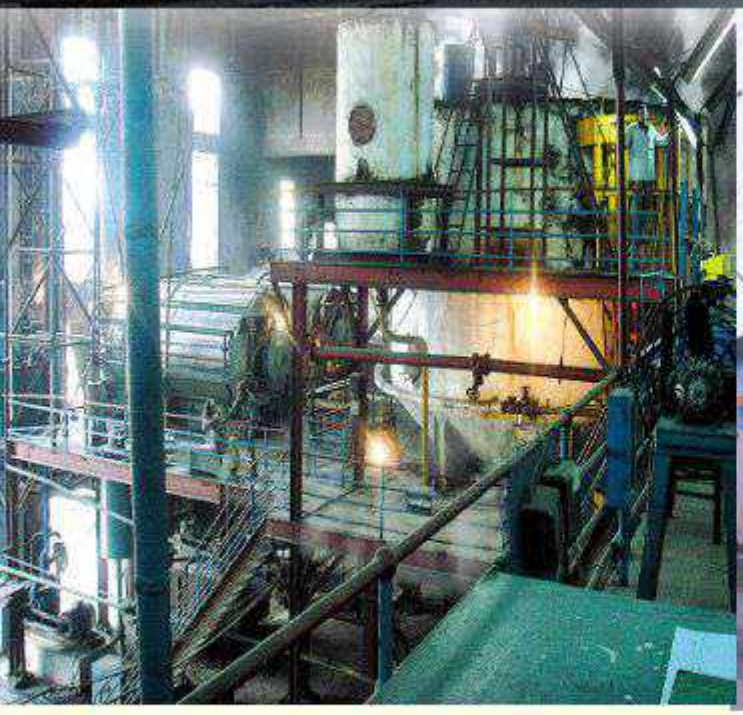

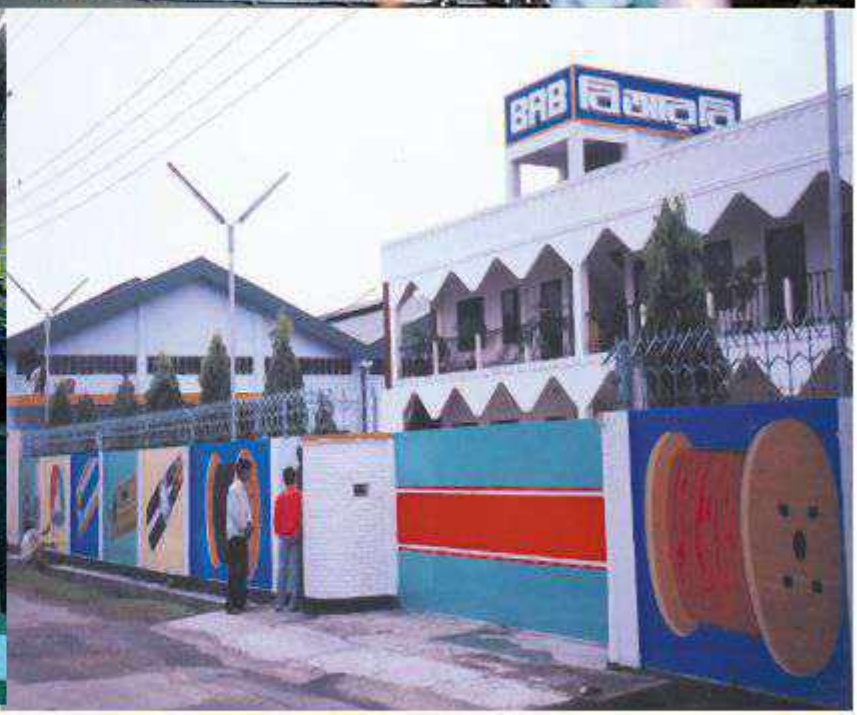
BAB

## খাজানগর চাউলের মোকাম

দেশের চাল উৎপাদনের ২য় সর্ববৃহৎ শিল্প এলাকা খাজানগর। বিখ্যাত মিনিকেটসহ বিভিন্ন চাল তৈরীর সুবৃহৎ আধুনিক কারখানাগুলো এবং চাউলের মোকাম, চাতালের দৃশ্য দেখবার মতো।

## Khajanagar Rice wholesale market

Khajanagar Rice wholesale market is the second largest of Bangladeshi wholesale rice market.

## নর্দান জুট মিলস্

কুষ্টিয়ার কুমারগাড়া এলাকার বিসিক শিল্পনগরীতে ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠা হয় নর্দান জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ। কার্পেটসহ পাটজাত দ্রব্যের পরিকল্পনা নিয়ে স্থাপিত এ প্রতিষ্ঠানটি উন্নত মানের সুতলি ও অন্যান্য পাটজাত দ্রবাদি উৎপাদনের জন্য ব্যাপক সুনাম অর্জন করে।

## Northern Jute Mill

Northern Jute Manufacturing Company Ltd. was established in the BSCIC industrial zone in Kumargara of Kushtia. Established with the aim of producing carpet and other jute items, this company is famous for its jute products and threads.

# গড়াই-এর রূপ

গড়াই নামে ৮৯ কি. মি. দীর্ঘ ও আঁকা বাঁকা নদীটি কুষ্টিয়া জেলার হাটশ হরিপুর ইউনিয়নে প্রবাহমান পদ্মা নদী হতে উৎপত্তি লাভ করে মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলার নাকোল ইউনিয়ন পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে মধুমতি নদীতে পতিত হয়েছে। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গড়াই নদীকে লিখতেন গৌরী নামে। আবার কখনো কখনো গোড়াই নামেও লিখেছেন। যেমন "গোড়াই নদীর চর" কবিতায় লিখেছেন-

*দুপুরের রোদে আগুন জ্বালিয়া খেলায় নদীর চর*
*দমকা বাতাসে বালুর ধুম্র উড়িয়ে নিরন্তর*
*রাতের বেলায় আঁধারের কোলে ঘুমায় নদীর চর*
*জোনাকি মেয়েরা স্বপনের দীপ দোলায় বুকের পর।*

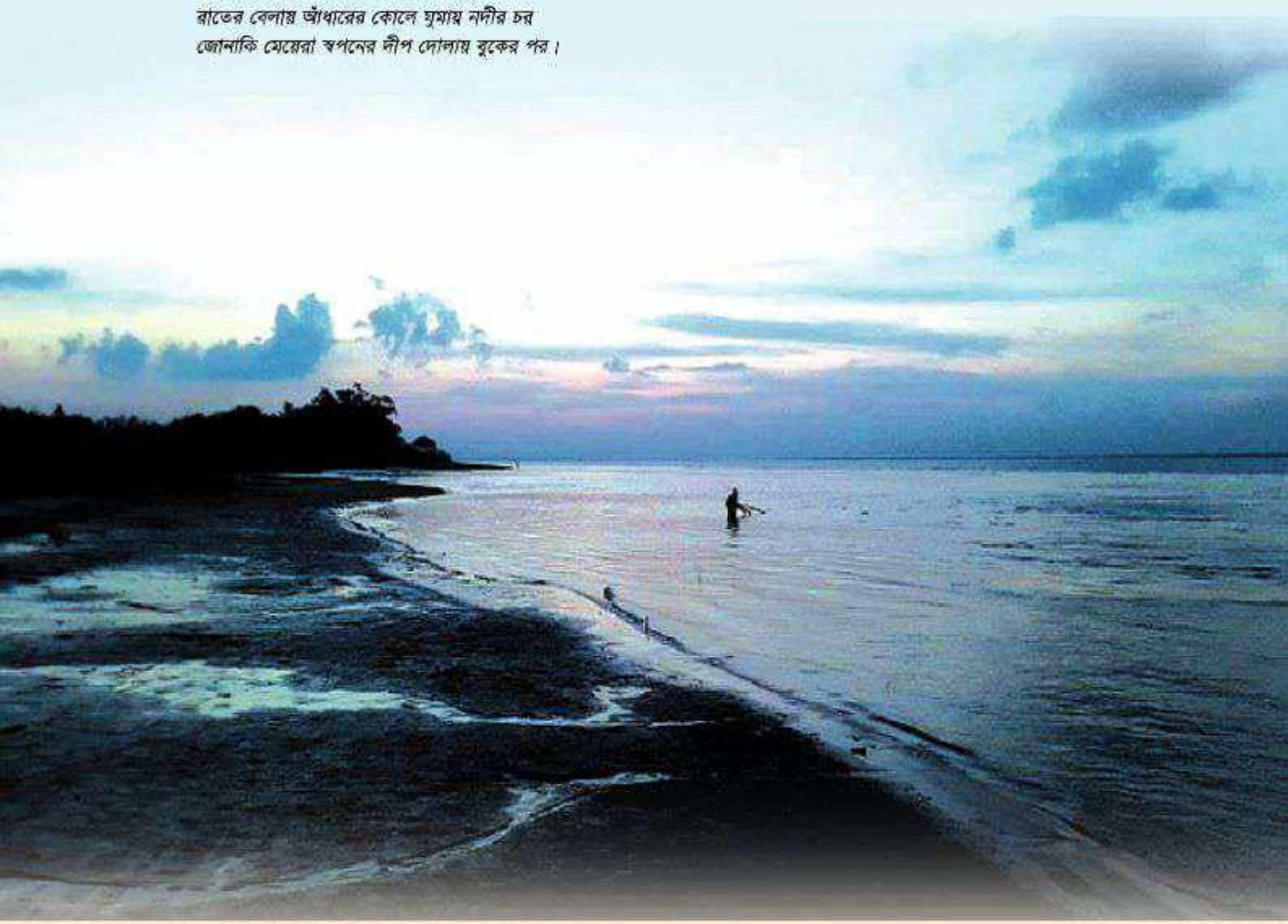

## Beauty of the River Gorai

89 kilometers long Gorai is the branch of the river Padma. After originating from Padma near Hatash Haripur union of Kushtia, Gorai has flown through Kushtia and met Madhumati in Magura district. Rabindranath has written several poems symbolizing and associating Gorai with unique names and decorative images.

# চাঁপাইগাছি বিল

কুষ্টিয়া ছাড়িয়ে কুমারখালী উপজেলায় প্রবেশের পরপরই সড়কের পাশে উত্তরদিকে চোখে পড়বে চাঁপাইগাছি বিল; প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সৃষ্টি আর আর্থসামাজিক উন্নয়ন– উভয় ক্ষেত্রেই এই বিলের ভূমিকা রয়েছে। বর্ষাকালে বিলটি যখন সাদা শাপলায় ভরে যায় তখন তার সৌন্দর্য হয়ে ওঠে অতুলনীয়। সুস্বাদু খাদ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হয় বিধায় বিলের সুপ্রচুর শাপলা দরিদ্র-মেহনতি মানুষের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ।

# Chapaigachi Beel

Beyond the outskirts of Kushtia town at the entrance of Kumarkhali Upazilla, there stands Chapaigachi Beel, a big water body which is important for its idyllic natural setting and socio-economic contribution. The incomparable beauty of the Beel unravels itself when white water lilies fill the place in rainy season.The huge quantity of manel flowers floating on this water body comes as a blessing to many impoverished people of the locality as an important edible food source.

## পদ্মার রূপ

পদ্মা নদীর রূপ দেখেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন (৯ ডিসেম্বর ১৮৯২) : প্রতিবার এই পদ্মার উপর আসবার আগে ভয় হয় আমার পদ্মা বোধ হয় পুরোনো হয়ে গেছে। কিন্তু যখনই বোট ভাসিয়ে দিই, চারিদিকে জল কুলকুল করে ওঠে– চারিদিকে একটা স্পন্দন কম্পন আলোক আকাশ মৃদুকলধ্বনি, একটা সুকোমল নীল বিস্তার, একটি সুনবীন শ্যামল রেখা, বর্ণ এবং নৃত্য এবং সংগীত এবং সৌন্দর্যের একটি নিত্য উৎসব উদ্ঘাটিত হয়ে যায়, তখন আবার নতুন করে আমার হৃদয় যেন অভিভূত হয়ে যায়। –এই রাবীন্দ্রিক অনুভূতি আজও দর্শনার্থীদের হৃদয়ে দোলা দেয়।

## Beauty of Padma

Seeing the beauty of Padma Rabindranath wrote (9 December, 1892) : Every time I decided to sail on Padma, I wondered if my Padma had grown old. But whenever my boat would set sail on the mighty Padma, the water gurgled rippled and splashed against the hull. Something around started to pulsate, quiver and murmur in the backdrop of a bright sky. A smooth vast stretch of blue and a refreshing green silhouette in the distance would create a symphony of beauty, music, dance and colour. Every tourist is sure to feel the same in every breath when sailing on Padma.

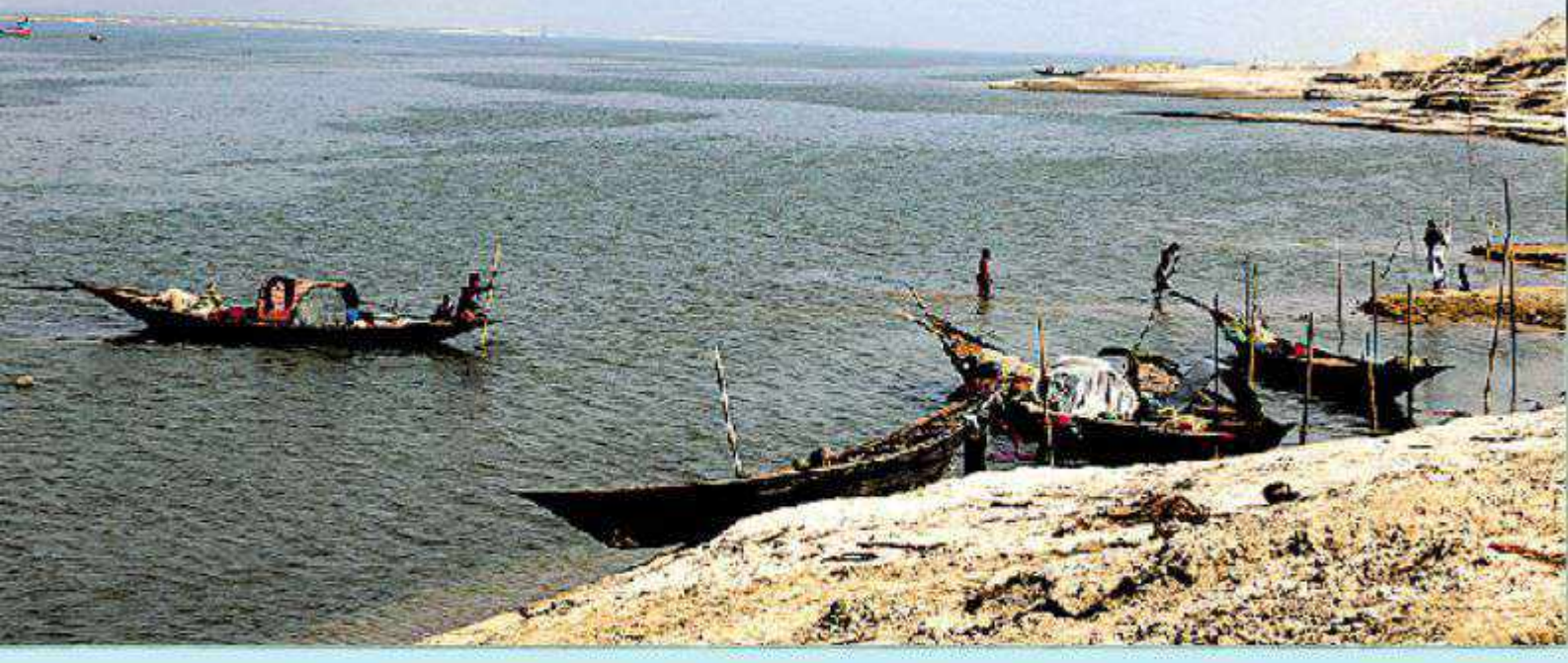

## মৃৎশিল্প

জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত কুমারখালী উপজেলার শিলাইদহ ইউনিয়নের কল্যাণপুর মৃৎশিল্প কার্যক্রম। মৃত্তিকা নির্মিত তৈজস নির্মাণে ব্যস্ত কারিগড়।

## Clay Products

National awardee Kallyanpur pottery industry's activties of Shelaidaha Union at Kumarkhali, Kushtia. A potter is busy with making clay products.

মনভোলানো ও দৃষ্টিনন্দন মৃৎশিল্প।

Mind-blowing and eye-catching clay products

# কুমারখালীর চাদর-গামছা

দেশে-বিদেশে বিশেষ সুনাম রয়েছে কুমারখালীর চাদর-গামছা বস্ত্রসামগ্রীর। কুষ্টিয়া এলে কারখানায় গিয়ে স্বচক্ষে যেমন ঐতিহ্যবাহী এসব পণ্যের বুনন দেখা সম্ভব ঠিক তেমনি স্বল্প মূল্যে উৎপাদনকারী হতে সরাসরি তা কেনারও সুযোগ হবে।

# Bed covers and Towels of Kumarkhali

Bed covers and towels of Kumarkhali are popular in home and abroad. To see the ancient and modern manufacturing process of these materials will be an additional experience to your visit to Kushtia.

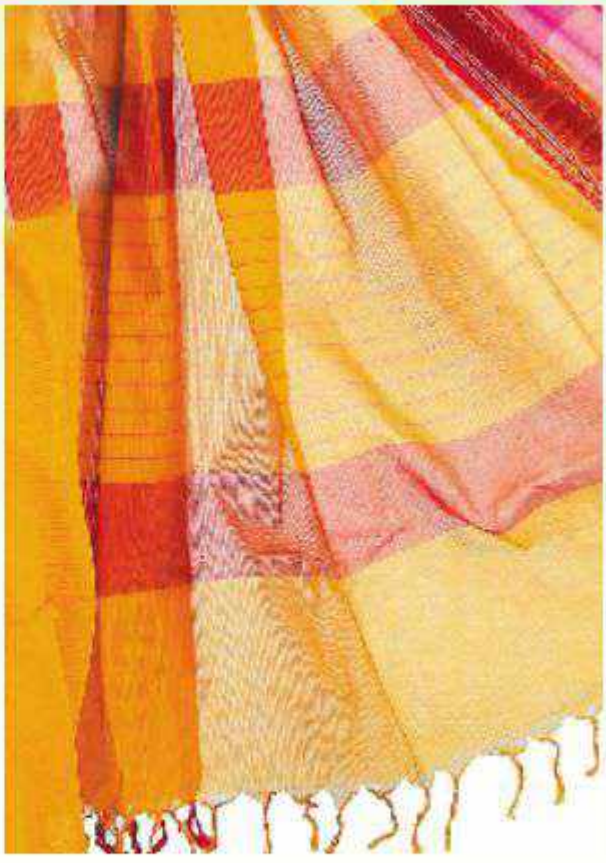

# কুষ্টিয়ার ঐতিহ্যবাহী লাঠি খেলা

# Traditional Lathi Khela (Stick Play), Kushtia

ঐতিহ্যবাহী লাঠিখেলার দৃশ্য

Traditional Stick Play

ঐতিহ্যবাহী লাঠিখেলার দল

Traditional Stick Play Team

# কুলফি মালাই

মোঘলদের মাধ্যমে ভারতবর্ষে এসেছিল এক বিশেষ ধরনের খাবার 'কুলফি মালাই' যা এখন বলা চলে কুষ্টিয়ার নিজস্ব ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। দুধ-আটার মণ্ডের সাথে সুগন্ধি-স্বাস্থ্যকর মশলা-উপাদান দিয়ে বরফায়িত এই মিষ্টি খাদ্যটি বেশ জনপ্রিয়।

## Kulfi Malai

A special kind of food called 'Kulfi Malai' arrived in this part of Bengal with the Mughals and it has now turned into a unique traditional food of Kushtia. This refrigerated sweet food prepared from a combination of milk-flour dough added with sweet scented spice is very popular.

# তিলেখাজা

'তিলেখাজা' কুষ্টিয়ার আরেকটি স্বকীয় ও জনপ্রিয় খাদ্য। শুকনো সাদা তিলের আস্তর দেওয়া এই মিষ্টান্ন একসময় শুধু শীতকালে পাওয়া যেত। অতুলনীয় স্বাদের জন্য জনপ্রিয়তা পাওয়ায় এখন সব সময়ই পাওয়া যায়।

# Tilekhaja

'Tilekhaja' is another individual and popular food stuff of Kushtia. Coated with white seasame seed, this sweet food was once only available in winter. Now that it has earned popularity, it is available in hygienic clean wrapper round the year.

# জেলা ব্র্যান্ডিং প্রশিক্ষণ কর্মশালা

৫ জুন ২০১৭ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১১ টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে কুষ্টিয়া জেলাকে ব্র্যান্ডিং করার নিমিত্তে জেলা প্রশাসক জনাব মো. জহির রায়হান মহোদয়ের নেতৃত্বে 'এক জেলা, এক পণ্য' এই ধারনাকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের উদ্যোগে জেলা ব্র্যান্ডিং প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান। এ কর্মশালায় ০৬ উপজেলার উপজেলা চেয়ারম্যান, মেয়রসহ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

# Training Workshop on District Branding

A training workshop on District Branding under the supervision of the prime minister's office a2i project held on 5 June 2017 at 11 am at Deputy Commissioner's office conference hall presided by Mr. Md. Zahir Raihan, Deputy Commissioner, Kushtia on the Basis of "One District, One Goods". Key note paper was presented by Mohammad Habibur Rahman, Additional Deputy Commissioner (General). All Upazila parisad Chairman, Municipality Mayor, political personalities and different government and none-government organizational officials were present there.

জেলা ব্র্যান্ডিং বুক প্রণয়ন
বিষয়ক চূড়ান্ত সভা

Final meeting regarding
district brand book
publication

# জেলা : কুষ্টিয়া

**ব্র্যান্ডিং বিষয় : পর্যটন (সাংস্কৃতিক জনপদ কুষ্টিয়া)**

**তিন বছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা**

## কাঙ্খিত ফলাফল :

| | | |
|---|---|---|
| পর্যটকের সংখ্যা | বছরে ৬,০০,০০০ জন | ৫০% বৃদ্ধি- ৯,০০,০০০ |
| উদ্যোক্তার সংখ্যা | ১০০ জন | ১০০% বৃদ্ধি |
| কর্মসংস্থান | ৫০০ জন | ৪০০% বৃদ্ধি |
| অবকাঠামোগত উন্নয়ন | | আধুনিক সুবিধা সম্বলিত পর্যটন উপযোগী করা। |

## কর্ম পরিকল্পনা :

পর্যটকদের বার্ষিক আগমনের হার ৫০% বৃদ্ধি করা;

- ☐ বছরে ১০০০ জন নতুন স্থানীয় উদ্যোক্তা তৈরি;
- ☐ বছরে ২০০০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- ☐ অবকাঠামোগত উন্নয়ন;
- ☐ স্থানীয় পর্যটনে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ৫০%।

## কর্ম-পরিকল্পনা (তিন বছর মেয়াদি) :

| সংখ্যা | কার্যক্রম : | সময়সীমা : |
|---|---|---|
| ০১ | কুষ্টিয়া শহরের যানজট এড়ানোর লক্ষ্যে শহরের পূর্বপ্রান্তের হাটশ হরিপুর বাইপাস মোড় হতে শহরের পশ্চিম প্রান্তের বাইপাস মোড় পর্যন্ত সড়কটি চার লেন-এ উন্নীত করার জন্য সুপারিশ প্রেরণ - | ফেব্রুয়ারি ২০১৮ |
| ০২ | পরিবহন সমিতির সাথে আলোচনান্তে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত হতে পর্যটন কেন্দ্র অভিমুখে বিশেষায়িত যাত্রীবাহী পরিবহন ব্যবস্থা চালুকরণ - | জুন ২০১৮ |
| ০৩ | পর্যটন কেন্দ্রসমূহের যথাযথ এবং যৌক্তিক সংস্কার - | জুন ২০১৮ |
| ০৪ | চাঁপাইগাছি বিলের নির্দিষ্ট কয়েকটি স্থানে নৌকা ভ্রমণের ব্যবস্থা - | জুলাই ২০১৮ |
| ০৫ | LED লাইটের মাধ্যমে প্রতিটি পর্যটন কেন্দ্রে দর্শনীয় আলোকসজ্জা - | জুন ২০১৮ |
| ০৬ | শহরের প্রবেশ মুখে কুষ্টিয়া গেট নির্মাণ - | জুন ২০১৮ |
| ০৭ | কুমারখালী শহরের কেন্দ্রস্থলে রবীন্দ্র চত্বর স্থাপন - | জুন ২০১৮ |
| ০৮ | লালন একাডেমিতে ফোয়ারা স্থাপন - | জুন ২০১৮ |
| ০৯ | প্রবেশ পথে আধুনিক সুবিধা সম্বলিত একটি টিকেট কাউন্টার ও ইনফরমেশন ডেস্ক ব্যবস্থা চালুকরণ- | ডিসেম্বর ২০১৮ |
| ১০ | আধুনিক টয়লেট ব্যবস্থা নিশ্চিত করার উদ্যোগ চালু - | জুন ২০১৮ |
| ১১ | বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করণের জন্য অন্তত ১টি করে ফিল্টারস্থাপন - | জানুয়ারি ২০১৯ |
| ১২ | নির্দিষ্ট কয়েকটি স্থানে ডাস্টবিন স্থাপন - | জানুয়ারি ২০১৮ |
| ১৩ | প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা - | অক্টোবর ২০১৮ |
| ১৪ | প্রতিবন্ধী এবং বয়স্কদের জন্য হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা - | |
| ১৫ | প্রতিটি পর্যটন কেন্দ্রের অভ্যন্তরে পর্যটকদের সহায়তা এবং তথ্য সরবরাহের জন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষিত "গাইড" নিয়োগ - | ডিসেম্বর ২০১৮ |
| ১৬ | পর্যাপ্ত সংখ্যক আনসার ও নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন - | |
| ১৭ | পর্যটন কেন্দ্রের অভ্যন্তরে দৃশ্যমান স্থানে জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কাস্টোডিয়ানের ফোন নাম্বার সম্বলিত ফলক স্থাপন - | ডিসেম্বর ২০১৮ |
| ১৮ | কুষ্টিয়া সার্কিট হাউজের সম্প্রসারিত অংশ নির্মাণকল্পে প্রয়োজনীয় প্রস্তাবনা এবং বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের নিকটতম দূরত্বে ভালমানের হোটেল নির্মাণে জেলা প্রশাসন থেকে সবধরনের উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে - | চলমান |
| ১৯ | স্থানীয় পত্রিকা, কেবল টিভিতে পর্যটন কেন্দ্র নিয়ে নিয়মিত ফিচার প্রকাশ | চলমান |

| সংখ্যা | কার্যক্রম : | সময়সীমা : |
|---|---|---|
| ২০ | সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণা- | চলমান |
| ২১ | ওয়েব পোর্টালে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সন্নিবেশ- | চলমান |
| ২২ | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য আমন্ত্রণমূলক পরিদর্শনের ব্যবস্থা- | ডিসেম্বর ২০১৮ |
| ২৩ | টিশার্ট, প্যাড, আমন্ত্রণপত্রে লোগো ব্যবহার - | চলমান |
| ২৪ | জেলা ব্র্যান্ডিং মেলা আয়োজন - | ডিসেম্বর ২০১৮ |
| ২৫ | প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে সাংস্কৃতিক জনপদ কুষ্টিয়া-এর তথ্য চিত্র এবং ভিডিও ডকুমেন্টস প্রকাশ - | চলমান |
| ২৬ | ট্যুরিস্ট ডিরেক্টরি তৈরি - | জুন ২০১৮ |
| ২৭ | ট্যুরিস্ট গাইড তৈরি ও প্রশিক্ষণ - | জুন ২০১৮ |
| ২৮ | জেলা ব্র্যান্ডিং সংক্রান্ত ব্র্যান্ডবুক প্রণয়ন - | ফেব্রুয়ারি ২০১৮ |
| ২৯ | নারী উদ্যোক্তা এবং নারী কর্মসংস্থান সৃষ্টি - | চলমান |
| ৩০ | প্রতিটি পর্যটন কেন্দ্রে অন্তত একটি করে ফুড কোর্ট স্থাপন - | জুন ২০১৮ |
| ৩১ | পর্যটন কেন্দ্রের নিকটবর্তীস্থানে 'সোনালী ব্যাংক' এবং 'ডাচ বাংলা ব্যাংক'-এর দুটি শাখা এবং এটিএম বুথ স্থাপন - | ডিসেম্বর ২০১৯ |

## খাবার হোটেল/রেস্তোরাঁ সংক্রান্ত তথ্য :

| প্রতিষ্ঠানের নাম | ঠিকানা | খাবারের ধরন | মোবাইল নম্বর |
|---|---|---|---|
| পালকী রেস্টুরেন্ট<br>প্রোঃ- (১) মোঃ শামীম-উর- রহমান<br>(২) সালেক মোহাম্মদ কাদেরী<br>(৩) মহম্মদ তৈমুর ঝান্দা | থানাপাড়া, পাঁচ রাস্তার মোড়,<br>শাপলা চত্বর, কুষ্টিয়া। | চাইনিজ ও দেশী খাবার | ০১৮২৩-২৩১৫১৫ |
| মৌবন সুইটস্<br>প্রোঃ- মোঃ হাবিবুল আলম | ৮১, এন. এস. রোড, কুষ্টিয়া | মিষ্টি, দধি ও দেশী খাবার | ০১৭১১-২১৮৩৫৩ |
| কারামায় চাইনিজ রেস্টুরেন্ট | এন. এস. রোড, কুষ্টিয়া | চাইনিজ খাবার | ০১৭১৬-৮৫৬১৯২ |
| পুনাক ফুডপার্ক | পুলিশ লাইনস্, কুষ্টিয়া | চাইনিজ ও দেশী খাবার | ০১৭১৮-১২০০০৮ |
| চিপিস ফুডপার্ক | এন. এস. রোড (পাবলিক লাইব্রেরীর সামনে), কুষ্টিয়া। | চাইনিজ খাবার | ০১৭১১-৭০৬০৫২ |
| শিল্পী হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট<br>প্রোঃ- সুভাষ চন্দ্র সাহা | মজমপুর, কুষ্টিয়া। | দেশী খাবার | ০১৭১৫-৪৬৮৫২৮ |
| খেয়া রেস্টুরেন্ট<br>প্রোঃ- অজয় সুরেকা লিং | ৩৯, আর. এ. খান রোড, থানা পাড়া, কুষ্টিয়া। | চাইনিজ ও দেশী খাবার | ০১৭৬০-৫০২০৯০<br>০১৭৭৬-৬০৩০৬০ |
| জাহাঙ্গীর হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট<br>প্রোঃ- মোঃ শাহজাহান মিয়া | মজমপুর গেইট, কুষ্টিয়া | দেশী খাবার | ০১৭১১-৯৮৮০১৪ |

## আবাসিক হোটেল/গেস্ট হাউজের তথ্য :

| প্রতিষ্ঠানের নাম | ঠিকানা | ধরন | মোবাইল নম্বর |
|---|---|---|---|
| হোটেল রোজভিউ আবাসিক | ১৯৮ এন এস রোড, মনির টাওয়ার, কুষ্টিয়া। | এসি / নন এসি | ০১৭২৩-০০৪৭১৪ |
| হোটেল এশিয়া আবাসিক | ৩১২ এন এস রোড, বড় বাজার, কুষ্টিয়া। | এসি / নন এসি | ০১৯৭১-৪৮২১৬৪ |
| হোটেল রিভারভিউ (আবাসিক) | চৌধুরী সুপার মার্কেট, শাপলা চত্বর, কুষ্টিয়া। | এসি / নন এসি | ০১৮২৩-২৩১৫১৫ |
| হোটেল প্রীতম আবাসিক | ১৪৪/১ এস.সি.বি রোড, বড় বাজার, কুষ্টিয়া। | এসি / নন এসি | ০১৭১১-৩৫২৭০৪ |
| হোটেল নুর ইন্টারন্যাশনাল (আবাসিক) | উপজেলা রোড, রাইফেল ক্লাবের দক্ষিণ পার্শ্বে, কুষ্টিয়া। | এসি / নন এসি | ০১৯২৩-১০৮৪০৫ |
| দিশা গেস্ট হাউজ | দিশা টাওয়ার, কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ মহাসড়ক, কুষ্টিয়া। | এসি / নন এসি | ০১৭৩৩-৩৪৩২৯৯ |

District: Kushtia

Branding Subject : Tourism (Kushtia, The Cultural Hub)

Three-year work plan

**Expected Outcome :**

| Content | Present Condition | Target of Achievement |
|---|---|---|
| Number of tourists | 6,00, 000 in year | 50% growth, 9,00, 000 |
| Number of Entrepreneurs | 100 | 100% growth |
| Employment | 500 | 400% growth |
| Infrastructural Development | --- | Ensuring tourism friendly environment with modern facilities. |

**Objectives**

* To increase the rate of tourists arrival by 50%
* To promote 1000 new entrepreneurs each year
* To Create employment opportunity for 2000 people per year
* To ensure notable infrastructural development
* To ensure 50% annual growth of the number of local visitors

**3 years work plan and timeline**

| Sl | Objectives | Result |
|---|---|---|
| 01. | Upgrading the road from Hatosh Haripur Bypass intersection to the west bypass of the town into a four-lane Highway to avoid traffic congestion. | Feruary 2018 |
| 02. | Launching specialized transport network for different tourist spots from different points through discussion with the Transport Association | June 2018 |
| 03. | Fitting and coherent reformation of the tourists spots | January 2018 |
| 04. | Arranging boat trip on selected locations at Chapaigachi water body (Beel) | July 2018 |
| 05. | Installing LED lights to bring all the tourists spots into focus | June 2018 |
| 06. | Constructing 'Kushtia Gate' at the entrance of the town | June 2018 |
| 07. | Construction of a Rabindra Chattar (portico) on central location of Kumarkhali town | June 2018 |
| 08. | Construction of water fountain at the premise of Lalon Shrine | June 2018 |
| 09. | Setting up Information Help Desk with modern facilities at the entrance of Lalon Academy | June 2018 |
| 10. | Taking initiative to ensure hygienic toilet facilities at the Lalon Shrine area | December 2018 |
| 11. | Setting up filter to ensure pure drinking water at Lalon Shrine | June 2018 |
| 12 | Installing waste bins at different spots of Kushtia town and municipality areas | December 2018 |
| 13. | Ensuring first-aid management at tourist spots | January 2019 |
| 14 | Arranging wheel chair and other equipments for physically impaired people at every tourist spot | January 2018 |
| 15. | Appoint skilled and trained "Guide" to help the tourists with information at every tourist spot | October 2018 |
| 16. | Recruiting necessary Ansar and security personnel | December 2018 |
| 17. | Installing plaques at convenient places with the contact numbers of Deputy Commissioner, Upazila Nirbahi Officer (UNO) and Officer-In-Charge (OC) and Custodian concerned at the tourist spots | December 2018 |
| 18. | Office of the Deputy Commissioner (DC) of Kushtia is encouraging and extending financial assistance for constructing standard Hotels near Kushtia Circuit House | Running |
| 19. | Publication and broadcastig of articales, features and other information on tourist spots local newspapers and cable TV | Running |

| Objectives | Result |
|---|---|
| 20. Campaigning on social media | Running |
| 21. Inserting necessary information on web portal | Running |
| 22. Inviting the educational institutions to visit the places | December 2018 |
| 23. Using branding logo on T-shirt, pad and invitation cards etc. | Running |
| 24. Organizing district branding fair | December 2018 |
| 25. Publishing information and video features on the websites of all educational institutions portraying Kushtia as the cultural hub | Running |
| 26. Publishing tourist directory | June 2018 |
| 27. Preparing tourist guides and ensuring their necessary training | June 2018 |
| 28. Publishing district branding book | February 2018 |
| 29. Promoting women entrepreneurs and creating employment opportunities for them | Running |
| 30. Setting up at least one food court at every tourist spot | June 2018 |
| 31. Launching branches and ATM booths of Sonali Bank and Dutch Bangla Bank Ltd. near the tourist spots | December 2019 |

## Information about Hotel and Restaurant :

| Name of Restaurant | Address | Food Menu | Mobile Number |
|---|---|---|---|
| Palki Restaurant | Thanapara, Panch Rastar More, Shapla Chattar , Kushtia | Chinese & Bangla Food | 01823-231515 |
| Mouban Sweets | 81 N. S. Road, Kushtia | Sweets & Bangla Food | 01711-218353 |
| Karamyi Chinese Restaurant | N. S. Road, Kushtia | Chinese Food | 01716-856192 |
| Punak Foodpark | Police Lines, Kushtia | Chinese & Bangla Food | 01718-120008 |
| Chilis Foodpark | N. S. Road, Kushtia | Chinese & Bangla Food | 01711-706052 |
| Shilpi Hotel & Restaurant | Majampur , Kushtia | Bangla Food | 01715-468528 |
| Kheya Restaurant | R. A. Khan Road, Kushtia | Chinese & Bangla Food | 01760-502090<br>01776-603060 |
| Jahangir Hotel & Restaurant | Majampur , Kushtia | Bangla Food | 01711-988014 |

## Information about Hotel (Resident) / Guest House :

| Name of Hotel | Address | Type | Mobile Number |
|---|---|---|---|
| Hotel Roseview | 298, N.S Road, Monir Tower, Kushtia | AC/ Non AC | 01723-004714 |
| Hotel Asia | 312, N.S. Road, Boro bazar, Kushtia. | AC/ Non AC | 01971-482164 |
| Hotel Riverview | Chawdhury Super Market, Panch Rastar More, Shapla Chattar, Kushtia | AC/ Non AC | 01823-231515 |
| Hotel Pritom | 144/1, S.C.B Road, Boro Bazar, Kushtia. | AC/ Non AC | 01711-352704 |
| Hotel Nur International | Upazila Road, inside Kushtia Rifles Club, Kushtia. | AC/ Non AC | 01923-108405 |
| DESHA Guest House | DESHA Tower, Kushtia-Jhinaidaha Highway. | AC/ Non AC | 01720510311 |

কুষ্টিয়া জেলা সদর হতে দর্শনীয় স্থান/স্থাপনার দূরত্ব :

| ক্রমিক | দর্শনীয় স্থান/ স্থাপনার নাম | দূরত্ব (জিরোপয়েন্ট থেকে মজমপুর, কুষ্টিয়া) |
|---|---|---|
| ০১ | শেখ রাসেল কুষ্টিয়া-হরিপুর সংযোগ সেতু | ১.৫ কি.মি |
| ০২ | বাঘা যতীনের বাস্তভিটা ও স্মৃতিস্তম্ভ | ৮ কি.মি |
| ০৩ | জগতি রেল স্টেশন | ৬ কি.মি |
| ০৪ | হার্ডিঞ্জ ব্রিজ | ২৬ কি.মি |
| ০৫ | গোপীনাথ জিউর মন্দির | ২ কি.মি |
| ০৬ | ভেড়ামারা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র | ২৪ কি.মি |
| ০৭ | খোকসা কালী মন্দির | ২২ কি.মি |
| ০৮ | কাঙাল হরিনাথের বাস্তভিটা ও স্মৃতি মিউজিয়াম | ১৪ কি.মি |
| ০৯ | লালন একাডেমি | ৭ কি.মি |
| ১০ | মীর মশাররফ হোসেনের বাস্তভিটা | ৮ কি.মি |
| ১১ | মোহিনী মিল | ৫ কি.মি |
| ১২ | প্যারী সুন্দরী স্মৃতিস্তম্ভ | ২০ কি.মি |
| ১৩ | কুষ্টিয়া পৌরসভা ভবন | ২৫০ মিটার |
| ১৪ | রাধাবিনোদ পালের বাস্তভিটা | ৩৫ কি.মি |
| ১৫ | মুক্তি মৈত্রী স্মৃতিস্তম্ভ | ১৪ কি.মি |
| ১৬ | কেন্দ্রীয় শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ | ৬০০ মিটার |
| ১৭ | টেগর লজ | ৪ কি.মি |
| ১৮ | কুষ্টিয়া সার্কিট হাউস | ৪০০ মিটার |
| ১৯ | পদ্মা নদী | ১০ কি.মি |
| ২০ | গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্প (জি.কে প্রকল্প) | ১৯ কি.মি |
| ২১ | ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় | ২৪ কি.মি |
| ২২ | মুক্তিযোদ্ধা মঞ্চ | ২০ কি.মি |
| ২৩ | ঝাউদিয়া শাহী মসজিদ | ২০ কি.মি |
| ২৪ | নর্দান জুট মিল্‌স | ৫ কি.মি |
| ২৫ | গোপীনাথ বাড়ীর মন্দির | ১৩ কি.মি |
| ২৬ | চাপাইগাছি বিল | ১২ কি.মি |
| ২৭ | পোড়াদহ রেলজংশন | ১৪ কি.মি |
| ২৮ | বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল | ৫০ মিটার |

কুষ্টিয়া জেলা সদর হতে দর্শনীয় স্থান/স্থাপনার দূরত্ব :

| ক্রমিক | দর্শনীয় স্থান/ স্থাপনার নাম | দূরত্ব (জিরোপয়েন্ট থেকে মজমপুর, কুষ্টিয়া) |
|---|---|---|
| ২৯ | শিলাইদহ কুঠিবাড়ি | ২০ কি.মি |
| ৩০ | আলাউদ্দিন আহমেদ শিক্ষাপল্লী পার্ক | ১০ কি.মি |
| ৩১ | গড়াই ব্রীজ | ৮ কি.মি |

দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে কুষ্টিয়ার দূরত্ব :

| ক্রমিক | জেলা / স্থানের নাম | দূরত্ব |
|---|---|---|
| ০১ | ঢাকা | ২৪৩ কি.মি |
| ০২ | ময়মনসিংহ | ২৪১ কি.মি |
| ০৩ | বরিশাল | ২১৫ কি.মি |
| ০৪ | খুলনা | ১৪৯ কি.মি |
| ০৫ | যশোর | ৯৩ কি.মি |
| ০৬ | ফরিদপুর | ৯০ কি.মি |
| ০৭ | রংপুর | ২৬১ কি.মি |
| ০৮ | বগুড়া | ১৫৫ কি.মি |
| ০৯ | রাজশাহী | ১০১ কি.মি |
| ১০ | ঈশ্বরদী | ৩৯ কি.মি |
| ১১ | সিলেট | ৪৫৪ কি.মি |
| ১২ | চট্টগ্রাম | ৪৮৭ কি.মি |

## Distance from Kushtia town of historical monument & places

| Sl. No. | Descriptions | Distance (Zero Point Majampur, Kushtia) |
|---|---|---|
| 01 | Sheikh Rasel Kushtia-Haripur Bridge | 1.5 Km |
| 02 | Homestead of Bagha Jatin | 8 Km |
| 03 | Jagati Rail Station | 6 Km |
| 04 | Hardinge Bridge | 26 Km |
| 05 | Gopi Nath Zeur Temple | 2 Km |
| 06 | Bheramara Power Station | 24 Km |
| 07 | Khoksa Kali Temple | 22 Km |
| 08 | Kangal Harinath Museum | 14 Km |
| 09 | Lalon Academy | 7 Km |
| 10 | Homestead of Mir Mosharraf Hossain | 8 Km |
| 11 | Mohini Mills | 5 Km |
| 12 | Pary Sundary Monument | 20 Km |
| 13 | Kushtia Municipality Building | 250 m |
| 14 | Radhabinod Pal's Homestead | 35 Km |
| 15 | Mukti Moitree Monument | 14 Km |
| 16 | Central Monument and Shahid Minar | 600 m |
| 17 | Tagore Lodge | 4 Km |
| 18 | Kushtia Circuit House | 400 m |
| 19 | Padma River | 10 Km |
| 20 | G. K. Pump | 19 Km |
| 21 | Islamic University | 24 Km |
| 22 | Freedom Fighter Stage | 20 Km |
| 23 | Jhaudia Shahi Mosque | 20 Km |
| 24 | Northern Jute Mills | 05 Km |
| 25 | Gopinath House Temple | 13 Km |
| 26 | Chapaigachi Beel | 12 Km |
| 27 | Poradaha Railway Junction | 14 Km |
| 28 | Bangabandhu Mural | 50 m |

## Distance from Kushtia town of historical monument & places

| Sl. No. | Descriptions | Distance (Zero Point Majampur, Kushtia) |
|---|---|---|
| 29 | Shilaidaha Kuthibari | 20 Km |
| 30 | Alauddin Ahmade Shikkhapolly park | 10 Km |
| 31 | Garai Bridge | 08 Km |

## Distance of Kushtia from different places of the country

| Sl. No. | Different City/ Districts | Distance (Zero Point Majampur, Kushtia) |
|---|---|---|
| 01 | Dhaka | 243 Km |
| 02 | Mymensing | 241 Km |
| 03 | Barisal | 215 Km |
| 04 | Khulna | 149 Km |
| 05 | Jessore | 93 Km |
| 06 | Faridpur | 90 Km |
| 07 | Rangpur | 261 Km |
| 08 | Bogra | 155 Km |
| 09 | Rajshahi | 101 Km |
| 10 | Ishwardi | 39 Km |
| 11 | Sylhet | 454 Km |
| 12 | Chittagong | 487 Km |

## কেসস্টাডি-১ : পরিবর্তনের গল্প

জয়নাবাদের রশিদ মিয়া (৪২) আর্থিক অনটনের কারণে ইচ্ছা থাকলেও খুব বেশি লেখাপড়া করতে পারেননি। একসময় ভ্যান চালাত। এক সড়ক দুর্ঘটনায় এক পা হারালে তিনি চোখে অন্ধকার দেখেন। তাঁর এক মেয়ে ও দুই ছেলের পড়াশোনাও কি তবে তার মতোই মাধ্যমিক না পেরুতেই শেষ হয়ে যাবে! পড়াশোনা তো পরের কথা, ছেলেমেয়েদের মুখে অন্ন তুলে দেয়াই দুষ্কর হয়ে পড়েছিল। এমন সময় বাল্যবন্ধু ছেঁউড়িয়ার নিতাই দাস তাঁকে ডেকে নেয়। বলে– ফকির লালন শাহের আখড়ায় সারা বছরই লোকজন আসে দেশবিদেশ থেকে; আর দোল ও পয়লা কার্তিকে তো মানুষের ঢল নামে। বলতে গেলে প্রায় সকলেই একটা একতারা না কিনে যায় না। মাজারের সামনের দোকানদার লাল মোহাম্মদ মিয়া বলেছে, একতারা খরিদ্দারদের দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারে না। বিশেষ করে গত কয়েক বছরের সরকারের প্রচার ও ব্যবস্থাপনার কারণে লোকজনের আসা-যাওয়া প্রতিবছরই বাড়ছে। নিতাই আর রশিদ এককালে ছলিম কারিগরের কাছে একতারা বানানো শিখেছিল। তারা যদি অবসরে কিছু কিছু করে একতারা বানিয়ে দেয়, তবে সে ন্যায্য দাম দিয়ে নিয়ে নেবে। রশিদ বলেছিল যে, একতারা বানানোর মালসামান কিনতে তো টাকা লাগবে– সে টাকা পাবে কোথায়? নিতাইই জানায়, সেসবই সরবরাহ করবে লাল মোহাম্মদ মিয়া। তাঁরা শুধু শ্রম দেবে আর ভাল পারিশ্রমিক পাবে। চাপাচাপি নেই– যখন যে কয়টা পারে বানিয়ে দিলেই হবে। এরপর তো আর না করার কারণ নেই। আর লাল মোহাম্মদের তাগাদার দরকার পড়ে না, নিজের প্রয়োজনের তাগিদেই রশিদ ঘরে বসে যতোটা সময় পারে একতারা বানানোর কাজ করে। প্রথম মাসে খুব বেশি উপার্জন হয় না। বহুদিন আগে বানানো শিখেছিল–একটু সময় লাগে। কিন্তু কিছুদিন পর কাজের গতি বাড়ে। হিসেব করে দেখেছে, মাসে গড়ে আট-দশ হাজার আসে। লালন মেলার আগে একটু চাপ বাড়ে, তখন ছেলেমেয়ে আর তাদের মা-ও হাত লাগায়। তা তখন লাল মোহাম্মদ নিজে থেকেই একটু বেশি মজুরি দেয়। বলে, এটা নাকি বোনাস।

এখন আর যাহোক, খাওয়াপরা বা ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার টাকা নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হয় না। বরং স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে, নিজে একটা দোকান দিতে পারলে কেমন হয়!

## Case study-1 : Story of change

Rashid Mia, 42 of Joynabad; could not finish study despite of his interest in education. He pulled rickshaw van. After losing a leg in accident he was worried about the education of his sons and daughter. Even feeding his family was a difficult task for him now.

One day, a childhood friend Nitai Das called upon Rashid. Nitai told him about the people's usual presence at Lalon Shah's shrine, and the mad rush from in and around the world during the Dole festival and death anniversary of the bard. More or less, none gets back without buying an Ektara (one-string musical instrument used in singing Baul song). Beside, Ektara seller Lal Mohammad shared that it's tough to cope with the demand of Ektara by tourists. Specially, in recent days the sales has been booming due to the campaigning and management initiatives taken by government.

Both Rashid and Nitai had skill to make Ektara as they learnt from Ektara maker Chalim Karigor. Chalim told that he will buy if Rashid and Nitai produce Ektara. But Rashid asked how he will manage the money to buy equipmenis necessary to make Ektara. Nitai told that Ektara seller Lal Mohammad will provide the sum. They have only to invest their labour and earn in exchange. There was no pressure; they will produce how much they can. It's a very good bid for Rashid to response. Rashid started. It was small amount of earning in the first month due to slack in production. It was long since Rashid was out of job. But the manufacturing got a motion after some months; earning stood around taka ten thousand per month. Pressure increase during the festival times at the shrine. Then Rashid's children join hands with him and his buyer Lal Mohammad gives incentives saying it bonus.

Now Rashid has no burden of feeding his family members. His kids are going to school. Now Rashid has a dream; of a shop by his own.

## কেসস্টাডি-২ : পরিবর্তনের গল্প

নাদের আলীর (৪৭) কয়েক পুরুষের পেশা কুলফি মালাই বানিয়ে বিক্রি করা। এছাড়া অন্য কাজ সে তেমন পারে না, ইচ্ছাও করে না। দুধমশলা দিয়ে বরফঠান্ডা কিন্তু সুবাসযুক্ত সুস্বাদু মিষ্টি বানানোর মজাই আলাদা। কাস্টমাররা যখন তৃপ্তি করে খায়, তখন নাদের মজা পায়। কিন্তু কুলফির বাজারই যে এই দুবছর আগেও প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। এখন নানা রকম আইসক্রিম বেরিয়েছে। দেশের বাইরে থেকেও নাকি আইসক্রিম আসে নানা রঙের। বেশি দাম দিয়ে মানুষ সেগুলোই বেশি খায়। যদিও কবে না কবে, কী না কী দিয়ে সেসব বানানো– নানা রকম ভালমন্দ খবরও শোনা যায়। আর নাদের আলীর মালাইয়ের সবকিছুই টাটকা। তারপরও পুরোনো কালের জিনিস বলে মানুষ খেতে চাইতো না।

তবে গত এক-দেড় বছরে তিনি পরিবর্তনটা বুঝতে পারছেন। তাঁর এটা নাকি এই অঞ্চলের বিশেষ খাদ্য– গর্বের জিনিস, সংস্কৃতির অংশ। সরকার থেকে তাঁর আইসক্রিম বানানো দেখে গেছে। ছবি তুলেছে। সেসব ছবি ছাপা হয়েছে। এখন রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়িতে, লালনের আখড়ায় কিংবা আত্মীয়বাড়িতে বেড়াতে যেসব লোক আসেন, তারা নাকি কুষ্টিয়ার কুলফি খেতে চান। একবার যারা খান তারা আবার জানতে চান, কীভাবে এই মজাদার মালাই তৈরী হয়। বিক্রিবাট্টা বেশ বেড়েছে বলে স্বীকার করেন নাদের আলী। মাঝে একবার অন্যকিছু করার কথা ভেবেছিলেন ঠিকই। এখন আর সে ভাবনা নেই।

## Case study-2 : Story of change

Nader Ali, 47, inherits several decades' ancestral profession of making Malai Kulfi Ice cream and its paddling. Nader loves to do this job and does not bother with other jobs at all. It's a kind of charm to make the item with milk and other ingredients. Nader feels proud when customers eat the thing with amusement. But the market of Kulfi about went to ruin two years ago. Now a days, there are different kinds of Kulfi are produced. Number of those even comes from abroad. People consume those much loading huge price. Who knows how or when and what ingredients were used to produce those-but crummy news often hear about those. Beside, Kulfi of Nader Ali is always fresh. But people avoided it considering old fashioned.

But Nader Ali is realizing the changed scenario in last one-two years. The Kulfi of this area is a food of pride and a part of culture. The process of production has been visited and checked by Government officials. Photos have been taken and published on newspapers too. Now people visiting the Kuthibari, shrine of Fakir Lalon Shah or relative's home want to take Kulfi. Who once consumes the item shows their interest on how this is made.

Nader admitted that selling of Kulfi has been increased. He now wants to continue his profession who often thought to change.

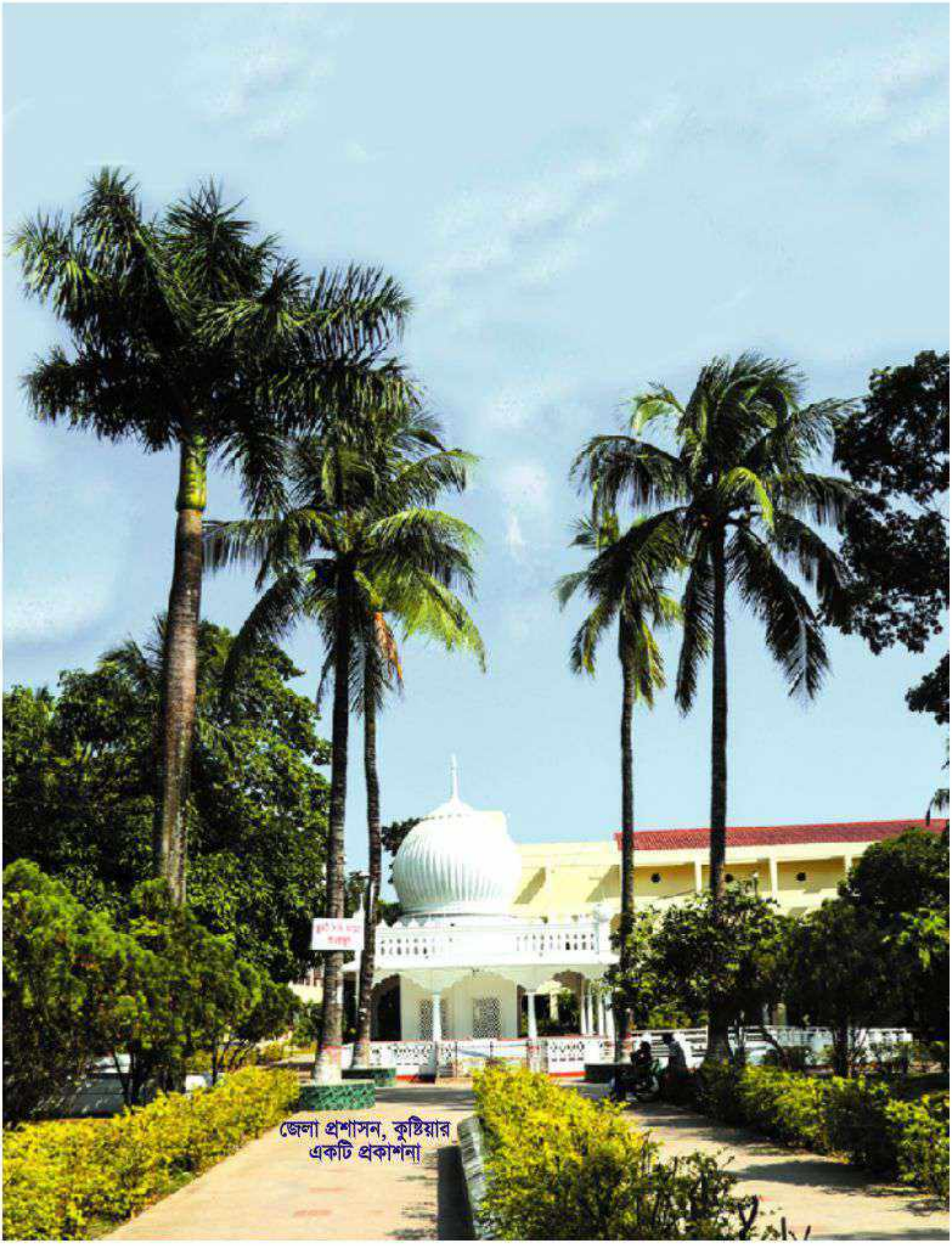

জেলা প্রশাসন, কুষ্টিয়ার
একটি প্রকাশনা